
মাসুদ রানা
গুপ্ত সংকেত-১
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

ফ্রান্সের রাজধানী, প্যারিস। প্রখ্যাত লুভার মিউজিয়াম।

রাত সাড়ে দশটা।

খিলান দিয়ে সাজানো গম্বুজ আকৃতির গ্র্যান্ড গ্যালারির নীরবতা ভেঙে জুতো পরা একজোড়া পায়ের ছন্দহীন আওয়াজ বদ্ধ মিউজিয়ামের ভিতর প্রতিধ্বনি তুলছে।

বিখ্যাত লুভার মিউজিয়ামের প্রখ্যাত কিউরেটার ল্যাক বেসন সাংঘাতিক ভয় পেয়েছেন। পঁচাত্তর বছর বয়স তাঁর, উদ্বেগ ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন, হোঁচট খেতে খেতে শেষ খিলানটা পার হয়ে গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

দেয়ালে সাজানো কাছাকাছি পেইন্টিং-এর দিকে হাত বাড়ালেন বেসন। ইটালিয়ান পেইন্টার ক্যারোভ্যাজ্জিও-র মাস্টারপিস ওটা। সোনালি গিল্টি করা ফ্রেম ধরে নিজের দিকে টানছেন তিনি। এক সময় দেয়াল থেকে খুলে এল ছবি, ভারী বস্তার মত পিছনদিকে পড়ে গেলেন বেসন, তাঁর উপর পড়ল ক্যানভাসটা।

ঠিক যেমন আশা করছিলেন, কর্কশ ঘটাং আওয়াজ করে কাছাকাছি কোথাও নেমে এল ভারী লোহার গেট, গ্যালারিতে আর কারও ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেল। কেঁপে উঠল জ্যামিতিক নকশা কাটা, পালিশ করা কাঠের মেঝে। সেই সঙ্গে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকলেন কিউরেটার, দম ফুরিয়ে যাওয়ায় এখনও হাঁপাচ্ছেন, চারদিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলেন। এখনও আমি বেঁচে আছি!—ভাবলেন তিনি।

ক্যানভাসের তলা থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এলেন বেসন, প্রকাণ্ড গুহার মত জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজছেন। এই সময় শোনা গেল কথাটা, এত কাছ থেকে যে গা শিরশির করে উঠল তাঁর।

'একচুল নড়বেন না!'

হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে পাথর হয়ে গেলেন ল্যাক বেসন, ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাচ্ছেন।

পনের ফুট দূরে, গরাদে লাগানো বন্ধ গেটের বাইরে আততায়ীর বিশাল কাঠামো দেখা যাচ্ছে, ঠাণ্ডা ও নির্দয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া লোকটা। আপাদমস্তক শ্বেতি, গায়ের চামড়া ফকফকে সাদা। মাথায় পাতলা হয়ে আসা সাদা চুল। চোখের মণি ম্লান লালচে, তাতে একই রঙের গাঢ় ফুটকি।

কোটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে লোহার রডের ভিতর দিয়ে সরাসরি কিউরেটারের দিকে তাক করল লোকটা। 'এভাবে দৌড়ে চলে আসাটা উচিত্র হয়নি আপনার,' বলল সে, বাচনভঙ্গির টানটা সনাক্ত করা সহজ নয়। 'এবার বলুন ওটা কোথায়।'

'তো-তোমাকে তো ব-বললামই,' তোতলাচ্ছেন কিউরেটার, গ্যালারির মেঝেতে অসহায় ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন। 'আমার মাথাতেই ঢু-ঢুকছে না কী চাও তুমি।'

'আবার মিথ্যেকথা!' অনড় দাঁড়িয়ে ল্যাক বেসনের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, ভুতুড়ে চোখের চকচকে ভাবটুকু ছাড়া আর কিছুই তার নড়ছে না। 'আপনার আর আপনার ভাই-বেরাদারের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে, যেটার মালিক অন্য কেউ।'

সারা শরীরে উথলে ওঠা অ্যাড্রেনালিন অনুভব করলেন কিউরেটার। ভাবলেন– আশ্চর্য, কী করে সম্ভব, এই লোক জানল কীভাবে?

'আজ জিনিসটা তার আসল মালিকের কাছে ফিরে যাবে। বলুন

কোথায় আছে ওটা, তা হলে বেঁচে যাবেন আপনি।' এবার লোকটা কিউরেটারের মাথা বরাবর পিস্তল তাক করল। 'ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইলে মরতে হবে আপনাকে, তাই কি আপনি চান?'

ল্যাক বেসন শ্বাস নিতে পারছেন না।

মাথা সামান্য কাত করে ব্যারেল বরাবর চোখ কুঁচকে তাকাল লোকটা।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুললেন বেসন। 'থামো,' ধীরে ধীরে বললেন, 'বলছি সব।' এরপর অত্যন্ত সাবধানে শুরু করলেন তিনি। মুখস্থ করা এই মিথ্যে কীভাবে বলতে হবে তা বহুবার মকশো করা আছে তাঁর, প্রতিবারই প্রার্থনা করেছেন এটা যেন কখনও ব্যবহার করতে না হয় তাঁকে।

কিউরেটার তাঁর কথা শেষ করলেন। সব শুনে আততায়ী লোকটা সন্তুষ্টচিত্তে বলল, 'হ্যাঁ। আর সবাইও আপনার মত ঠিক এই কথাই বলেছে।'

চমকে উঠলেন বেসন। আর সবাই?

'তাদেরকেও আমি খুঁজে বের করেছি,' প্রকাণ্ডদেহী খুনি বলল। 'তিনজনকেই। এই মাত্র আপনি যা বললেন, তারাও হুবহু ঠিক তাই বলেছে।'

উদভ্রান্ত, হতবিহ্বল লাগছে নিজেকে; ল্যাক বেসন ভাবলেন: এ স্রেফ হতেই পারে না! যে প্রাচীন তথ্য সংরক্ষণ করছেন কিউরেটার ও তাঁর বন্ধুরা, তাদের প্রকৃত পরিচয় তো প্রায় সেটার মতই গোপন বিষয়।

বেসন স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, তাঁর তিন বন্ধু মৃত্যুর আগে কঠিন নিয়ম অনুসরণ করে এই একই মিথ্যেকথা বলে গেছেন। তাঁদের উপর আরোপিত প্রধান শর্ত ছিল এটাই।

আততায়ী আবার পিস্তল তাক করল। 'সত্য কী, তা এখন আমি জানি, আর জানেন আপনি। আপনি না থাকলে শুধু একা জানব আমি।'

সত্য! অকস্মাৎ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আঁতকে উঠলেন কিউরেটার। ভাবলেন, আমি যদি মারা যাই, আমার সঙ্গে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে সেই সত্য। হঠাৎ করে আড়াল পাওয়ার জন্য দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে ওখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

গর্জে উঠল পিস্তল।

পেটে উত্তপ্ত বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলেন কিউরেটার। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন, অসহ্য ব্যথায় অন্ধকার দেখছেন চোখে। তারপর ধীরে ধীরে একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলেন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন গরাদের ভিতর দিয়ে করিডরে, যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে খুনিটা।

আততায়ী এখন সরাসরি তাঁর মাথায় লক্ষ্যস্থির করছে।

চোখ বুজলেন কিউরেটার ল্যাক বেসন, চিন্তা-চেতনায় নিদারুণ প্রাণভয় ও হতাশার ঝড় বইছে।

পিস্তলের খালি চেম্বারে হ্যামারের আঘাত করিডরে প্রতিধ্বনি তুলল।

ঝট্ করে খুলে গেল কিউরেটারের চোখ।

খুনি লোকটা দৃষ্টি নামিয়ে হাতের অস্ত্রের দিকে তাকাল, প্রায় কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। স্পেয়ার ক্লিপ-এর দিকে হাত বাড়াল, তারপর কী ভেবে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকল বেসনের পেটের দিকে, ঠোঁটের কোণে শ্লেষ-মেশানো নিঃশব্দ হাসি। 'এখানে আমার আর কোনও কাজ নেই,' বলল সে।

চোখ নামালেন কিউরেটার, নিজের সাদা লিনেন শার্টে বুলেটের তৈরি গর্তটা দেখছেন। ব্রেস্টবোন-এর কয়েক ইঞ্চি নীচে রক্তের ছোট্ট একটা বৃত্ত ঘিরে রেখেছে ওটাকে। হয়তো ইচ্ছে করেই এখানে তাক করেছিল লোকটা– একরকম নিষ্ঠুরতাই বলতে হবে, বুলেটটা একটুর জন্য হৃৎপিণ্ডকে ছোঁয়নি।

সাবেক যোদ্ধা তিনি, এ-ধরনের অনেক মৃত্যু চাক্ষুষ করেছেন

বেসন। নিজের ভিতর থেকেই স্লো পয়জনের শিকার হচ্ছেন তিনি এখন। পাকস্থলীর অ্যাসিড তাঁর বুকের গহ্বর ভরে তুলতে যে সময় নেবে, ওই সময়টুকু বাঁচবেন– মিনিট পনেরো।

'পীড়ন কাম্য, মসিয়্যো; পীড়নে পাপক্ষয়,' বলেই ঘুরে চলে গেল লোকটা।

একা হওয়ার পর আবার ঘাড় ফিরিয়ে লোহার গেটটার দিকে তাকালেন বেসন। ফাঁদে আটকা পড়েছেন, আরও অন্তত বিশ মিনিট পার না হলে ওই গেট খোলা যাবে না। কেউ তাঁর কাছে পৌঁছাবার আগেই মারা যাবেন তিনি। তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে নিজের মৃত্যু নয়, তারচেয়ে আরও অনেক বড় ভয় গ্রাস করে ফেলছে তাঁকে।

কিউরেটার মরিয়া হয়ে ভাবলেন, গোপন কথাটা কাউকে আমার বলে যেতে হবে।

টলতে টলতে সিধে হলেন বেসন। নিহত তিন বন্ধুকে স্মরণ করলেন। তাদের আগের প্রজন্মের অসংখ্য মানুষের কথা ভাবলেন, যুগ-যুগ ধরে বিশ্বাস করে যাদেরকে এই একই মিশন দেওয়া হয়েছিল।

জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন একটা শিকল।

এখন হঠাৎ করে, এত সব সাবধানতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও, শিকলটার অবশিষ্ট একমাত্র গিঁট ল্যাক বেসন টিকে আছেন– দুনিয়ায় এ পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে-সব বিষয় গোপন রাখা হয়েছে তার অন্যতম একটির নিঃসঙ্গ রক্ষক। শীতে ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন কিউরেটার। যেভাবেই হোক কোনও উপায় বের করতে হবে তাঁকে... যেভাবেই হোক...

চিন্তা করছেন বেসন। গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতর আটকা পড়ে গেছেন তিনি– বর্তমান পরিস্থিতিতে, তাঁর বিবেচনায়, দুনিয়ার বুকে মাত্র একজন মানুষের অস্তিত্ব আছে, যাকে গোপন কথাটা বলে যাওয়া যায়।

চোখ তুলে গম্বুজ আকৃতির কয়েদখানার দেয়ালগুলো দেখলেন বেসন। দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত পেইন্টিংগুলো পুরানো বন্ধুর মত তাঁর দিকে তাকিয়ে যেন মলিন হাসি হাসছে।

ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে আছেন, সমস্ত শক্তি ও সচেতনতা এক করলেন তিনি। সামনে অত্যন্ত শক্ত একটা কাজ, জানেন সেটা শেষ করতে চাইলে অবশিষ্ট জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড দরকার হবে তাঁর।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার।

অন্ধকারে টেলিফোন বাজছে, কেমন যেন অস্পষ্ট, অচেনা সুর। হাতড়ে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালল। কোঁচকানো চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে সম্রাট ষোড়শ লুই-আমলের ফার্নিচারসহ ভেলভেটে মোড়া রেনেসা বেডরুম দেখতে পেল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় রয়েছে ও। হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল, প্যারিস।

রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'মসিয়ো রানা?' ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বর। 'আশা করি আপনার ঘুম ভাঙাইনি?'

ঘুমের ঘোর কাটছে না, বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। বারোটা বেজে সতের মিনিট। মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। এভাবে কাঁচা ঘুম ভাঙলে কারই বা ভাল লাগে! তারপরও শান্তভাবে অপেক্ষা করছে।

'আমি হোটেলের ফ্লোর ম্যানেজার, মসিয়ো,' বলল লোকটা। 'অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাই, কিন্তু এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।'

রানার ঘোর তবু কাটছে না। এতো রাতে কে হতে পারে? ওর এজেন্সি বা অফিসের কেউ হলে মোবাইলে যোগাযোগ করত।

তারপর মনে পড়ল, দিন কয়েক আগে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি

প্যারিস-এ সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে ওর একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন গবেষক এবং লেখক ডাউমিয়ার অনোরি। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করেই বলেছে রানা, বেশ ক'বছর ধরে হোলি গ্রেইল সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছে ও।

হোলি গ্রেইল মধ্যযুগের একটা কিংবদন্তি– লাস্ট সাপার-এ বসে যিশু যে কাপ বা পানপাত্র ব্যবহার করেছিলেন, পরে যেটায় ক্রুসবিদ্ধ যিশুর রক্ত ধারণ করা হয়েছিল।

সাক্ষাৎকারটি ছাপা হওয়ার পর থেকে কিছু পাগলাটে লোক ও কিছু সিরিয়াস গবেষক সময় নেই অসময় নেই খুব জ্বালাতন করছে রানাকে। নিশ্চয় তাদেরই কেউ হবে, ভাবল ও। 'দুঃখিত,' বলল ফ্লোর ম্যানেজারকে। 'আমি খুব ক্লান্ত, আর তা ছাড়া...'

'মসিয়ো,' হোটেল কর্মকর্তা গলার আওয়াজ খাদে নামালেন, সুরটা যেন সতর্ক করার। 'আপনার অতিথি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।'

এরা সবাই তা-ই হয়, রানার জানা আছে। কেউ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে রিলিজিয়াস সিম্বলজি পড়ান, কেউ ত্রিশ বছর ধরে গ্রেইলের উপর সিরিয়াস গবেষণা করছেন। 'আপনি কি আমার এই উপকারটুকু করতে পারেন?' ভদ্রতা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ও, 'ভদ্রলোকের নাম-ফোননম্বর চেয়ে নিন, তারপর তাঁকে জানান প্যারিস ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।' ফ্লোর ম্যানেজারকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল ও।

যাক, একটা উপদ্রব এড়ানো গেছে, পাশ ফিরে শোয়ার সময় খুশি মনে ভাবল রানা। আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল ও। চোখে ছিলই ঘুম, পাতা বন্ধ করতেই...

আবার বেজে উঠল ফোন। অবিশ্বাসে দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে। রিসিভার তুলল। 'ইয়েস?'

যা ভেবেছে, ফ্লোর ম্যানেজারই। 'মিস্টার রানা, আবার ক্ষমা

চাই। গেস্ট ভদ্রলোক আপনার স্যুইটের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ভাবলাম আপনাকে সতর্ক করা দরকার।'

এবার পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল রানা। 'আমার অনুমতি নেই, তারপরও এক লোককে আপনি আমার স্যুইটে পাঠাচ্ছেন?'

'আমাকে মাফ করবেন, মসিয়ো, কিন্তু তাঁর পজিশনের মানুষকে... মানে, তাঁকে বাধা দেওয়ার মত কর্তৃত্ব আমার নেই...'

'আসলে কে বলুন তো লোকটা?'

কিন্তু ফ্লোর ম্যানেজার লাইনে নেই। প্রায় ওই সময়েই রানার স্যুইটের দরজায় দমাদম কিল মারার আওয়াজ হলো।

বিছানা থেকে নরম কার্পেটে নামল রানা। ওর সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনও অস্ত্র নেই। হোটেলের লম্বা তোয়ালেটা কোমরে জড়িয়ে ভদ্রোচিত হলো, তারপর সাবধানে এগোল দরজার দিকে। 'কে?'

'মিস্টার রানা? আপনার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার।' আগন্তুকের ইংরেজিতে আঞ্চলিকতার টান স্পষ্ট, গলার আওয়াজে বাঘের মত চাপা গর্জন। 'আমি লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। ডাইরেকশন সেনট্রেইলি পুলিশ জুডিশিয়ারি।'

স্থির হয়ে গেল রানা। জুডিশিয়াল পুলিশ? ফ্রেঞ্চ ডিসিপিজে ও আমেরিকান এফবিআই একই জিনিস।

সিকিউরিটি চেইনটা জায়গামত রেখেই দরজার কবাট কয়েক ইঞ্চি খুলল রানা। সরু একটা মুখ দেখতে পেল, ধূসর রঙের একজোড়া চোখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে ওকে। নীল ইউনিফর্মে পরিপাটি লাগছে লোকটাকে।

'ভেতরে আসতে পারি?' জানতে চাইল এজেন্ট।

ইতস্তত করছে রানা। গর্তে ঢোকা লোকটার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, আরও বেড়ে গেল ওর অস্বস্তি। 'যদি একটু বলেন ব্যাপারটা কী নিয়ে, প্লিজ?'

'ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপারে আমার ক্যাপটেন আপনার সুনাম ও দক্ষতা কাজে লাগাতে চান,' রোবটের মত যান্ত্রিক, আনুষ্ঠানিক

ভাষায় বলল লেফটেন্যান্ট।

'এখন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।'

'দেখুন তো আমার ভুল হচ্ছে কি না– লুভার মিউজিয়ামের কিউরেটার, মসিয়ো ল্যাক বেসনের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় আপনার দেখা করার কথা ছিল।'

হঠাৎ রানার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। আজ রাতে মসিয়ো বেসনের সঙ্গে এক জায়গায় বসে আলাপ করবার কথা ছিল বটে। কিন্তু কী কারণে যেন ভদ্রলোক আসেননি। 'হ্যাঁ, ছিল। আপনি তা জানলেন কীভাবে?'

'আমরা তাঁর নোটবুকে আপনার নাম পেয়েছি।'

'কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লেফটেন্যান্ট, তারপর দরজার সরু ফাঁক দিয়ে পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা একটা ফটো বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ফটোটা দেখেই রানার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'এটা তোলা হয়েছে একঘণ্টাও হয়নি। লুভার মিউজিয়ামের ভেতরে।'

ছবিটার দিকে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, বমির ভাব ও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে বেশি সময় নিল না রানা। অনুভব করল ওর সারা শরীর গরম হয়ে উঠছে প্রচণ্ড রাগে। 'এমন কাজ কে করবে?'

'আমরা আশা করছি আপনিই পারবেন এই প্রশ্নের জবাব দিতে। আমরা জানি আপনি কে– রানা এজেন্সির কৃতিত্ব ফ্রান্সেও কম নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য তারচেয়েও বড় কথা, সিম্বলজি সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা আছে আপনার। আজ রাতে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার কথা ছিল।'

ছবিটার উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না রানা।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল এজেন্ট। 'আমার ক্যাপটেন

আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, মসিয়ো।'

কথাটা কোনও রকমে শুনতে পেল রানা, এখনও ছবিটার উপর স্থির হয়ে আছে ওর চোখ। 'এই সিম্বল, আর শরীরের এই বিদঘুটে...'

'পজিশন?' শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইল ডিসিপিজে এজেন্ট।

মাথা ঝাঁকাল রানা, মুখ তোলার সময় শিরশির করে উঠল গা। 'আমি চিন্তাই করতে পারছি না কেউ কারও এরকম অবস্থা করতে পারে।'

গম্ভীর দেখাল লেফটেন্যান্টকে। 'ব্যাপারটা আপনাকে পরিষ্কার করে বলা দরকার, মসিয়ো রানা। ফটোয় আপনি মসিয়ো ল্যাক বেসনকে যেভাবে দেখছেন...' দম নিল সে, '...মানে, এই আশ্চর্য পজিশনটা তাঁর নিজেরই তৈরি।'

দুই

এক মাইল দূরে। প্যারিসের অভিজাত আবাসিক এলাকা।

ফকফকে সাদা প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে রুয়ান লেবরান। বিলাসবহুল একটি বাড়িতে ঢুকল সে। উরুতে জড়ানো বেল্টের স্পাইক মাংসে গেঁথে যাচ্ছে, অথচ তার আত্মা স্রষ্টার কাজে লাগতে পারার আনন্দে গান গাইছে।

পীড়ন কাঙ্ক্ষিত, পীড়নে পাপক্ষয়।

বাড়িটার ভিতর ঢোকার সময় তার লাল চোখ লবির চারদিক ভাল করে দেখে নিল। কোথাও কেউ নেই। নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠছে সে, কারও ঘুম ভাঙাতে চাইছে না। তার

বেডরুমের দরজা খোলা রয়েছে, এখানে তালা লাগানো নিষেধ। ভিতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করে দিল লেবরান।

শক্ত কাঠের মেঝে। ফার্নিচার বলতে একটা ড্রেসার। এক কোণে ক্যানভাসের ম্যাট, সেটাই বিছানা হিসাবে চালিয়ে নেওয়া হয়। চলতি হপ্তায় অতিথি হিসাবে এখানে তার আসা, তবে নিউ ইয়র্ক শহরে এ-ধরনের অভয়াশ্রয় বহু বছর ধরে পেয়ে আসছে সে।

ঈশ্বর আমাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন, দিয়েছেন জীবনের লক্ষ্য। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

রুয়ান লেবরান উপলব্ধি করল, অবশেষে আজ রাত থেকে ঋণ শোধ দিতে শুরু করেছে সে। ড্রেসারের সামনে থামল, সবচেয়ে নীচের দেরাজটার তলায় লুকানো সেল ফোনটা বের করে চাপ দিল কয়েকটা বোতামে।

'ইয়েস?' অপরপ্রান্ত থেকে গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল।

'লালিক, আমি ফিরেছি।'

'রিপোর্ট করো,' ভরাট কণ্ঠ থেকে আদেশ এল, লেবরান ফিরেছে শুনে খুশি।

'চারজনই খতম। তিন সেনিচক্স ও গ্র্যান্ড মাস্টার স্বয়ং।'

অপরপ্রান্তে এক মুহূর্তের নীরবতা, যেন প্রার্থনার জন্য সময় লাগছে। 'তা হলে আমি ধরে নিচ্ছি তথ্যটা তুমি পেয়েছ?'

'চারজনই এক কথা বলেছে। আলাদা আলাদাভাবে।'

'তুমি তাদের কথা বিশ্বাস করেছ?'

'এত বেশি মিল যে কাকতালীয় হওয়া সম্ভব নয়।'

লালিকের নিঃশ্বাসে উত্তেজনা। 'চমৎকার। ব্রাদারহুড-এর গোপনীয়তা বজায় রাখার একটা ঐতিহ্য আছে, ভয় পাচ্ছিলাম সেই বাধাটা তুমি টপকাতে পারবে কি না।'

'মৃত্যুর আশঙ্কা, সেই সঙ্গে জীবনের আশ্বাস মানুষকে দিয়ে কী না করাতে পারে।'

'তো, প্রিয় বৎস আমার, আসল কথাটা বলো এবার।'

লেবরান জানে তার সংগ্রহ করা তথ্য একটা বিস্ময় হয়ে দেখা দেবে। 'লালিক, চারজনই কিংবদন্তির সেই কিস্টোন-এর কথা বলে গেছে, স্বীকার করে গেছে ওটার অস্তিত্ব আছে।'

লালিকের দম আটকানোর আওয়াজ পাওয়া গেল টেলিফোন থেকে। 'কিস্টোন! ঠিক আমরা যা সন্দেহ করেছি!'

এ নিয়ে একটা গুজব আছে, ব্রাদারহুড সংঘ পাথরের চাকতি বা কিস্টোনে খোদাইয়ের সাহায্যে একটা মানচিত্র তৈরি করেছে। সেই মানচিত্রে প্রকাশ পাবে তাদের সবচেয়ে বড় রহস্যটা... এত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য যে, সেটা গোপন রাখার উপর নির্ভর করে খোদ তাদের সংঘের অস্তিত্ব।

'কিস্টোনটা পেলে,' বললেন লালিক, 'আর কেবল এক ধাপ দূরে থাকব আমরা।'

'আপনি যতটা ভাবছেন, তারচেয়ে কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। কিস্টোনটা এখানেই আছে– প্যারিসে।'

'প্যারিসে? বলো কী! যেন বড় বেশি সহজে পেয়ে যাচ্ছি?'

আজ সন্ধ্যায় কীভাবে কী ঘটেছে তার বর্ণনা দিল লেবরান। তার চার ভিক্টিমই মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে গোপনতম তথ্য ফাঁস করে দিয়ে নিজেদের ঈশ্বরবিহীন অস্তিত্ব রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকে তারা লেবরানকে একই কথা বলেছে– প্যারিসের অন্যতম একটা প্রাচীন চার্চ, এগলাইজ দ্য সেইন্ট-সালপিস-এর ভিতর, বিশেষ একটা গোপন জায়গায় লুকানো আছে কিস্টোনটা।

'ঈশ্বরের বাড়ির ভেতর?' লালিক ক্ষুব্ধ। 'আশ্চর্য স্পর্ধা বটে! কতভাবেই না আমাদেরকে ব্যঙ্গ করা হয়!'

'এটা ওরা শত শত বছর ধরেই তো চালিয়ে যাচ্ছে,' সায় দিয়ে বলল লেবরান।

নীরব হয়ে গেলেন লালিক, যেন এই মুহূর্তের বিজয় উপভোগ করার জন্য সময় নিচ্ছেন। তারপর এক সময় নীরবতা ভাঙলেন

তিনি। 'তোমাকে দিয়ে ঈশ্বর খুবই বড় একটা কাজ করিয়ে নিলেন। এটার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করেছি আমরা। এবার তুমি পাথরটা এনে দেবে আমাকে। দেরি করা চলবে না। আজ রাতেই। তুমি তো বোঝোই এর কী গুরুত্ব।'

লেবরান জানে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু তা সত্ত্বেও লালিকের নির্দেশ পালন করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তার। 'কিন্তু ওই চার্চ আসলে একটা দুর্গ,' বলল সে। 'এই রাতে আমি ওর ভেতর ঢুকব কীভাবে?'

অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষের মত দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী সুরে ব্যাখ্যা করলেন লালিক কীভাবে কী করতে হবে তাকে।

রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখবার সময় প্রত্যাশায় শিরশির করে উঠল লেবরানের গায়ের সাদা চামড়া। এক ঘণ্টা, ভাবল সে। ঈশ্বরের একটা বাড়িতে ঢোকার আগে লালিক তাকে আত্মপীড়নের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার সময় দেওয়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।

আত্মা থেকে আজকের সব পাপ ধুয়ে ফেলতে হবে তাকে। আজ যে পাপ করা হয়েছে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিচারে তা ছিল পবিত্র কাজ। ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাত বহু হাজার বছর ধরে চলে আসছে। শান্তির জন্য এই রক্তপাত। তাঁর ক্ষমা পাওয়ার নিশ্চয়তা ষোলো আনা। তারপরেও, লেবরান জানে, মুক্তি পেতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকারের দরকার আছে, দরকার আছে আত্মপীড়নের।

দিগম্বর অবস্থায় কামরার মাঝখানে হাঁটু গাড়ল লেবরান। চোখ নামিয়ে উরুতে পরা কাঁটা লাগানো বেল্টটা দেখল। 'দ্য ওয়ে'-র একনিষ্ঠ অনুসারীরা সবাই এটা পরে– বেশ চওড়া লেদার স্ট্র্যাপ, তাতে বসানো ধাতব কাঁটা মাংসে গেঁথে যায়, ফলে যিশু যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেটা স্মরণ ও আংশিক অনুভব করার সুযোগ মেলে।

বেল্টটা আরও খানিকটা আঁটসাঁট করে বাঁধল লেবরান,

কাঁটাগুলো মাংসের আরও ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়ার সময় ব্যথায় গাল কোঁচকাল সে। ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে আত্মপীড়নের মাধ্যমে নিজের পরিশুদ্ধ হওয়াটা উপভোগ করছে।

'পীড়ন কাঙ্ক্ষিত, পীড়নে পাপক্ষয়,' বিড়বিড় করে জপছে লেবরান। শিক্ষদের শিক্ষক, অপাস ডেই-এর প্রতিষ্ঠাতা, স্প্যানিয়ার্ড হোসে মারিয়া ১৯৭৫ সালে মারা গেছেন, এটা তাঁরই পবিত্র মন্ত্র। এই মন্ত্র দুনিয়া জুড়ে তাঁর হাজার হাজার বিশ্বস্ত সেবক মেঝেতে হাঁটু গেড়ে এই একই ভঙ্গিতে জপছে প্রতিদিন অন্তত দু'-ঘণ্টা করে।

এরপর মেঝেতে তার পাশে পড়ে থাকা কুণ্ডলী পাকানো রশিটার দিকে তাকাল লেবরান। শুকনো রক্ত লেগে থাকায় রশির গিঁটগুলো শক্ত হয়ে গেছে। আত্মপীড়নের মাত্রা বাড়াবার আগ্রহে মন্ত্র আওড়ানো দ্রুত করল সে। তারপর রশির একটা প্রান্ত ধরে চোখ বুজল, কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে নামিয়ে আনল অপরপ্রান্তটা। চাবুক মারার ভঙ্গিতে নিজেকে বার বার আঘাত করছে। অসহ্য ব্যথা শান্তমুখে সহ্য করছে। ভাবছে, আমার ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। পীড়ন কাঙ্ক্ষিত, পীড়নে পাপক্ষয়।

একসময় লেবরান অনুভব করল তার পিঠ বেয়ে রক্তের কয়েকটা ধারা গড়াচ্ছে কুলকুল করে।

অপেরা হাউসকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে জুডিশিয়াল পুলিশের সিট্রোঁ জেডএক্স, খোলা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছে এপ্রিলের বাতাস। পিছনের সিটে বসে চিন্তার সুষ্ঠু ধারাটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে রানা।

দ্রুত শাওয়ার সেরে দাড়ি কামানোয় ভদ্রসমাজে বেরুবার মত হওয়া গেছে বটে, তবে তাতে ওর উদ্বেগের মাত্রা এতটুকু কমেনি। কিউরেটার ভদ্রলোকের ভীতিকর ছবিটা ওর মনের পরদায় যেন সেঁটে দেওয়া হয়েছে, চেষ্টা করলেও মোছা যাবে না।

ল্যাক বেসন মারা গেছেন। রানা অনুভব করছে, বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেল। নিভৃতচারী হলেও, শিল্প-সাহিত্যের একজন উঁচুদরের বোদ্ধা হিসাবে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ছিল তাঁর। নিকোলাস পুসাঁ আর ডেভিড টেনিয়ার্স-এর আঁকা ছবিতে লুকানো গোপন সংকেত আছে, এটাকে বিষয় করে লেখা তাঁর বইগুলো ফ্রান্সের আর্ট কলেজে পড়ানো হয়। রানার মত কিছু সাধারণ মানুষও, এ বিষয়ে যাদের কৌতূহল আছে, অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ে সেগুলো।

আজ রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময়টা আলাদা করে রেখেছিল রানা, তিনি না আসায় খুবই হতাশ বোধ করেছে ও। কিউরেটারের ছবিটা চোখের সামনে আবার ফিরে এল। বেসন নিজেই তাঁর এই অবস্থা করেছেন? মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, চোখের সামনে থেকে ছবিটা মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

ব্যস্ততার পাট চুকিয়ে এতক্ষণে ঘুমাতে যাচ্ছে প্যারিস নগরী। ফেরিওয়ালারা পণ্য বোঝাই কার্ট ঠেলে যে যার ঠিকানায় ফিরছে, ওয়েটাররা আবর্জনা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে নেমে আসছে ফুটপাথে। পার্কের ভিতর, নিচু পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে রাতজাগা একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে, যেন নিষ্প্রাণ স্ট্যাচু।

'আপনি এখনও প্যারিসে আছেন শুনে ক্যাপটেন খুব খুশি হবেন,' হোটেল ছাড়ার পর এই প্রথম মুখ খুলল লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। 'ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও, শুভই বলতে হবে।'

এর মধ্যে শুভ কি আছে বুঝতে পারছে না রানা। 'আপনারা বোধহয় রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা থেকে আমার হোটেলের ঠিকানা পেয়েছেন?'

মাথা নাড়ল এজেন্ট রাউল। 'ইন্টারপোল।'

হুম, ভাবল রানা। যে-কোনও ইউরোপিয়ান হোটেলে ওঠার সময় পাসপোর্ট দেখানোর আইন আছে। যে-কোনও রাতে গোটা ইউরোপের কোন্ হোটেলে কে ঘুমাচ্ছে বলে দিতে পারবে

ইন্টারপোল। রানা হিলটনে আছে, এটা জানতে তাদের বোধহয় পাঁচ সেকেন্ডের বেশি লাগেনি।

ওদের গাড়ি আইফেল টাওয়ারকে ডানদিকে রেখে এগোচ্ছে।

'ওর ওপরে চড়েছেন?' জিজ্ঞেস করল এজেন্ট, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে।

চোখ ফেরাল রানা, নিশ্চিত যে ভুল বুঝেছে। 'মাফ করবেন?'

'ওই সুন্দরীর কথা বলছি,' ব্যাখ্যা করল লেফটেন্যান্ট, উইন্ডস্ক্রিনের ওপাশে আইফেল টাওয়ারটা দেখাল রানাকে। 'আপনি ওর ওপর চড়েছেন?'

কথা না বলে মৃদু হেসে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

ওদের গাড়ি প্যারিসের সেন্ট্রাল পার্কে ঢুকল, এতক্ষণে বোতাম টিপে সাইরেনটা বন্ধ করে দিল ড্রাইভার।

খানিক পর ডান জানালার বাইরে দেখা গেল সেইন নদীর তীরে পুরানো রেলস্টেশন কেই ভলতেয়ার। বামে তাকাতে চোখে পড়ল পম্পিডু সেন্টার, ওটার ভিতরেই রয়েছে মিউজিয়াম অভ মডার্ন আর্ট। আর সরাসরি সামনে, পুবে, প্রকাণ্ড তোরণের ভিতর দেখা যাচ্ছে মনোলিথিক রেনেসাঁ প্যালেস, যা কিনা গোটা দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত আর্ট মিউজিয়াম হয়ে উঠেছে কালক্রমে।

লুভার মিউজিয়াম।

প্যারিসের আকাশে প্রকাণ্ড দুর্গের মত হেলান দিয়ে আছে দালানটা। ঘোড়ার খুর আকৃতির কাঠামো, ইউরোপের সবচেয়ে দীর্ঘ ভবন লুভার, তিনটে আইফেল টাওয়ারকে একটার পর একটা লম্বা করে শুইয়ে দিলেও দৈর্ঘ্যে ওটার সমান হবে না। দালানটার ভিতরে যে পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো শিল্পকর্ম আছে, দেখতে হলে একজন দর্শকের কমপক্ষে পাঁচ হপ্তা সময় লাগবে।

ড্রাইভারের হাতে একটা ওয়াকি-টকি বেরিয়ে এল। 'মসিয়ো মাসুদ রানা পৌঁছেছেন,' রিপোর্ট করল সে।

জবাবে যা-ই বলা হোক, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনে ঠিক বোঝা গেল

না। ওয়াকি-টকি কোমরে গুঁজে রেখে রানার দিকে তাকাল রাউল। 'আমার ক্যাপটেন আপনার সঙ্গে মেইন গেটে দেখা করবেন।'

সাইন-এ লেখা রয়েছে প্লাযা-য় অটো ট্রাফিক চলাচল করা নিষেধ, সেটা গ্রাহ্য না করে সিত্রোঁ ছোটাল ড্রাইভার। খানিক পরেই মিউজিয়ামের প্রধান প্রবেশপথ দেখা গেল, এখনও বেশ দূরে, ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে– একটা পিরামিড। সাতটা ত্রিভুজ আকৃতির পুল ঘিরে রেখেছে ওটাকে, প্রতিটি পুলে একটা করে আলোকিত ফোয়ারা।

লুভারে ঢোকার নতুন প্রবেশপথটা মিউজিয়ামের মতই বিখ্যাত। চাইনিজ-আমেরিকান আর্কিটেক্ট আই. এম. পে এই পিরামিডের ডিজাইন করেছেন।

আর্কিওলজিকাল শখ মেটাবার জন্য কিছু বইপত্র পড়তে হয় রানাকে, পড়বার পর ব্যক্তিগত কিছু নোটও তৈরি করে, সেরকম একটা নোটে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা লিখেছে ও– প্যারিসের এই বিখ্যাত পিরামিডের নীচে অনায়াসে গোপন একটা ভল্ট থাকতে পারে।

গাড়ি ছুটছে। 'আপনার ক্যাপটেনের নাম কী?' জানতে চাইল রানা।

'ভিগো অকটেভ,' বলল লেফটেন্যান্ট রাউল। 'আমরা তাঁকে তরো বলি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'নিজেদের ক্যাপটেনকে আপনারা ষাঁড় বলেন?'

খুশি হলো লেফটেন্যান্ট। 'আপনার ফ্রেঞ্চ খুব ভাল, মসিয়ো রানা।'

গাড়ি থামিয়ে একজোড়া ফোয়ারার মাঝখানে আঙুল তাক করল লেফটেন্যান্ট। 'ওই যে মেইন গেট। গুড লাক, মসিয়ো।'

'আপনি আসছেন না?'

'বলা হয়েছে এখানেই আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে। আমার

অন্য কাজ আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নীচে নামল রানা। একটা ইউ টার্ন নিয়ে চলে গেল লেফটেন্যান্ট।

দুই ফোয়ারা থেকে ছড়িয়ে পড়া সূক্ষ্ম জলকণার ভিতর দিয়ে এগোবার সময় অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হলো রানার, যেন কাল্পনিক একটা চৌকাঠ পেরিয়ে অন্য কোনও জগতে ঢুকছে ও। আজ রাতটা যেন একটা স্বপ্নের ভিতর কাটছে ওর। আধ ঘণ্টা আগে নিজের হোটেল-কামরায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিল। অথচ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে লুভার মিউজিয়ামের মেইন গেটে, ষাঁড় নামে এক পুলিশ ভদ্রলোকের অপেক্ষায়। আমি যেন সালভাদর ডালি-র একটা পেইন্টিং-এ আটকা পড়ে গেছি, ভাবল ও।

প্রকাণ্ড দরজাটা রিভলভিং। ওটার পিছনে ফয়েই-এ আবছা আলো দেখা যাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। নক করবে?

কাঁচে টোকা মারার জন্য হাত তুলছে রানা, এই সময় অন্ধকার মেঝে থেকে উদয় হতে দেখা গেল একটা মূর্তিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন ভদ্রলোক। শক্ত-সমর্থ গড়ন, মুখের রঙ গাঢ়, গঠন প্রায় নিয়ানডারথাল। কাঁধ দুটো এত চওড়া যে গাঢ় রঙের ডাবল-ব্রেস্টেড সুট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তাঁর হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। পা দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী। সেল ফোনে কথা বলছিলেন, তবে দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই আলাপটা শেষ করলেন। ইঙ্গিতে রানাকে ভিতরে ঢুকতে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি ভিগো অকটেভ,' রিভলভিং দরজা ঠেলে ঢুকছে রানা, নিজের পরিচয় দিলেন অফিসার। 'সেন্ট্রাল ডিরেক্টরেট জুডিশিয়াল পুলিশের ক্যাপটেন।' পদের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর মিলছে, গুরুগম্ভীর মেঘের ডাক।

নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'মাসুদ রানা।'

নিজের থাবার ভিতর রানার হাতটা ভরলেন ভিগো অকটেভ,

ভেঙে দেওয়ার শক্তি আছে, তবে চাপ দিলেন না।

'ছবিটা দেখলাম,' বলল রানা। 'আপনার এজেন্ট বলছিলেন ল্যাক বেসন নিজেই নাকি...'

'মসিয়ো রানা।' চোখ দুটোর কয়লার মত কালো মণি তাক করে এমনভাবে তাকালেন ক্যাপটেন, যেন রানার চোখের ভিতরে ডুব দিচ্ছেন। 'কিউরেটার বেসন যা করে গেছেন, ওই ফটোয় আপনি তার মাত্র শুরুটা দেখেছেন।'

ক্যাপটেন ভিগো অকটেভের পিছু নিয়ে মার্বেলপাথরের তৈরি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নীচে নামছে রানা। সিঁড়ির গোড়ায় বাগিয়ে ধরা মেশিন গান নিয়ে পাহারায় রয়েছে দুজন জুডিশিয়াল পুলিশ। মেসেজটা পরিষ্কার, আজ রাতে ক্যাপটেন অকটেভের অনুমতি ছাড়া কারও বাইরে বেরুনো বা ভিতরে ঢোকার উপায় নেই।

গ্রাউন্ড লেভেল পার হয়ে আরও নীচে নামছে ওরা, ছায়ার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে বিশাল ফাঁকা জায়গাটা। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে সাতান্ন ফুট নীচে, লুভার-এর নতুন তৈরি সত্তর হাজার বর্গফুট লবি প্রকাণ্ড পাহাড়ি গুহার মত দেখতে। 'মিউজিয়ামের নিয়মিত গার্ডরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ওদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে,' বললেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'কারণটা পরিষ্কার, তাই না? ঢুকতে দেয়া উচিত নয় এমন কাউকে তারা ঢুকিয়েছিল। লুভার-এর সব কজন নাইট গার্ডকে এই মুহূর্তে জেরা করা হচ্ছে। খবর পাবার পর থেকে আমার এজেন্টরা মিউজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ক্যাপটেনের পাশে থাকবার জন্য দ্রুত পা চালাল।

'মসিয়ো বেসনকে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন আপনি, প্লিজ?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

'বলা উচিত চিনতামই না। আমাদের কখনও দেখা হয়নি।'

থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন অকটেভ, বিস্মিত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'তার মানে কি, আজ রাতে আপনাদের প্রথম দেখা হতে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ। তিন-চার বছর ধরে চিঠি-পত্র, ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে আলাপ হয়েছে আমাদের। আমি তাঁকে আমার কিছু নোট পড়তে দিয়েছিলাম– সিম্বলজি, হোলি গ্রেইল ও তাঁর নিজের লেখা বই সম্পর্কে। আমার পেশা নয়, নেশা নিয়ে বরাবরই খুব আগ্রহ দেখাতেন তিনি। আর আমি ছিলাম তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ভক্ত।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বার-এ আমাদের দেখা হতে পারে কি না। তিনি জানতেন প্যারিসে এসে যদি সময় পাই ওখানে বসে পড়াশোনা করি আমি।'

'পেশাটা জানা আছে,' বললেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'নেশাটা, তা-ও বোধহয় একটু-আধটু জানি; তবে আপনার মুখ থেকে শুনতে পেলে খুশি হই, মসিয়ো রানা।'

'অ্যামেচার আর্কিওলজি।'

'ওহ্, ইয়েস।' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'মনে পড়েছে, ডেইলি প্যারিস-এ সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আপনার একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। আমি ওটা পড়েছি, মসিয়ো। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন গবেষক তথা লেখক ডাউমিয়ার অনোরি। অ্যামেচার ট্রেজার ডিসকাভারার হিসাবে বেশ ক'বছর ধরে হোলি গ্রেইল সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছেন আপনি।'

কথা না বলে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওই সাক্ষাৎকারে আপনি হোলি গ্রেইল সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, বলেছেন রিলিজিয়াস সিম্বলজি সম্পর্কেও। তার মানে আপনি কি...'

মাথা নাড়ল রানা, সবিনয়ে সত্যি কথাটাই বলল, 'আমাকে আপনি বড়জোর কৌতূহলী ছাত্র বলতে পারেন, কোনমতেই তার বেশি কিছু নই। খুবই কম জানি আমি।'

'ধরে নিচ্ছি, এটা আপনার প্রাচ্যের ঈর্ষণীয় বিনয়,' বলে গম্ভীরমুখে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন। 'তো প্ল্যান করলেন, কিউরেটার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবেন...'

'মসিয়ো বেসন যাননি ওখানে,' বলল রানা।

নোটবই বের করে কিছু লিখলেন অকটেভ। পথ দেখিয়ে ছোট একপ্রস্থ সিঁড়ির মাথায় তুলে আনলেন তিনি রানাকে। সামনে খিলান, ভিতরে টানেল। টানেলের মাথায় লেখা: ডেনন।

লুভার মিউজিয়াম তিনটে মেইন সেকশনে ভাগ করা, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ডেনন উইং।

'আজ রাতে তা হলে দেখা করার কথাটা কে প্রথমে তোলেন,' আচমকা জানতে চাইলেন ক্যাপটেন, 'আপনি, না মসিয়ো বেসন?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত লাগল রানার, কারণ ব্যাপারটা এইমাত্র জানিয়েছে ও। 'মসিয়ো বেসন,' টানেলে ঢোকার সময় জবাব দিল ও। 'কয়েক হপ্তা আগে তাঁর সেক্রেটারি ই-মেইলে যোগাযোগ করেছিল আমার সঙ্গে। মেয়েটি বলল, কিউরেটার ভদ্রলোক শুনেছেন চলতি মাসে আমি প্যারিসে আসছি, আমার সঙ্গে বিশেষ একটি বিষয়ে আলাপ করতে চান তিনি।'

'কী বিষয়ে?'

'কী জানি, বলতে পারব না। নিশ্চয়ই আর্ট নিয়ে নয়।'

'কেন নয়?'

'শিল্পের আমি প্রায় কিছুই বুঝি না। ভাল লাগলে লাগে; কেন ভাল লাগছে জিজ্ঞেস করলে ব্যাখ্যা দিতে পারি না।'

'তা হলে কী বিষয়ে তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সিম্বলজি সম্পর্কে আগ্রহ আছে আমার, আগ্রহ আছে হোলি গ্রেইল বা এ-ধরনের আরও অনেক কিংবদন্তি সম্পর্কে, কিন্তু এ-সবই আমার শখ মাত্র, নিজেকে শিক্ষানবিস বললেও বেশি বলা হয়ে যায়, কাজেই এ-ও বলতে পারি না যে

তিনি আমার সঙ্গে এ-সব বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন।'

ক্যাপটেন অকটেভ চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি জানেনই না কেন তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?'

সামান্য ভুরু কোঁচকাল রানা, কিছু বলল না। সত্যিই ও জানে না। সেক্রেটারি মেয়েটিকে প্রশ্ন করে জানার আগ্রহও হয়নি ওর। ভদ্রলোক প্রচার পছন্দ করেন না, প্রায় কারও সঙ্গে দেখাও করেন না, কাজেই নিজে থেকে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করায় নিজেকে মস্ত ভাগ্যবান মনে করেছিল ও।

'যে রাতে তিনি খুন হলেন,' বাচনভঙ্গিতে নাটকীয়তা এনে বললেন ক্যাপটেন। 'আন্দাজ করুন, প্লিজ, সেই রাতে কী বিষয়ে আলাপ করতে চাইতে পারেন তিনি?'

প্রশ্নটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে, রানার ভাল লাগল না। 'আন্দাজ করে কিছু বলা সম্ভব নয়,' সরাসরি জবাব দিল ও। 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ করায় সম্মানিত বোধ করেছি। মসিয়ো বেসনের একজন ভক্ত আমি। তাঁর লেখা সব বই আমার পড়া আছে। লেখার সময় তিনি যে-সব বইয়ের সাহায্য নেন, তার তালিকা দেখে সময়-সুযোগ হলে আমিও সেগুলো পড়বার চেষ্টা করি।'

আবার নোট নিলেন অকটেভ।

ডেনন উইং-এর এন্ট্রি টানেল ধরে অনেকটা দূর চলে এসেছে ওরা। দূরে একজোড়া এসকেলেইটার দেখতে পাচ্ছে রানা, দুটোই স্থির হয়ে আছে।

'তার মানে, অনেক বিষয়েই তাঁর আর আপনার আগ্রহ মিলত?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। মসিয়ো বেসন যে-সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন, সে-সব বিষয়ে আমারও কৌতূহল আছে। যেখানে যা পড়ি বা জানতে পারি, নিজের মতামত সহ নোট রাখি। সে-সব নোট এক করলে হয়তো ছোটখাট একটা বই-ই হয়ে

যাবে। আমার কিছু নোট আমি তাঁকে পড়তে দিয়েছিলাম। খুব ইচ্ছে ছিল একটি বিষয়ে তাঁর ধারণা কী জানব...'

রানার দিকে আড়চোখে তাকালেন ক্যাপটেন। 'কী বিষয়ে, মসিয়ো রানা?'

ইতস্তত করছে রানা, বুঝতে পারছে না ঠিক কীভাবে বলবে কথাটা। 'পবিত্র নারীকে পুজো করার বিষয় সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল আছে আমার। জানার খুব ইচ্ছে ছিল এ-ধরনের উপাসনার সঙ্গে শিল্প ও সিম্বল-এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে।'

নিজের চুলে মাংসল হাত চালালেন অকটেভ। 'ও, আচ্ছা, বুঝেছি।'

রানার সন্দেহ আছে অকটেভ আদৌ কিছু বুঝেছেন কি না। দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গডেস আইকনোগ্রাফার হিসাবে গণ্য করা হয়... হত ল্যাক বেসনকে। দেবীর অর্চনা, ডাইনীর বন্দনা, স্ত্রী পুজা, ঈশ্বরের সঙ্গিনী হিসাবে ঈশ্বরীর অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।

দেবী অথবা ডাইনী হিসাবে পূজিত বাস্তব ও কাল্পনিক নারীর অসংখ্য চিত্র ও মূর্তি দুনিয়ার প্রতিটি কোণ থেকে সংগ্রহ করে লুভার মিউজিয়ামে আনা হয়েছে, গবেষণার কাজে সে-সব ব্যবহার করার সুযোগ ছিল কিউরেটারের।

'হয়তো নিজের ধ্যান-ধারণার আভাস দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন মসিয়ো বেসন,' বললেন ক্যাপটেন।

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'তা না হলে তিনি হয়তো আপনার বাকি নোটগুলো পড়ার জন্যে চাইতেন, যেগুলো ই-মেইলে আপনি তাঁকে পাঠাননি।'

রানা কিছু বলছে না।

ক্যাপটেন এসকেলেটারের দিকে গেলেন না, ওগুলো কয়েক গজ দূরে থাকতে সার্ভিস এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল ওরা। যান্ত্রিক বাহন

উঠতে শুরু করল ওদেরকে নিয়ে।

ক্যাপটেন অকটেভ টাই পরেছেন, এলিভেটরের চকচকে দরজায় টাই ক্লিপ-এর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে ও— রুপোর উপর ক্রুসবিদ্ধ যিশুর খুদে আদল। তেরোটা কালো অনেক্স পাথরে তৈরি যিশু আর তাঁর বারোজন শিষ্য।

একটু অবাকই হলো রানা। এই প্রতীকটি ক্রুকস জেমাটা হিসাবে পরিচিত। একজন ফ্রেঞ্চ পুলিশ তাঁর নিজের ধর্মমত এভাবে এতটা জাহির করবেন, আশা করেনি রানা।

'এটা ক্রুকস জেমাটা,' হঠাৎ বললেন অকটেভ।

চমকে উঠে তাঁর প্রতিফলনের দিকে তাকাল রানা, দেখল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল এলিভেটর। দরজা খুলে যেতে হলওয়ে-তে বেরিয়ে এল ও। ওর সামনে প্রশস্ত লুভার গ্যালারি। তবে পরিবেশটা দেখে থমকে যেতে হলো।

আড়চোখে ওর দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'আমি ধরে নিচ্ছি, মসিয়ো রানা, ভিজিটিং আওয়ারের পর লুভারে আপনি আর কখনও আসেননি?'

মাথা নাড়ল রানা। মিউজিয়ামের ভিতর এত রকমের আলোর ব্যবস্থা করা আছে, কোথাও এতটুকু ছায়া থাকে না। কিন্তু আজ রাতে গ্যালারিগুলোয় লম্বা লম্বা ছায়া দেখা যাচ্ছে, গম্বুজ আকৃতির সিলিং অন্ধকারে ঢাকা।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে ডান দিকে ঘুরে গেলেন অকটেভ, পরস্পরের সঙ্গে লাগোয়া একসারি গ্যালারির দিকে এগোলেন। তাঁর পিছু নিল রানা, ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে আসছে চোখে। ওর চারদিকে আকৃতি পাচ্ছে অসংখ্য তৈলচিত্র, যেন প্রকাণ্ড কোনও ডার্করুমে ফটো ডেভলপ করা হচ্ছে... এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়ার সময় ওগুলোর চোখ যেন অনুসরণ করছে ওদের।

দেয়ালের উপরদিকে ফিট করা সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখতে

পাচ্ছে রানা, ওগুলো ভিজিটরদের পরিষ্কার জানিয়ে দেয়ঃ সব দেখতে পাচ্ছি! খবরদার, কিছু ছোঁবে না!

'একটাও কি আসল?' জানতে চাইল রানা, ইঙ্গিতে ক্যামেরাগুলো দেখাল।

মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'নাহ্!'

তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ভাবল রানা। এত বড় আকারের মিউজিয়ামে ভিডিও সার্ভেইলান্স-এর ব্যবস্থা করতে হলে খরচ খুব বেশি পড়ে যায়। কয়েক একর জুড়ে তৈরি গ্যালারি, শুধু মনিটর-এর উপর নজর রাখার জন্য কয়েক শো টেকনিশিয়ান দরকার হবে।

বড় আকারের প্রায় সব মিউজিয়ামই আজকাল 'কনটেইনমেন্ট সিকিউরিটি' ব্যবহার করছে। চোরকে বাইরে রাখা নয়, তাকে ভিতরে আটকের ব্যবস্থা করাই এটার বৈশিষ্ট্য। কনটেইনমেন্ট অ্যাকটিভেট করা হয় ভিজিটিং আওয়ারের পর। আগন্তুকদের কেউ যদি কোনও শিল্পকর্ম সরায়, গ্যালারি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ সিল হয়ে যাবে, দেখা যাবে পুলিশ আসার আগেই গরাদের ওপাশে আটকা পড়েছে চোর।

সামনের মার্বেল করিডর হয়ে লোকজনের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের সামনে, ডানদিকে, বড়সড় একটা কামরা থেকে উজ্জ্বল আলো আসছে করিডরে। 'কিউরেটারের স্টাডি,' বললেন অকটেভ।

স্টাডিরুমকে পাশ কাটাবার সময় ভিতরে তাকাল রানা। সাজানো-গোছানো বড় একটা কামরা– প্রকাণ্ড অ্যান্টিকস ডেস্ক, তাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই ফুট লম্বা পুরোদস্তুর বর্ম পরা, সশস্ত্র একজন নাইট-এর মডেল; দেয়ালে প্রাচীন গুরুদের পেইন্টিং।

কয়েকজন পুলিশ ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কামরাটার ভিতর, কেউ নোট নিচ্ছে, কেউ সেল ফোনে কথা বলছে। একজনকে দেখা গেল ল্যাপটপ-এ টাইপ করছে। বোঝা গেল কিউরেটারের

স্টাডিকে আপাতত জুডিশিয়াল পুলিশের হেডকোয়ার্টার বানানো হয়েছে।

'আমাদের যেন ডিসটার্ব করা না হয়,' নিজের লোকজনকে সাবধান করে দিলেন অকটেভ। সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল তারা।

অন্ধকার করিডর ধরে আবার এগোল ওরা। ত্রিশ গজ সামনে ঝুলছে লুভারের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেকশনের তোরণ– গ্র্যান্ড গ্যালারি। চওড়া করিডরটা এত লম্বা, এর যেন শেষপ্রান্ত বলে কিছু নেই। এখানেই রাখা হয়েছে মিউজিয়ামের সবচেয়ে মূল্যবান ইটালিয়ান মাস্টারপিসগুলো।

রানা আগেই বুঝেছে, কিউরেটারের লাশ এখানেই কোথাও আছে বা ছিল, পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা ছবিটায় গ্র্যান্ড গ্যালারির জ্যামিতিক নকশা কাটা কাঠের মেঝে পরিষ্কারই চিনতে পেরেছে ও।

এগোবার সময় রানা দেখল, ভিতরে ঢোকার পথটা প্রকাণ্ড ইস্পাতের গেট দিয়ে বন্ধ করা। সেদিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অকটেভ বললেন, 'কনটেইনমেন্ট সিকিউরিটি।'

আবছা অন্ধকারেও রানার মনে হলো, এই গেট একটা ট্যাংককেও রুখে দেবে।

'আমি আপনার পেছনে আছি,' বললেন ক্যাপটেন।

ঘুরল রানা। ভাবল, ঢুকবটা কীভাবে?

হাত তুলে গেটের নীচের দিকটা দেখালেন ক্যাপটেন। সেদিকে তাকিয়ে রানা দেখল, ব্যারিকেডটা ফুট দুয়েক উঁচু করা হয়েছে।

'এদিকে এখনও লুভার সিকিউরিটিকে আসতে দেয়া হচ্ছে না,' বললেন অকটেভ। 'আমার টিমের সায়েন্টিফিক শাখা এইমাত্র তদন্ত শেষ করেছে।' ইঙ্গিতে আবার ফাঁকটা দেখালেন। 'প্লিজ। ওখান দিয়ে গলে ঢুকে পড়ি আসুন।'

অগত্যা মাথা নিচু করে গ্র্যান্ড গ্যালারিতে ঢুকতে হলো রানাকে।

তিন

অপাস ডেই-র নতুন কনফারেন্স সেন্টার ও হেডকোয়ার্টার-এর ঠিকানা হলো ২৪৩/এ, লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ, নিউ ইয়র্ক সিটি। এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার বর্গফুট জমির উপর উঁচু টাওয়ারটা বানাতে খরচ পড়েছে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।

দালানটায় একশো বেডরুম আছে, ছ'টা ডাইনিং হল। লাইব্রেরি, লিভিং রুম, মিটিং রুম ও অফিস কামরা আছে আরও গোটা পঞ্চাশেক।

দুই, আট ও ষোলো তলায় আছে প্রার্থনা করার জন্য চ্যাপ্‌ল। সতের তলাটা শুধু আবাসিক। পুরুষরা অ্যাভিনিউ থেকে মেইন গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকে, মেয়েরা ঢোকে পাশের গলির দরজা দিয়ে। দালানের ভিতর যতক্ষণ তারা থাকে, পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়, এমনকী চোখের দেখাও নিষেধ।

আজ সন্ধ্যার দিকে পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা বিশপ মার্সেল বেলমন্ড ছোট একটা ট্রাভেল ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন, পরলেন ধর্মীয় পরিধেয় ঢোলা ও কালো আলখেল্লা। সাধারণত এটার উপর কোমরে লাল রঙের বেল্ট পরেন, তবে আজ রাতে রাস্তায় বেরিয়ে নিজের পদমর্যাদার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান না।

শুধু যাদের চোখ খুব তীক্ষ্ণ তারা দেখতে পাবে চোদ্দো ক্যারেট ওজনের মূল্যবান রত্ন বসানো সোনার আঙটি পরেছেন তিনি।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে নিঃশব্দে কয়েক সেকেন্ড প্রার্থনা করলেন

বেলমন্ড, তারপর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে নীচের লবিতে নেমে এলেন। ড্রাইভার অপেক্ষা করছে এখানে, এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে তাঁকে।

এই মুহূর্তে একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনে করে রোমে চলেছেন বিশপ বেলমন্ড। জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে আটলান্টিক দেখছেন তিনি। অনেক আগেই ডুবে গেছে সূর্য, তবে বেলমন্ড জানেন তাঁর নিজের নক্ষত্র উঠে আসছে। যুদ্ধটা আজ রাতে জেতা যাবে, জানেন তিনি। ভাবলেন, অথচ কী আশ্চর্য, মাত্র কয়েক মাস আগেও তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকির মুখে অসহায় বোধ করছিলেন তিনি।

অপাস ডেই-এর প্রেসিডেন্ট-জেনারেল বিশপ মার্সেল বেলমন্ড প্রায় এক যুগ হলো ঈশ্বরের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্প্যানিশ প্রিস্ট হোসেমারিয়া এসক্রিভা ১৯২৮ সালে অপাস ডেই প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দেশ্য, রক্ষণশীল ক্যাথলিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ; সেই সঙ্গে সংগঠনের সদস্যদের উৎসাহিত করা, তারা যাতে ঈশ্বরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য নিজেদের জীবনেও বড় মাত্রায় ত্যাগের চর্চা করে। অপাস ডেই-এর এই দর্শন ফ্রাঙ্কোর শাসন শুরু হওয়ার আগে স্পেনে শেকড় গাড়ে, তবে ১৯৩৪ সালে হোসেমারিয়া এসক্রিভার লেখা আধ্যাত্মিক বই 'দ্য ওয়ে' প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর মেসেজটা সারা দুনিয়ায় ক্যাথলিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দ্য ওয়ে-তে ঈশ্বরকে স্মরণ করবার জন্য মেডিটেশন করার কথা বলা হয়েছে। বিয়াল্লিশটি ভাষায় অনুবাদ করা চল্লিশ লক্ষ বই মানুষের হাতে পৌঁছেছে, ফলে বর্তমানে অপাস ডেইকে একটা নিবেদিত-প্রাণ গ্লোবাল ফোর্স বলা হচ্ছে।

সম্প্রতি একটা সাংবাদিক সম্মেলনে জার্নালিস্টদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে বিশপ মার্সেল বেলমন্ডকে।

'অপাস ডেইকে অনেকে ব্রেইন ওয়াশ করার কারখানা বলে।

আবার কেউ বলে অতি-গোঁড়া গুপ্ত ক্রিশ্চান সোসাইটি, অর্থাৎ আপনারা ধর্মান্ধ মৌলবাদী। আসলে ব্যাপারটা কী?'

'দুটোর কোনওটাই নয়,' শান্তভাবে জবাব দিয়েছেন বিশপ। 'অপাস ডেই স্রেফ ক্যাথলিক চার্চ। দৈনন্দিন জীবনে ক্যাথলিক বিধি-বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলাটাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

'কিন্তু এ কেমন কথা যে ঈশ্বরের কাজ করতে হলে কৌমার্য রক্ষা করতে হবে? আত্মপীড়নই বা কেন দরকার?'

'আপনারা অল্প কয়েকজন লোকের কথা বলছেন,' জবাব দিয়েছেন বেলমন্ড। 'আত্মনিবেদনের বা ধ্যানমগ্ন হওয়ার নানান স্তর আছে। হাজার হাজার অপাস ডেই সদস্য বিবাহিত, তাঁদের পরিবার আছে, এবং তারপরও নিজেদের সমাজে তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরের কাজ করে যাচ্ছেন। বাকিরা থাকেন আমাদের আবাসিক হলগুলোয়।'

কিন্তু যত ভাল ভাল কথাই বলা হোক, কিছুদিন পরপরই মিডিয়া একটা করে কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। বড় আকারের সংগঠন হলে যা হয়, বিপথগামী কয়েকজন সদস্যের আচরণ গোটা দলটাকে কলুষিত করছে।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার লোভ দেখিয়ে ভার্সিটির কয়েকজন ছাত্রকে ড্রাগ খাওয়ানোর ঘটনা ঘটেছে, পরে তাদেরকে যাতে শিষ্য বানানো সহজ হয়।

তারপর দেখা গেল আত্মপীড়নে বাড়াবাড়ি করে ফেলায় ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে মরতে বসেছে এক সদস্য।

এই তো কদিন আগে বোস্টনের এক তরুণ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার সংসারজীবনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার সমুদয় সঞ্চয় অপাস ডেইকে লিখে দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

এদের জন্য বিশপ বেলমন্ডের মনটা কাঁদে। তাঁর দৃষ্টিতে পথ হারানো বেচারা মেষশাবক ওরা।

কিন্তু এতসব দুর্নামের কারণে নতুন একটা ওয়াচ গ্রুপ তৈরি

হয়েছেঃ অপাস ডেই অ্যাওয়্যারনেস নেটওঅর্ক। গ্রুপটার জনপ্রিয় ওয়েবসাইট থেকে সাবেক অপাস ডেই সদস্যরা ভীতিকর সব গল্প প্রচার করে। উদ্দেশ্য, কেউ যাতে ভুলেও ওই ধর্মান্ধ সংগঠনের ফাঁদে পা না দেয়।

মিডিয়া এখন অপাস ডেইকে 'গড'স মাফিয়া' বলছে, বলছে 'দ্য কাল্ট অভ ক্রাইস্ট'।

বিশপ বেলমন্ডের ধারণা, দুর্বোধ্য হলেই সেটাকে ভয় পায় মানুষ। সমালোচকরা তো খবর রাখে না অপাস ডেই কত মানুষের জীবনকে কী পরিমাণ সমৃদ্ধ করেছে। বড় কোনও অর্জন না থাকলে তাঁদের সংগঠন ভ্যাটিকান-এর পূর্ণ সমর্থন ও আশীর্বাদ আদায় করল কীভাবে?

তবে অপাস ডেই-এর জন্য মস্ত দুঃসংবাদ হলো, সম্প্রতি মিডিয়ার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী একটা প্রতিপক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। অপ্রত্যাশিত এক শত্রু, যার কাছ থেকে বিশপ মার্সেল বেলমন্ড পালাতে পারবেন না। পাঁচ মাস আগে অপাস ডেই-এর ভিত নড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

জেট প্লেন স্পেনকে পিছনে ফেলে পর্তুগালের উপকূল পার হচ্ছে, এই সময় আলখেল্লার ভিতর সেল ফোনটা কেঁপে উঠল। ফ্লাইট চলার সময় সেল ফোন ব্যবহার করা নিষেধ হলেও, বিশপ বেলমন্ড জানেন এই কল তাঁর না ধরলেই নয়। দুনিয়ায় মাত্র একজনের জানা আছে এই নম্বর। যিনি ডাকযোগে এই ফোন সেটটা তাঁকে পাঠিয়েছেন।

উত্তেজিত হলেও, শান্তকণ্ঠে সাড়া দিলেন বিশপ। 'ইয়েস?'

'লেবরান জানতে পেরেছে কিস্টোনটা কোথায়,' অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো। 'প্যারিসেই আছে ওটা। সেইন্ট-সালপিস চার্চের ভেতর।'

বিশপ বেলমন্ডর ঠোঁটে স্মিত হাসি ফুটল। 'তা হলে প্রায়

পৌঁছে গেছি আমরা।'

'ওটা আমরা এখনই পেতে পারি। তবে আপনার কিছুটা প্রভাব বিস্তার করার দরকার হবে।'

'অবশ্যই। বলুন কী করতে হবে।'

খানিক পর ফোন বন্ধ করার সময় বিশপ বেলমন্ড অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করছে।

সিকিউরিটি গেটের তলা দিয়ে গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতর ঢুকল রানা। ও যেন দীর্ঘ, গভীর একটা গিরিখাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গ্যালারির দু'দিকে ত্রিশ ফুট উঁচু দেয়াল, মাথার দিক হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। সার্ভিস লাইটিং-এর আভা উপরদিকে তাক করা– ফলে সিলিং কেইবল-এর শেষ মাথায় ঝুলে থাকা টিটিয়ান, দ্য ভিঞ্চি ও ক্যারোভ্যাজ্জিও-দের বিস্ময়কর সংগ্রহের উপর অস্বাভাবিক এক লালচে ধোঁয়াটে ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। ওর বাঁদিকে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে, জ্যামিতিক নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে কী যেন একটা পড়ে রয়েছে, পুলিশ টেপ দিয়ে ঘেরা। দ্রুত অকটেভের দিকে ঘুরল ও। 'ওটা কি ক্যারোভ্যাজ্জিও-র কোনও ছবি?'

ছবিটার দিকে না তাকিয়েই মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন।

আরও কাছে সরে এসে ছবিটা ভাল করে দেখল রানা। কম করেও দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম ওটার, অথচ সস্তা পোস্টারের মত অযত্নের সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে। 'এটা এখানে কেন?'

অকটেভ নির্লিপ্ত। 'এটা ক্রাইম সিন, মসিয়ো রানা। আমরা কিছু স্পর্শ করিনি। কিউরেটার নিজে ওই ক্যানভাসটাকে দেয়াল থেকে টেনে নামিয়েছেন, সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাকটিভেট করার জন্যে।'

ঘাড় ফিরিয়ে গেটের দিকে তাকাল রানা, কল্পনার চোখে

দেখতে চাইছে কী ঘটেছিল।

'কিউরেটার আক্রান্ত হন তাঁর স্টাডিতে,' বললেন অকটেভ। 'ওখান থেকে পালিয়ে গ্র্যান্ড গ্যালারিতে চলে আসেন। ছবিটা টেনে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি গেট ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়। গ্যালারিতে আসা-যাওয়া করার এই একটাই পথ।'

'তার মানে কি মসিয়ো বেসন খুনিকে গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতরে আটকে ফেলেছিলেন?'

মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'গেটটা যখন নেমে আসে খুনি তখন গ্যালারির বাইরে ছিল। গরাদের ফাঁক দিয়ে কিউরেটারকে গুলি করে সে। লোহার বার-এ পোড়া বারুদের দাগ পাওয়া গেছে। মসিয়ে বেসন এখানে একা মারা গেছেন।'

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'তা হলে লাশটা কোথায়?'

ক্রস আকৃতির টাই ক্লিপটা সিধে করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন অকটেভ। 'আপনি হয়তো জানেন যে গ্র্যান্ড গ্যালারিটা আকারে বিশাল।'

রানার যদি ভুল না হয়, গ্র্যান্ড গ্যালারি পনের শো ফুট লম্বা। হলওয়েটাও খুব চওড়া, একজোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন অনায়াসে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। হলওয়ের ঠিক মাঝখানে, নির্দিষ্ট ব্যবধানে এক সারিতে রাখা হয়েছে স্ট্যাচু ও চিনামাটির পাত্র।

হাঁটছে তো হাঁটছেই রানা, এখনও লাশের কোনও চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। লালচে আলোর ভিতর সব খুব ঝাপসা লাগছে। 'মসিয়ো বেসন এতদূরে আসতে পেরেছেন?' একসময় জিজ্ঞেস করল ও।

'গুলিটা তাঁর পেটে লেগেছিল। ধীরে ধীরে মারা যান তিনি, পনের কি বিশ মিনিট সময় নেন। বয়স হলেও, যথেষ্ট শক্ত ছিলেন।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'সিকিউরিটির পৌঁছাতে পনের মিনিট সময় লেগেছে?'

'না-না, লুভার সিকিউরিটি অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয়, ছুটে এসে দেখে গ্র্যান্ড গ্যালারি সিল করা। তারা শুনতে পায়

করিডরের শেষ মাথায় বাঁক ঘুরছে কেউ একজন. তবে দেখতে পায়নি তাকে। চেঁচামেচি করেও কারও সাড়া পায়নি। ধরে নেয়া হয় নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল হবে, কাজেই নিয়ম মোতাবেক জুডিশিয়াল পুলিশকে খবর দেয় তারা।

'পনের মিনিটের মধ্যে পজিশন নিই আমরা। এখানে পৌঁছে আমরাই ব্যারিকেডটা দুই ফুট উঁচু করি, ভেতরে পাঠাই বারোজন সশস্ত্র পুলিশকে। আগন্তুককে ধরার জন্যে পুরো গ্যালারিতে তল্লাশি চালায় তারা।'

'তারপর?'

'কিন্তু ভেতরে আর কাউকে পায়নি তারা,' বললেন অকটেভ, হাত তুলে করিডরের আরও সামনের দিকে আঙুল তুললেন। 'মাত্র একজনকে পেয়েছে... ওঁকে।'

তাঁর আঙুল বরাবর তাকাল রানা। প্রথমে ওর মনে হলো হলওয়ের মাঝখানে রাখা বড়সড় মার্বেল স্ট্যাচুটা দেখাচ্ছেন ক্যাপটেন। তবে হাঁটতে শুরু করে সেটার পিছনটা এখন দেখতে পাচ্ছে রানা। হল-এর আরও ত্রিশ গজ দূরে পোর্টেবল পোল-এর উপর নিঃসঙ্গ একটা স্পটলাইট অন করা হয়েছে, আলোটা মেঝের দিকে তাক করা। লালচে-আঁধার গ্যালারির মাঝখানে চোখ-ধাঁধানো সাদা আলোটাকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত লাগছে।

ওই আলোর মাঝখানে, মাইক্রোস্কোপ-এর নীচে একটা পোকার মত, নকশা কাটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে বৃদ্ধ কিউরেটরের লাশ।

'আপনি ফটোটা দেখেছেন,' বললেন অকটেভ, 'কাজেই এটা আপনাকে অবাক করছে না।'

লাশটার দিকে এগোবার সময় ঠাণ্ডায় শিরশির করে উঠল রানার গা। জীবনে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে ও, কিন্তু এরকম কখনও দেখেনি।

ল্যাক বেসনের লাশটা ফটোয় যেমন দেখেছে রানা, জ্যামিতিক

নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে ঠিক সেভাবেই পড়ে আছে। কর্কশ আলোয় দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে আছে ও, নিজেকে মনে করিয়ে দিল কিউরেটার ভদ্রলোক জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তাঁর শরীরটাকে বিদঘুটে একটা আকৃতি দেওয়ার কাজে ব্যয় করেছেন।

বয়স হলেও শরীরটা ফিট রেখেছিলেন তিনি, দেহে পেশির কোনও অভাব নেই। সবগুলো কাপড় খুলে পাশের মেঝেতে ভাঁজ করে রেখেছেন। চওড়া করিডরের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি, হলওয়ের দু'পাশের দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়।

তাঁর হাত ও পা যতটা সম্ভব বাইরের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া, ডানা মেলা ঈগলের মত; কিংবা বলা যায় অদৃশ্য কোনও শক্তি হাত-পাগুলোকে টেনে চার ভাগে আলাদা করতে চেয়েছে।

কিউরেটারের ব্রেস্টবোনের ঠিক নীচে রক্তাক্ত একটা দাগ দেখা যাচ্ছে, যেখানে তাঁর চামড়া ফুটো করেছে বুলেটটা। ক্ষত থেকে খুব সামান্যই রক্ত বেরিয়েছে, জমাট বাঁধার পর কালচে দেখাচ্ছে।

বেসনের বাম হাতের তর্জনীতেও রক্ত লেগে রয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে ক্ষতের ভিতর ওই আঙুল ডোবাতে হয়েছে তাঁকে।

রক্ত ছিল কালি, আঙুল ছিল কলম, নগ্ন পেট ছিল ক্যানভাস। সেই ক্যানভাসে সহজ একটা সিম্বল এঁকেছেন কিউরেটার– নাভি থেকে পাঁচদিকে প্রসারিত পাঁচটি সরলরেখা। এটা একটা ম্যাজিকাল সিম্বল। সাধারণত ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানরা ব্যবহার করে।

নাভি থেকে তৈরি রক্তাক্ত নক্ষত্র লাশটার মধ্যে অশুভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। রানার দেখা ফটোটা যথেষ্ট ভীতিকর ছিল, এই মুহূর্তে সরাসরি চাক্ষুষ করবার সময় গভীর একটা অস্বস্তি বোধ করছে ও।

তিনি নিজেই নিজের এই অবস্থা করেছেন।

'মসিয়ো রানা?' অকটেভের গাঢ় চোখ রানার উপর স্থির হলো।

'এটা পেনটাকল,' বলল রানা, বিশাল ফাঁকা জায়গার ভিতরে ফাঁপা শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠস্বর। 'দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো

সিম্বলগুলোর একটা। যিশু খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বছর আগেও এই চিহ্নের ব্যবহার ছিল।'

'এর মানে কী?'

'আমি যতদূর জানি, সিম্বলের মানে নির্ভর করে সেটিং-এর ওপর। সেটিং আলাদা হলে সিম্বলের মানেও বদলে যাবে,' বলল রানা। 'সাধারণত পেনটাকলকে পেইগান রিলিজিয়াস সিম্বল বলে মনে করা হয়।'

অকটেভ বললেন, 'শয়তানের উপাসনা।'

'না,' প্রতিবাদ করল রানা, বুঝল কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল ওর।

ইদানীং ধরে নেওয়া হয় পেইগান শব্দটা শয়তান উপাসনার সমতুল্য হয়ে গেছে। খুব বড় একটা ভুল। শব্দটার মূল শিকড় খুঁজলে দেখা যাবে ওটা ল্যাটিন পেইগানাস থেকে এসেছে, মানে হলো গ্রামবাসী। গ্রাম্য যে-সব মানুষ পুরানো ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ না করে প্রকৃতির পুজো করত, তাদেরকে পেইগান বলা হত।

'পেনটাকল প্রি-ক্রিশ্চান সিম্বল,' যতটুকু জানে ব্যাখ্যা করছে রানা, 'প্রকৃতি পূজার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। প্রাচীন কালের মানুষ দুনিয়াটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিল– পুরুষ ও স্ত্রী। তাদের দেব-দেবীরা শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কাজ করতেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক থাকলে দুনিয়াতে সুখ-শান্তির অভাব হত না। আর ভারসাম্য নষ্ট হলে শুরু হত অশান্তি।'

মন দিয়ে শুনছেন অকটেভ।

হাত তুলে বেসনের পেটের সিম্বলটা দেখাল রানা। 'এই পেনটাকলটা যাবতীয় বস্তুর দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গ। এই ধারণাকে ধর্মীয় ইতিহাসবিদরা "পবিত্র নারীসত্তা" কিংবা "স্বর্গীয় দেবী" বলেন। আর কেউ না জানতে পারে, ল্যাক বেসন অবশ্যই তা জানতেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন মসিয়ো বেসন তাঁর পেটে ঈশ্বরীর

প্রতীক এঁকে রেখে গেছেন?'

মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে, ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। 'আরও স্পষ্ট করে বললে, পেনটাকল ভিনাস-এর প্রতিনিধিত্ব করে– নারীর সকাম ভালবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী।'

বিবস্ত্র লাশের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় অকটেভ বললেন, 'হুম।'

অকটেভকে আগের চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, শয়তানের উপাসনাকে সমর্থন করে এমন ব্যাখ্যা পেলেই তিনি যেন খুশি হতেন।

পেনটাকল-এর সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই বলল না রানা ক্যাপটেনকে। ভিনাসের আচরণের সঙ্গে ওটার গ্র্যাফিক মিলে যায় কেমন আশ্চর্য ভাবে। তাজ্জব বনে গিয়েছিল ও, যখন জানল আকাশের ক্রান্তিবৃত্তে শুক্রগ্রহ প্রতি আট বছর পর একটা করে নিখুঁত পেনটাকল তৈরি করে। এই ব্যাপারটা চাক্ষুষ করে প্রাচীনকালের মানুষ এতই বিমুগ্ধ হয়েছিল যে ভিনাস ও পেনটাকল তাদের কাছে উৎকর্ষতা, সৌন্দর্য ও সকাম প্রেমের সমার্থক হয়ে ওঠে।

'মসিয়ো রানা,' হঠাৎ করে বললেন অকটেভ। 'এ-ও সত্যি যে শয়তানের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে পেনটাকলের। বিশেষ করে আমেরিকান হরর মুভিগুলো সেটা পরিষ্কারই বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'সিনেমাতে আপনি যা-ই দেখুন,' বলল রানা, 'ইতিহাসে আপনি পেনটাকলের সঙ্গে শয়তানের সম্পর্ক খুঁজে পাবেন না। আদি স্ত্রীসূচক অর্থটাই সঠিক, তবে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে পেনটাকলের সিম্বলিজম বিকৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটিয়ে।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

পুলিশ অফিসারের ক্রুসটার দিকে একবার তাকাল রানা, ভাবছে ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখা করবে। 'আদি চেহারায় ফিরে

যাবার একটা প্রবণতা আছে সিম্বলের,' বলল ও। 'কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ শুরু থেকেই পেনটাকলের অর্থ বদলে দেয়। পেইগান ধর্মীয় বিশ্বাসকে মুছে ফেলে সব মানুষকে খ্রিশ্চান বানাবার জন্য দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে চার্চ, তাদের পবিত্র সিম্বলকে অশুভ বলে প্রচার করে।'

'বলে যান, মসিয়ো।'

'সত্যিই কি আপনি এসব জানেন না?'

মাথা নাড়লেন ক্যাপটেন, জানেন না।

'পেইগান সিম্বল ও ক্রিশ্চান সিম্বলের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাতে পেইগান সিম্বল হেরে যায়,' বলল রানা। 'পজাইডন-এর ত্রিশূল হয়ে উঠল শয়তানের আঁকশি, ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধার চোখা হ্যাট ডাইনীর একটা প্রতীক, এবং ভিনাসের পেনটাকল পরিণত হলো শয়তানের সমার্থক চিহ্নে।' দম নিল রানা। 'আধুনিক যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পেনটাকলকে বিকৃত করেছে, এটা এখন ওদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধের প্রতীক। ওদের সবগুলো ফাইটার জেটে পেনটাকল আঁকা হয়, ব্যাজ হিসাবে শোভা পায় জেনারেলদের কাঁধে।' স্বর্গীয় দেবীর ভালবাসা ও সৌন্দর্যের এখানেই সমাপ্তি।

'সত্যি ইন্টারেস্টিং।' মাথা ঝাঁকালেন অকটেভ, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'আর লাশের এই পজিশন, মসিয়ো রানা? এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

এবার সরাসরি, কঠিন দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা কোথাও ভুল করছেন না তো, ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ? জানতে পারি, ঠিক কী ভেবে এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করা হচ্ছে আমাকে?'

ম্লান একটু হাসলেন অকটেভ। 'মসিয়ো বেসনের নোটবুকে আপনার নাম পাওয়া গেছে... আপনাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা লেফটেন্যান্ট রাউল নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করেছেন?' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিলেন ভদ্রলোক। 'আমি

আসলে এই ব্যাপারটায় একজন স্বনামখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মসিয়ো মাসুদ রানার মতামত জানতে ইচ্ছুক, কাকতালীয়ভাবে যিনি রিলিজিয়াস সিম্বলিজম, হোলি গ্রেইল ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করেন ও মাথা ঘামান।'

খানিকটা অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, মসিয়ো অকটেভ, এ-সব বিষয়ে আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু জানি না, বিশেষজ্ঞ হওয়া তো অনেক দূরের কথা।'

মাথা নুইয়ে রানাকে যেন সম্মান দেখালেন অকটেভ, তারপর বললেন, 'লাশের পজিশন, মসিয়ো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি যতটুকু বুঝি, এই পজিশনটাও পেনটাকল ও পবিত্র নারীসত্তার প্রতিনিধিত্ব করছে।'

ক্যাপটেনের চেহারায় মেঘ ঘনাল। 'মাফ করবেন?'

'কোনও সিম্বলের অর্থ জোরাল করতে চাইলে সেটাকে রিপিট করা হয়,' বলল রানা। 'কিউরেটার তাঁর শরীরটাকে পাঁচ বাহুওয়ালা তারার মত দেখাতে চেয়েছেন।' একটা পেনটাগন ভাল, আরেকটা আরও ভাল।

মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছেন অকটেভ, লাশের পাঁচটা পয়েন্ট চোখ দিয়ে অনুসরণ করছেন– দুই পা, দুই হাত ও মাথা। 'ইন্টারেস্টিং অ্যানালাইসিস,' বললেন তিনি। 'আর এই নগ্নতা?' তাড়াতাড়ি চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'কী মনে করে সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেললেন তিনি?'

ফটোটা দেখবার পর থেকেই প্রশ্নটা নিয়ে ভাবছে রানা। 'মসিয়ো অকটেভ, আমার আসলে জানা নেই কিউরেটার ভদ্রলোক কেন তাঁর শরীরে সিম্বলটা এঁকেছেন বা কী কারণে নিজেকে এই পজিশনে সাজিয়েছেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে মসিয়ো ল্যাক বেসনের মত একজন মানুষ পেনটাকলকে স্বর্গীয় নারীসত্তার একটা চিহ্ন হিসেবেই বিবেচনা করবেন।'

'বেশ। আর নিজের রক্তকে কালি হিসেবে ব্যবহার, এটা?'

'বোঝাই যাচ্ছে লেখার জন্যে আর কিছু পাননি তিনি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন অকটেভ। 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এভাবে নিজের রক্ত ব্যবহার করতে চাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ আছে। তিনি হয়তো চেয়েছেন, পুলিশ যেন নির্দিষ্ট কিছু ফরেনসিক পদ্ধতি ব্যবহার করুক।'

'মানে?'

'লাশের বাঁ হাতের দিকে তাকান।'

তাকাল রানা, কিন্তু বিশেষ কিছু দেখতে পেল না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘুরে হাতটার কাছাকাছি চলে এল ও, হাঁটু মুড়ে বসল ওখানে। এতক্ষণে বিস্মিত হয়ে দেখল কিউরেটার তাঁর মুঠোর ভিতর একটা ফেল্ট-টিপ মার্কার ধরে আছেন।

'এভাবেই লাশটা পেয়েছি আমরা,' ক্যাপটেন বললেন, রানার কাছ থেকে খানিকটা সরে এসে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। নানা ধরনের ইনভেস্টিগেশন টুলস, কেইবল, ইলেকট্রনিক গিয়ার রয়েছে সেটায়। 'আপনাকে আগেই বলেছি, কিছুই আমরা ছুঁইনি।' টেবিলের জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করছেন। 'এ-ধরনের কলম সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে, মসিয়ো রানা?'

আরও একটু ঝুঁকে কলমের লেবেলটা পড়ল রানা। অবাক না হয়ে পারল না ও। এটা বিশেষ ধরনের মার্কার, জালিয়াতির বিরুদ্ধে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভিন্ন আইটেমের গায়ে অদৃশ্য চিহ্ন দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে।

রানা সিধে হচ্ছে, স্পটলাইটের কাছে হেঁটে এসে সেটা নিভিয়ে দিলেন ক্যাপটেন। অকস্মাৎ অন্ধকারে ডুবে গেল গ্যালারি।

মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল রানা। কী ঘটতে যাচ্ছে কোনও ধারণা নেই। ক্যাপটেনের কাঠামো আবার স্পষ্ট হচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে বেগুনি রঙে। একটা পোর্টেবল লাইট নিয়ে আসছেন তিনি, সেটাই বেগুনি আলোর উৎস।

'আপনি তো জানেনই,' বললেন তিনি, 'ক্রাইম সিনে রক্ত ও অন্যান্য ফরেনসিক এভিডেন্স সার্চ করার জন্যে পুলিশ ব্ল্যাক-লাইট ব্যবহার করে। কাজেই এখানে এটার কী কাজ বুঝতেই পারছেন।' হঠাৎ বেগুনি আলোটা লাশের দিকে তাক করলেন তিনি।

নীচে তাকাল রানা। পরমুহূর্তে সাপ দেখার মত চমকে উঠল, পিছিয়ে এল লাফ দিয়ে।

বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করছে ওর, তাকিয়ে আছে সামনের নকশা কাটা মেঝেতে, যেখানে জ্বলজ্বল করছে অদ্ভুত দৃশ্যটা।

যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে এখন আলোকিত হস্তাক্ষর দেখা যাচ্ছে। লাশের পাশে কিউরেটারের লেখা শেষ কথাগুলো এখন পড়া যাচ্ছে। আজ রাতে লেফটেন্যান্ট রাউলের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে মনের ভিতর যে কুয়াশা জমছিল, লেখাটা পড়তে পড়তে রানার মনে হলো সেটা পাতলা হতে শুরু করেছে।

মেসেজটা আরেকবার পড়ল রানা, তারপর মুখ তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'এর মানে কী?'

অকটেভের চোখ দুটো সাদা দেখাচ্ছে। 'ঠিক এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যেই, মসিয়ো, এখানে আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে।'

এজেন্ট লেফটেন্যান্ট রাউল লুভারে ফিরে এসেছে। এই মুহূর্তে কিউরেটার ল্যাক বেসনের স্টাডিতে বসে ডেস্কে সেট করা অডিও কনসোল-এর দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে।

মাথায় পরা হেডফোন অ্যাডজাস্ট করল রাউল, চেক করল হার্ডডিস্ক রেকর্ডিং সিস্টেমের ইনপুট লেভেল। প্রতিটি সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে।

এইবার সব জানা যাবে! ভাবল রাউল। হাসতে হাসতে চোখ বুজল, গ্র্যান্ড গ্যালারির টেপ হয়ে থাকা সমস্ত আলাপ এখন শুনবে সে।

চার

সেইন্ট-সালপিস চার্চের তিনতলায় কয়্যার ব্যালকনির বাম দিকটা আবাসিক। দুই কামরার একটা স্যুইট, খুব কম ফার্নিচার, দশ বছরেরও বেশি হলো এখানে বসবাস করছে সিস্টার ক্যাথেরিন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলা হয় কাছাকাছি কনভেন্ট-ই তার আসল ঠিকানা, তবে চার্চের এই নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ খুব ভাল লাগে সিস্টারের।

ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, চার্চের এমন সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিস্টার ক্যাথেরিনকে, এই যেমন– জেনারেল মেইন্টেন্যান্স, সাপোর্ট স্টাফ ও গাইড ভাড়া করা, চার্চ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দালানের দেখ্-ভাল, কমিউনিয়ন-এর সময় ওয়াইন ও বিস্কিট সাপ্লাই ইত্যাদি।

আজ রাতে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল সে, টেলিফোন বেজে ওঠায় ভেঙে গেল ঘুম। আধবোজা চোখে হাত বাড়াল রিসিভারের দিকে। 'সিস্টার ক্যাথেরিন। সেইন্ট-সালপিস।'

'হ্যালো, সিস্টার,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল লোকটা।

চমকে গিয়ে বিছানায় উঠে বসল সিস্টার ক্যাথেরিন। ক'টা বাজে এখন? সে তার বস্-এর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেও, গত দশ বছরে একবারও তার ঘুম ভাঙাননি তিনি। প্রিস্ট অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, বৃদ্ধ ব্যক্তি, ম্যাস-এর পর আর দেরি করেন না, শুয়ে পড়েন।

'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত, সিস্টার,' বললেন প্রিস্ট। তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরও ঘুম জড়ানো, তবে বোঝা গেল

কোনও কারণে উদ্বেগের মধ্যে আছেন। 'একটা কাজে তোমার সাহায্য দরকার আমার। অত্যন্ত প্রভাবশালী এক আমেরিকান বিশপ এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিলেন। তুমি বোধহয় তাঁকে চিনবে। মার্সেল বেলমন্ড?'

'অপাস ডেই-এর প্রধান?' জানতে চাইল সিস্টার। ভাবল, কেন চিনব না! চার্চের কে না তাঁকে চিনবে। অপাস ডেই ভ্যাটিকানেরই একটা অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।

'বিশপ বেলমন্ড আমার কাছে একটা ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছেন,' বললেন প্রিস্ট, তাঁর গলার আওয়াজ নার্ভাস শোনাচ্ছে। 'তাঁদের একজন সদস্য আজ রাতে প্যারিসে...'

অদ্ভুত অনুরোধটা শুনে বিভ্রান্ত বোধ করল সিস্টার। 'দুঃখিত, আপনি বলছেন অপাস ডেই-এর এই সদস্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন না?'

'কী করে, কাল খুব সকালে তাঁকে ফ্লাইট ধরতে হবে যে! অনেকদিনের স্বপ্ন তাঁর, সেইন্ট-সালপিস দেখবেন...'

'কিন্তু চার্চটাকে দিনের বেলা দেখতেই তো ভাল লাগবে...'

'সিস্টার, তা আমি জানি। কিন্তু এখানে পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। তুমি যদি আজ রাতে তাঁকে ঢুকতে দাও, এটাকে আমি ব্যক্তিগত উপকার বলে মনে করব। ওখানে তিনি পৌঁছে যাবেন... এই ধরো একটার দিকে? তার মানে আর বিশ মিনিটের মধ্যে।'

ভ্রূ কোঁচকাল সিস্টার ক্যাথেরিন। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। কাজটা আমি খুশি মনে করব।'

ষাট বছরের শরীরটা আগের মত সাড়া দেয় না, বিছানায় বসে জড়তা কাটাবার জন্য হাই তুলল সিস্টার। প্রিস্টের ফোন চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাকে। অপাস ডেই-এর কথা শুনলেই অস্বস্তি বোধ করে সে। মুখে যা-ই বলুক, মেয়েদের সম্পর্কে সেই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা পোষণ করে তারা। আপেলে কামড় দিয়ে যে পাপ করেছিল ঈভ, সেই আদি পাপের কারণে মেয়েদেরকে তারা বিনা

মজুরিতে পুরুষদের ঘর ধুইয়ে নেয়, তাদেরকে শুতে দেওয়া হয় খালি মেঝেতে, যেন সেই পাপের শাস্তি অনন্তকাল পেতে হবে তাদেরকে।

খুবই দুঃখের বিষয় যে, ক্যাথলিক চার্চ যখন নারীর মর্যাদা মেনে নিয়ে তাদের প্রতি কিছুটা নমনীয় হতে যাচ্ছে, অপাস ডেই তখন স্রোতটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।

কিন্তু নির্দেশ নির্দেশই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিস্টার ক্যাথেরিনকে তা পালন করতে হবে।

ঝলমলে বেগুনি লেখাটার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না রানা। মেসেজটা এরকম:

13-3-2-21-1-1-8-5

O, Draconian devil!

Oh, lame saint!

রানার কোনও ধারণাই নেই এসবের কী মানে। ও ভাবছে, তবে কি পুলিশ অফিসার অকটেভের অনুমানই ঠিক, পেনটাকল-এর সঙ্গে শয়তান উপাসনার কোনও সম্পর্ক আছে?

O, Draconian devil!

কিউরেটার বেসন নিজের হাতে ডেভিল, অর্থাৎ শয়তানের কথা লিখে রেখে গেছেন। তারচেয়ে এতটুকু কম অদ্ভুত নয় এলোমেলো সংখ্যাগুলো। 'একটা অংশ দেখে মনে হচ্ছে নিউমেরিক সাইফার।'

'হ্যাঁ,' বললেন ক্যাপটেন। 'ওই গাণিতিক সংকেত কী বলছে জানার জন্যে আমাদের ক্রিপটগ্রাফাররা এরইমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এই সংখ্যাগুলোয় সূত্র দেয়া আছে, যা থেকে জানা যাবে কে তাঁকে খুন করেছে। হয় কোনও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কিংবা কোনও ধরনের সোসাল আইডেনটিফিকেশন।'

সংখ্যাগুলোর দিকে আবার তাকাল রানা। ওর যে অল্প জ্ঞান, এগুলো থেকে কোনও প্রতীকী অর্থ বের করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে

যাবে। আদৌ যদি কিউরেটার বেসন সেরকম কিছু রেখে গিয়ে থাকেন। ওর দৃষ্টিতে সংখ্যাগুলো সম্পূর্ণ এলোমেলো লাগছে।

'আপনি দেবীর আরাধনা সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন,' স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'এই মেসেজটা কি আপনার ওই চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায়?'

দেবীর আরাধনার সঙ্গে এই অদ্ভুত লেখাটার কোনও সম্পর্ক নেই, এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা।

O, Draconian devil! Oh, lame saint!

অকটেভ বললেন, 'সুরটা যেন অভিযোগের মত মনে হচ্ছে, তাই না, মসিয়ো রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খুনির বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্বাভাবিক বলে মনে হয়।'

'আমার কাজ হলো সেই খুনির নামটা জানা। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, মসিয়ো রানা। আপনার চোখে, সংখ্যাগুলো বাদে, এই মেসেজের কোন্ অংশটা বিস্ময়কর মনে হচ্ছে?'

'শব্দটা... Draconian,' প্রথমে যেটা মনে এল সেটাই বলল রানা। তবে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কী কারণে সপ্তম শতাব্দীর নিষ্ঠুর রাজনীতিক ড্রেকো-র কথা স্মরণ করবে, ওর কোনও ধারণা নেই। 'ড্রেকোনিয়ান ডেভিল... উদ্ভট শব্দচয়নই বলব আমি।'

'মসিয়ো বেসন একজন ফরাসী,' বললেন অকটেভ। 'বসবাস করেন প্যারিসে। অথচ মেসেজটা লেখার জন্যে বেছে নিলেন ইংরেজি। কোনও ধারণা আছে, কেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

ইঙ্গিতে কিউরেটারের পেটে আঁকা পেনটাকলটা দেখালেন ক্যাপটেন। 'শয়তান উপাসনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই? এখনও আপনি নিশ্চিত?'

এখন আর কোনও বিষয়েই নিশ্চিত নয় রানা। 'যতটুকু বুঝতে পারছি, সিম্বলজি ও টেক্সট কোনওভাবেই মিলছে না। আমি কোনও

সাহায্যে আসতে পারছি না বলে সত্যি দুঃখিত।'

'এটা থেকে হয়তো সাহায্য পাবেন।' পিছিয়ে লাশের কাছ থেকে সরে গেলেন ক্যাপটেন, তারপর আবার ব্ল্যাক-লাইটটা উঁচু করলেন, রশ্মিটা যাতে আরও বড় জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। 'এবার দেখুন।'

বিস্মিত হয়ে রানা দেখল লাশটার চারধারে একটা বৃত্ত জ্বলজ্বল করছে। সন্দেহ নেই শোয়ার পর কলমটা মেঝেতে রেখে নিজেকে চারধারে ঘুরিয়েছেন বেসন, শরীরটাকে একটা বৃত্তের মধ্যে আটকাবার জন্য।

হঠাৎ এক পলকে অর্থটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'ভিট্রুভিয়ান ম্যান,' হাঁপিয়ে উঠে বলল রানা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র সবচেয়ে বিখ্যাত স্কেচ-এর একটা ডুপ্লিকেট তৈরি করেছেন ল্যাক বেসন।

অ্যানাটমি-র দিক থেকে সে সময়ের সবচেয়ে নিখুঁত ড্রয়িং হিসারে বিবেচিত ভিট্রুভিয়ান ম্যান আধুনিক কালে সংস্কৃতির আইকন হয়ে উঠেছে; সারা দুনিয়ার পোস্টার, মাউস প্যাড ও টি-শার্টে দেখা যাচ্ছে। স্বনামধন্য শিল্পীর স্কেচে নিখুঁত একটা বৃত্তের ভিতর রয়েছে নগ্ন একজন পুরুষ... তার হাত ও পা বাইরের দিকে ছড়ানো।

রানা হতভম্ব। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার ঠিক আগে ল্যাক বেসন তাঁর সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে শরীরটাকে অমর শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভিট্রুভিয়ান ম্যান-এর আদল দিয়েছেন।

বৃত্তটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতক্ষণ সেটা ধরা পড়ছিল না। নারীসত্তা সংরক্ষণের প্রতীক, নগ্ন লোকটার চারপাশের বৃত্ত দ্য ভিঞ্চির দেওয়া মেসেজ সম্পূর্ণ করেছে– নারী-পুরুষের সম্প্রীতি। প্রশ্ন হলো, মারা যাওয়ার আগে কিউরেটার ভদ্রলোক কী কারণে বিখ্যাত একটা স্কেচ নকল করতে গেলেন?

'মসিয়ো রানা,' পুলিশ কর্মকর্তা ভিগো অকটেভ বললেন।

'আপনার মত মানুষের না জানার কথা নয় যে ব্ল্যাক আর্ট-এর দিকে বেশ ভালই ঝোঁক ছিল দ্য ভিঞ্চির?'

রানা ভাবছে। সবাই জানে ইতিহাসবিদদের কাছে দ্য ভিঞ্চি সাবজেক্ট হিসাবে খুবই বিব্রতকর, বিশেষ করে খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অতুলনীয় প্রতিভা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সমকামী ছিলেন, ছিলেন প্রকৃতির অলৌকিক ব্যবস্থাপনার পূজারি– চার্চের দৃষ্টিতে দুটোই পাপ। তা ছাড়াও, শিল্পী হিউম্যান অ্যানাটমি স্টাডি করবার জন্য কবর থেকে লাশ তুলে আনতেন, রোজনামচা লিখতেন উল্টো হস্তাক্ষরে, বিশ্বাস করতেন সীসাকে সোনায় রূপান্তর করবার অ্যালকেমিক ক্ষমতা আছে তাঁর, এবং এমনকী ভাবতেন যে বিশেষ একটা মহৌষধ তৈরি করে ঈশ্বরকে বোকা বানিয়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবেন। আর তাঁর অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে যুদ্ধ ও নির্যাতন করবার এমন ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র আছে আগে যেগুলোর কথা কেউ কখনও কল্পনা করেনি।

এমনকী দ্য ভিঞ্চির শ্বাসরুদ্ধকর বিপুল ক্রিশ্চান আর্টও শিল্পীর আধ্যাত্মিক ভণ্ডামিকেই আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ক্রিশ্চান থিম-এর উপর প্রচুর ছবি এঁকেছেন, সবই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যাতে নিজের বিলাসবহুল লাইফস্টাইল বজায় রাখা যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলো যে দ্য ভিঞ্চি ছিলেন এমন একজন প্র্যাকটিকাল জোকার, যে-হাত তাঁকে খাওয়াত সেই হাতেই কামড় দিয়ে মজা পেতেন তিনি। তাঁর অনেক ক্রিশ্চান পেইন্টিং-এ লুকানো সিম্বলজিম আছে, যেগুলো কোনওভাবেই ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না– প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর নিজের বিশ্বাস, সেই সঙ্গে চার্চে নিজের নাকও বেশ খানিকটা গলিয়েছেন।

'আপনার উদ্বেগের কারণ আমি বুঝতে পারছি,' ক্যাপটেনকে বলল রানা। 'তবে দ্য ভিঞ্চি আসলে কখনোই ব্ল্যাক আর্ট-এর চর্চা করেননি। আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন, তা সত্ত্বেও চার্চের সঙ্গে তাঁর সব সময় বিরোধ লেগে থাকত।'

কথাগুলো বলবার সময় অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। মেঝেতে লেখা মেসেজটার দিকে আবার তাকাল ও। O, Draconian devil! Oh, lame saint!

'ইয়েস, মসিয়ো?' তাগাদা দিলেন ক্যাপটেন।

রানা বলল, 'এমন হতে পারে, দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত একটা ড্রইং নকল করে আধুনিক ধর্ম থেকে দেবীকে বিদায় করে দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন বেসন।'

অকটেভের চোখ কঠিন দেখাল। 'আপনার ধারণা চার্চকে বেসন লেইম সেইন্ট ও ড্রেকোনিয়ান ডেভিল বলে গেছেন? চার্চ খোঁড়া? চার্চ শয়...'

ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা, মানতে হলো রানাকে, অথচ পেনটাকলটা এই আইডিয়াকে একটা পর্যায় পর্যন্ত সমর্থন যোগাচ্ছে। 'আমি শুধু বলতে চাইছি, মসিয়ো বেসন দেবী ও ঈশ্বরীদের ইতিহাস স্টাডি করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আর ওই ইতিহাস মুছে ফেলার কাজটা ক্যাথলিক চার্চই সবচেয়ে বেশি করেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে, নিজের হতাশা প্রকাশ করার জন্যে শেষ বিদায়ের মুহূর্তটি বেছে নিয়েছেন ভদ্রলোক।'

'হতাশা?' প্রশ্ন তুললেন অকটেভ, এবার তাঁকে খেপাটে দেখাচ্ছে। 'মেসেজটার সুর শুনে আপনার মনে হচ্ছে না হতাশার চেয়ে প্রচণ্ড রাগই বরং বেশি প্রকাশ পাচ্ছে?'

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে রানা। 'ক্যাপটেন, আপনি জানতে চেয়েছেন কিউরেটারের মেসেজ সম্পর্কে আমার ইন্সটিঙ্কট কী বলে, সেটাই আপনাকে আমি জানাচ্ছি।'

'অর্থাৎ চার্চের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ ওটা?' অকটেভের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, চেপে ধরা দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে কথা বলছেন। 'মসিয়ো রানা, পেশার কারণে আমরা দুজনেই অনেক লাশ দেখেছি। কেউ যখন কারও

হাতে খুন হয়, তখন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অস্পষ্ট করে এমন কিছু লেখার কথা ভাববে না সে, যার অর্থ করা যাবে না। আমি মনে করি এখানে তিনি তাঁর খুনির নাম লিখে রেখে গেছেন।'

'কিন্তু তা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছি না?'

'না,' বলল রানা, বিরক্তির সুর গোপন না করেই। 'আপনি আমাকে বলেছেন, সম্ভবত আমন্ত্রিত কারও দ্বারা নিজের অফিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন বেসন।'

'হ্যাঁ।'

'কাজেই ধরে নেয়া চলে কিউরেটার ওই লোককে চিনতেন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন। 'বলে যান।'

'বেসন যদি জানতেনই কে তাকে খুন করছে, এটা তা হলে কী ধরনের অভিযোগ?' মেঝের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'গাণিতিক সংকেত? পঙ্গু সেইন্ট? ড্রেকোনিয়ান ডেভিল? পেটে আঁকা পেনটাকল? সবই খুব ক্রিপটিক... রহস্য ও হেঁয়ালিতে ভরা।'

অকটেভ এমনভাবে ভ্রূ কোঁচকালেন, আইডিয়াটা যেন আগে তাঁর মাথায় আসেনি। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

'আমি বলব, মসিয়ো বেসন যদি বলে যেতে চাইতেন কে তাঁকে খুন করেছে, তা হলে গোটা গোটা হরফে একটা নাম লিখতেন তিনি।'

রানা যখন কথাগুলো বলছে, ক্যাপটেনের সারা মুখে তখন আশ্চর্য একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'ঠিক বলেছেন,' বললেন তিনি। 'একদম ঠিক বলেছেন।'

গ্র্যান্ড গ্যালারির কথাবার্তা শুনছে লেফটেন্যান্ট রাউল। ওস্তাদেরও ওস্তাদ, আমাদের এই ষাঁড়, ভাবল সে। ঘণ্টাখানেক আগে তাঁর এজেন্টদের ব্রিফ করেছেন অকটেভ, তাদের সবাইকে পরিপূর্ণ

আস্থার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, ল্যাক বেসনকে কে খুন করেছে তা তিনি জানেন। তারপর বলেছেন, কী করতে হবে তোমরা জানো। আজ রাতে কোনও ভুল নয়।

সন্দেহভাজনের অপরাধ সম্পর্কে রাউলকে এখনও কোনও প্রমাণ দেখানো হয়নি বা কিছু ব্যাখ্যাও করা হয়নি, তবে ষণ্ড মহোদয়কে প্রশ্ন করার সাহস না দেখিয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্সটিঙ্কট-এর উপর আস্থা রাখা অধিকতর নিরাপদ বলে মনে করে সে। রাউল স্বীকার করে, ঈশ্বর বলে আদৌ যদি কেউ থাকেন, ভিগো অকটেভের নাম থাকবে তাঁর এ-প্লাস তালিকায়।

কনফেশন ও ম্যাস-এ নিয়মিত যান তিনি। কয়েক বছর আগে পোপ যখন প্যারিস ভিজিট করতে এলেন, তাঁর দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে থাকার জন্য নিজের সব রকম প্রভাব ব্যবহার করেছেন অকটেভ। সেই থেকে পোপের সঙ্গে তোলা তাঁর ফটোটা অফিসের দেয়ালে ঝুলছে। পেইপল বুল, চুপিচুপি ওটার নাম দিয়েছে এজেন্টরা।

ক্যাথলিক চার্চের প্রিস্টদের বিরুদ্ধে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন চালাবার অভিযোগ ওঠার পর দেখা গেল ভিগো অকটেভ প্রচণ্ড রাগে ও ঘৃণায় দিশেহারা। তিনি বললেন, দায়ী প্রিস্টদের দু'বার করে ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার। প্রথমবার শিশুদের বিরুদ্ধে ক্রাইমের জন্য, দ্বিতীয়বার ক্যাথলিক চার্চের সুনাম নষ্ট করার জন্য। রাউলের কেন যেন মনে হয়েছে দ্বিতীয় কারণটাই বেশি খেপিয়ে তুলেছিল তাদের প্রিয় ষাঁড়কে।

ল্যাপটপ কমপিউটারের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে তার দায়িত্বের বাকি অংশের প্রতি মন দিল রাউল– জি.পি.ও ট্র্যাকিং সিস্টেম। স্ক্রিনে ডেনন উইং-এর বিশদ ফ্লোর প্ল্যান দেখা যাচ্ছে। গ্যালারি ও হলওয়েতে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই তার চোখে ধরা পড়ে গেল খুদে লাল বিন্দুটা।

তাদের ধুরন্ধর ষাঁড় তাঁর শিকারের গলায় খুব আঁটসাঁট করেই

লাগাম পরিয়েছেন। পরাবেনই তো! এরই মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মক্কেল হিসাবে প্রমাণ করেছে মাসুদ রানা।

পাঁচ

রানার সঙ্গে আলাপটা নির্বিঘ্নে সারার জন্য সেল ফোনটা বন্ধ করে রেখেছেন অকটেভ।

তবে তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, সেলফোনের খুব দামী এই মডেলটায় টু-ওয়ে রেডিও সিস্টেমও আছে, কঠোর ভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও যেটা এই মুহূর্তে তাঁর একজন এজেন্ট ব্যবহার করছে।

'ক্যাপটেন?' ওয়াকি-টকির মত ককিয়ে উঠল ফোনটা।

অকটেভ অনুভব করলেন রাগে দাঁত পিষছেন তিনি। তাঁর কল্পনায় এল না কী এমন জরুরি ব্যাপার থাকতে পারে যে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁকে বিরক্ত করছে লেফটেন্যান্ট রাউল।

রানার দিকে ক্ষমা-প্রার্থনার সবিনয় দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'এক মিনিট, প্লিজ, মসিয়ো।' বেল্ট থেকে ফোনটা টেনে নিয়ে রেডিও ট্র্যান্সমিশন বাটনে চাপ দিলেন। 'কী?'

'ক্যাপটেন, আমাদের ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন এজেন্ট এসেছেন।'

মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ক্যাপটেনের মেজাজটা। একজন ক্রিপটগ্রাফার? সময়টা বিচ্ছিরি হলেও, এটা বোধহয় সুসংবাদ। মেঝেতে লেখা ধাঁধাগুলো দেখবার পর সেগুলোর ফটো তুলিয়ে ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে তিনিই পাঠিয়েছিলেন, এই আশায় যে কেউ হয়তো এগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে পারবে। দেখা যাচ্ছে

কেউ বোধহয় সত্যিই কিছু পেরেছে।

'এই মুহূর্তে আমি একটু ব্যস্ত আছি,' রেডিওতে বললেন তিনি। 'ক্রিপটগ্রাফার ভদ্রলোককে কমান্ড পোস্টে অপেক্ষা করতে বলো। এখানে আমার কাজ শেষ হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'ভদ্রমহিলা,' শুধরে দিয়ে বলল রাউল। 'এ আমাদের এজেন্ট সোফিয়া ক্লাউডেল।'

রেডিও কলটা প্রতি মুহূর্তে বিড়ম্বিত করছে ক্যাপটেনকে। সোফিয়া ক্লাউডেলকে চাকরি দেওয়া ডিসিপিজে-র সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। বছর দুই আগে ক্রিপটগ্রাফির উপর ডিগ্রি নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফেরে সে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে মেয়েদেরকে আরও বেশি করে ঢোকাতে হবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এরকম একটা উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণে তাকে নিতে বাধ্য হন ভিগো অকটেভ– ইন্টারভিউ-এ প্রথম হয়েছিল সে। পুলিশ বিভাগে মেয়ে, এই ধারণার ঘোর বিরোধী তিনি। বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, ঠিক না? পুলিশী ব্যাপারটাই তো মরদ লোকদের, সেখানে মেয়েরা বিষম বেমানান না? তা ছাড়া, মেয়ে মানেই তো চিত্তচাঞ্চল্য, পুরুষরা কাজে মন বসাতে পারবে না, ভুল করবে।

তাঁর ধারণা, ঘটেছেও ঠিক তাই। সোফিয়া মেয়েটার অমার্জনীয় অপরাধ হলো সে অপরূপ সুন্দরী, বিশেষ করে এ-কারণে ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি হয় বলে তাঁর বিশ্বাস।

রেডিও থেকে রাউলের গলা ভেসে এল আবার। 'এজেন্ট সোফিয়া বলছেন, ব্যাপারটা এতই জরুরি যে আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলতে হবে তাঁর, ক্যাপটেন। আমি থামাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা না শুনে গ্যালারির দিকে রওনা হয়ে গেছেন।'

অবিশ্বাসে কেঁপে উঠলেন অকটেভ। 'এটা আমি সহ্য করব না!'

পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি...'

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো ক্যাপটেনের সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে। রেডিওতে তাঁর ঝাল ঝাড়া শেষ হয়নি, হঠাৎ থেমে মুখ হাঁ করলেন তিনি, চোখ দুটোও বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাঁর অগ্নিদৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রানার কাঁধের পিছনে কোথাও। সেদিকে কী আছে দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাবার আগেই জলতরঙ্গের মত মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

'মাফ করবেন, মসিয়ো।'

ঘুরে তাকাতে সুন্দরী এক তরুণীকে করিডর ধরে হেঁটে আসতে দেখল রানা। মেয়েটির হাঁটার মধ্যে নারীসুলভ কোমল ছন্দ যেমন আছে, তেমনি শক্তি ও দৃঢ়তারও কোনও অভাব নেই। সাধারণ একজোড়া কালো লেগিং-এর উপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ক্রিম রঙের আইরিশ সোয়েটার পরেছে। বয়স আন্দাজ আটাশ। পিঁয়াজ-খোসা রঙের রাশি রাশি চুল কোনও স্টাইল ছাড়াই কাঁধের উপর স্তূপ হয়ে আছে।

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে সোজা হেঁটে এসে ওর তিন-চার ফুট সামনে দাঁড়াল মেয়েটি, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'মিস্টার রানা, আমি সোফিয়া ক্লাউডেল, ডিসিপিজে-র ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্টের একজন এজেন্ট,' ইংরেজিতে বলল সে, বাচনভঙ্গিতে অ্যাংলো-স্যাক্সন সুর স্পষ্ট। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম।'

নরম হাতটা মুঠোয় নিয়ে তাকাল রানা, দেখল ওর দিকে আশ্চর্য গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করছে মেয়েটি। চোখ দুটো জলপাই-সবুজ, অন্তর্ভেদী ও স্বচ্ছ।

'ক্যাপটেন,' বলল সে, ঘুরে তাকাল অফিসারের দিকে। 'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, তবে...'

'এক মিনিট!' চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন অকটেভ।

'আমি আপনাকে ফোনে পাইনি,' যেন রানার প্রতি সম্মান

দেখিয়ে ইংরেজি ছাড়ছে না মেয়েটি। 'আপনার সেল ফোন খোলা ছিল না।'

'জরুরি কারণে ওটা বন্ধ রাখা হয়েছে,' হিসহিস করে বললেন ক্যাপটেন। 'মসিয়ো রানার সঙ্গে আমি কথা বলছি।'

'নিউমেরিক কোডটা আমি ডিসাইফার করেছি,' বলল মেয়েটি।

রানা উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই মেয়ে ধাঁধাটার জবাব জানে!

অকটেভ ঠিক বুঝতে পারছেন না কীভাবে সাড়া দেবেন।

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার আগে,' সোফিয়া বলল, 'মিস্টার রানাকে আমি একটা জরুরি মেসেজ দিতে চাই।'

ক্যাপটেন অকটেভকে যতটা না হতভম্ব দেখাচ্ছে তারচেয়ে বেশি দেখাচ্ছে উৎকণ্ঠিত। 'মসিয়ো রানার জন্যে জরুরি মেসেজ?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, ঘুরে গেল রানার দিকে। 'এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে, মিস্টার রানা। ওখানে ঢাকা থেকে পাঠানো একটা জরুরি মেসেজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।'

কোড ভাঙার উত্তেজনার উপর হঠাৎ যেন উদ্বেগের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল, দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে? এই মেয়ে সেটা জানবে কীভাবে?

ক্যাপটেনের চওড়া চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'বাংলাদেশ দূতাবাস?' জেরা করবার সুরে বললেন তিনি, গলার আওয়াজে সন্দেহ চাপা থাকছে না। 'মসিয়ো রানাকে এখানে পাওয়া যাবে তা তারা জানল কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'বোঝাই যাচ্ছে মিস্টার রানার হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ওরা, ওদের ফ্লোর ম্যানেজার জানিয়েছে ডিসিপিজে এজেন্ট তুলে নিয়ে এসেছে ওঁকে।'

ক্যাপটেনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। গর্জে উঠলেন, 'তারপর ডিসিপিজে ক্রিপটগ্রাফির সঙ্গে যোগাযোগ করে দূতাবাস?'

'না, সার,' বলল সোফিয়া, সুরটা দৃঢ়। 'আপনাকে পাবার

জন্যে সুইচবোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি, তারাই জানাল মিস্টার রানার একটা মেসেজ এসেছে তাদের কাছে, অনুরোধ করল আপনাকে পেলে মেসেজটা যেন পৌঁছে দিই।'

ক্যাপটেনকে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। কিছু বলবার জন্য মুখ খুললেন, কিন্তু তার আগেই রানার দিকে ঘুরে গেছে সোফিয়া।

'মিস্টার রানা,' বলে লেগিং-এর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল মেয়েটি। 'এখানে বাংলাদেশ দূতাবাসের মেসেজিং সার্ভিস-এর নাম্বার লেখা আছে। বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোন করতে হবে আপনাকে।' কাগজটা বাড়িয়ে দেওয়ার সময় তার চোখের দৃষ্টি আরও গভীর হলো। 'কোডটা আমি ব্যাখ্যা করছি ক্যাপটেনকে, সেই ফাঁকে জরুরি ফোন কলটা সেরে নিন আপনি।'

রানার সন্দেহ হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র কি না। কোডটার অর্থ ওকে জানতে দিতে চায় না মেয়েটি, তাই ওকে সরিয়ে দিতে চাইছে? হাতের কাগজের উপর চোখ বুলাল ও। নম্বরটা প্যারিসের, সঙ্গে এক্সটেনশন আছে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু এখানে আমি ফোন পাব কোথায়?'

সোয়েটারের পকেট থেকে নিজের সেল ফোনটা বের করতে যাচ্ছে সোফিয়া, হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করলেন ক্যাপটেন। এখন তাঁকে ঠিক বিস্ফোরোন্মুখ ভিসুভিয়াসের মত দেখাচ্ছে। সোফিয়ার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে নিজের সেল ফোন বের করে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এই লাইনটা নিরাপদ, মসিয়ো রানা। আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন।'

মেয়েটির প্রতি ক্যাপটেনের রাগ দেখে ভারি অবাক হয়েছে রানা। অস্বস্তি বোধ করছে ও, তবে তাঁর ফোনটা নিল। সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়াকে নিয়ে কয়েক পা দূরে সরে গেলেন ক্যাপটেন, চাপা কণ্ঠে শুরু করলেন জেরা।

তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা ক্রমশ বাড়ছে রানার। ওদের দিকে পিছন ফিরে সেল ফোনটা অন করল ও, তারপর সোফিয়ার দেওয়া কাগজটায় চোখ বুলিয়ে ডায়াল করল।

অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে। একবার ...দু'বার... তিনবার...

অবশেষে সংযোগ ঘটল।

রানা আশা করেছিল দূতাবাস অপারেটারের গলা শুনতে পাবে, কিন্তু বুঝতে পারল একটা আনসারিং মেশিন সাড়া দিচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, গলার আওয়াজটা ওর চেনা। অপরপ্রান্ত থেকে কথা বলছে সোফিয়া ক্লাউডেল!

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে সোফিয়া ক্লাউডেল এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই,' রেকর্ড করা মিষ্টি নারীকণ্ঠ থেকে বলা হলো। 'আপনি যদি দয়া করে কোনও মেসেজ রেখে যেতে চান...'

সোফিয়ার দিকে ফিরে রানা বলল, 'দুঃখিত, মিস সোফিয়া। আপনি বোধহয় আমাকে...'

'না, ওটাই ঠিক নম্বর,' রানাকে বাধা দিয়ে দ্রুত বলল সোফিয়া, যেন রানার বিভ্রান্ত বোধ করবার কারণটা বুঝতে পেরেছে সে। 'একটা অটোমেটেড মেসেজ সিস্টেম রয়েছে দূতাবাসের। আপনার মেসেজ পিক করতে হলে একটা অ্যাকসেস কোড ডায়াল করতে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু...' রানা ভাবছে, এর মধ্যে কী যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে।

'আমার দেয়া কাগজটা দেখুন না,' তাগাদার সুরে বলল সোফিয়া। 'থ্রি-ডিজিট কোড আছে ওটায়।'

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে যাবে রানা, সোফিয়া তার সবুজ চোখে আশ্চর্য এক ঝিলিক তৈরি করল, আরও গাঢ় সবুজ সেটা, দেখা গেল আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য। কী যেন একটা সংকেত দিল মেয়েটি ওকে। চুপ থাকতে বলছে? রানা ভাবল, নাকি আমার দৃষ্টিভ্রম?

চেহারায় কোনও ভাব ফুটতে না দিয়ে কাগজে লেখা থ্রি-ডিজিড নাম্বারটা ডায়াল করল রানা– ৫৪৫।

সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়ার আউটগোয়িং মেসেজ বন্ধ হয়ে গেল, রানা শুনতে পেল একটা ইলেকট্রনিক ভয়েস ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলছে, 'আপনার জন্যে নতুন একটা মেসেজ আছে।' বোঝা যাচ্ছে ৫৪৫ সোফিয়ার রিমোট অ্যাকসেস কোড, বাড়ি থেকে দূরে থাকার সময় মেসেজ পিক করবার জন্য।

রানা ভাবল, আমি কি এখন তা হলে ওই মেয়েটির মেসেজ সংগ্রহ করব?

টেপটার রিওয়াইন্ড-এর শব্দ পাচ্ছে রানা। একসময় থামল শব্দটা, মেশিন এনগেজ হলো। তারপর মেসেজটা আসতে শুরু করল। এবারও একই গলার আওয়াজ– সোফিয়ার।

'মিস্টার রানা,' ভয়ে ভয়ে, চাপাস্বরে কথা বলছে সোফিয়া। 'এই মেসেজ শুনে রিয়্যাক্ট করবেন না। শুধু শান্তভাবে শুনে যান। এই মুহূর্তে মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন আপনি। আমি যা বলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন।'

কালো একটা মার্সিডিজের ড্রাইভিং সিটে বসে বিশাল সেইন্ট-সালপিস চার্চের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুধসাদা রুয়ান লেবরান। নীচের দিকে বসানো এক সারি ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চার্চের জোড়া বেল টাওয়ার।

অবিশ্বাসীরা কিস্টোনটা লুকিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের একটা বাড়ি ব্যবহার করছে, ভাবল লেবরান। ছলনা ও চাতুরীতে ব্রাদারহুড যে যুগ যুগ ধরে দক্ষ, সেটা আবারও প্রমাণিত হলো।

ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক করে নীচে নামল লেবরান। চাবুক দিয়ে নিজেকে নির্যাতন করায় চওড়া পিঠে এখনও ব্যথা। অতীত মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

অ্যান্ডোরা, ভাবল সে। সঙ্গে সঙ্গে টান পড়ল পেশিতে। আশ্চর্য

হলেও সত্যি, অভিশপ্ত ওই জায়গাতেই– ফ্রান্স ও স্পেন সীমান্তে– তার পুনর্জন্ম হয়েছিল।

ব্যাপারটা তখন বোঝেনি সে।

সাত বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছে। মদ্যপ বাবা ছিল মোটাসোটা ডকশ্রমিক, ছেলে শ্বেতি নিয়ে জন্মানোয় রাগ ও ঘৃণার পরিসীমা ছিল না। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়ালের কারণে মায়ের উপর নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন চালাত। সে বাধা দিতে গেলে তাকেও বেদম পেটানো হত।

তারপর একদিন।

মার খেয়ে মেঝেতে পড়ে মরে গেল মা। মায়ের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অপরাধ বোধে জর্জরিত হচ্ছে সে। ভাবছে, এর জন্য আমি দায়ী। তারপর, যেন শয়তান ভর করল তার উপর, কিচেনে ঢুকে বড় ছোরাটা নিয়ে এল। মদ খেয়ে নিজের ঘরে বিছানায় পড়ে ছিল বাবা। ছোরাটা তার পিঠে বারবার গাঁথল সে। তারপর বাড়ি ছেড়ে পালাল।

কিন্তু মার্সেই শহরটাও বাড়ির চেয়ে কম বৈরি নয়। অল্প বয়েসী আর যারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তারা তার অদ্ভুত সাদা রঙ দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বিধ্বস্ত একটা কারখানার বেযমেন্টে একা বাস করতে বাধ্য হচ্ছে সে, খাচ্ছে এখান-সেখান থেকে চুরি করা খাবার। তার সঙ্গী বলতে ডাস্টবিন থেকে তুলে আনা খবরের কাগজ, যতটুকু পারে বানান করে পড়ে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি বাড়তে লাগল।

বারো বছর বয়সে তার মতই ঘর পালানো একটা মেয়ে, বয়সে দ্বিগুণ হবে, তার খাবার চুরি করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মেয়েটি বুঝতে পারল, আজ তার জীবনের শেষ দিন। লোকজন ছুটে না এলে কেউ তার মৃত্যু ঠেকাতে পারত না।

পুলিশের ভয়ে টুলন-এ পালিয়ে এল ছেলেটা। তার বয়স যত বাড়ছে, তার প্রতি মানুষজনের তাকাবার ধরনও বদলে যাচ্ছে–

করুণার বদলে এখন সবাই ভয়ে ভয়ে তাকায়। একটা ভূত, ফিসফিস করে লোকেরা। শয়তানের চোখ নিয়ে সাদা ভূত।

কোথাও শান্তি পায় না সাদা ভূত। কেউ তাকে পছন্দ করে না, ভালবাসে না, কাছে ডাকে না, দুটো কথা বলে না। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দর, চলার মধ্যেই আছে সে।

বয়স আঠারো, নাম-না-জানা কোনও বন্দর নগরীতে এক জাহাজ থেকে কিছুটা মাংস চুরি করতে গিয়ে দুজন ক্রুর হাতে ধরা পড়ে গেল ছেলেটা। তাকে পেটাচ্ছে ওরা, ওদের মুখ থেকে বেরুনো বিয়ারের গন্ধ পেল সে, অমনি তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। খালি হাতে প্রথম নাবিকটার ঘাড় মটকাল সে। দ্বিতীয় নাবিকেরও একই অবস্থা হত, বেঁচে গেল পুলিশ এসে পড়ায়।

দু'মাস পর হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তাকে নিয়ে আসা হলো অ্যান্ডোরা-র জেলখানায়। 'আরে, একটা স্বচ্ছ ভূত!' তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল কয়েদীরা। 'বোধহয় পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারবে।'

এই জেলখানায় বারো বছর কাটল তার।

এক রাতে কয়েদীদের আতঙ্কিত আর্তনাদে স্বচ্ছ সাদা ভূতটার ঘুম ভেঙে গেল। সে বুঝতে পারছে না কোন্ অদৃশ্য শক্তি মেঝেটাকে অনবরত ঝাঁকাচ্ছে। পাথরের সেল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, ছাদে তৈরি হলো বিরাট একটা ফাঁক। দশ বছরে যা দেখেনি, আজ দেখতে পেল সেটা– চাঁদ।

ভেঙে পড়া জেলখানা থেকে পালিয়ে পাহাড়ী এলাকায় চলে এল সে। বিরতি না নিয়ে সারারাত ছুটল, নীচের দিকে নামছে। তারপর একটা জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা রেললাইন দেখতে পেয়ে সেটা ধরে হাঁটা শুরু করল। ইতোমধ্যে বার বার আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে সারা শরীর। কতক্ষণ হেঁটেছে বলতে পারবে না, একটা খালি ফ্রেইট কার দেখতে পেয়ে আশ্রয় নিল সেটায়।

তার যখন ঘুম ভাঙল ট্রেনটা তখন চলতে শুরু করেছে।

কোথায় যাচ্ছে সে, কত দূর এল, কোনও ধারণা নেই। পেটটা খুব ব্যথা করছে। ভাবল, আমি কি মারা যাচ্ছি?

আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম থেকে জাগল প্রচণ্ড খিদে নিয়ে। ট্রেন থেকে নেমে আবার হাঁটতে শুরু করল। পথে একটা ছোট গ্রাম পড়ল। কিন্তু কোথাও তার জন্য এক গ্রাস খাবার নেই। এক সময় আর হাঁটার শক্তি থাকল না শরীরে, রাস্তার ধারে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আলোটা এল ধীরে ধীরে। ভূতটা ভাবছে কতক্ষণ হলো মারা গেছে সে। একদিন? তিনদিন? কিছু আসে যায় না। তার বিছানা মেঘের মত নরম, চারপাশের বাতাসে মোম ও মিষ্টির গন্ধ। যেহেতু স্বর্গ, যিশু তো থাকবেনই, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এই তো আমি এখানে, বললেন তিনি। কবরের পাথর একপাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সেই সঙ্গে তোমার আবার জন্ম হয়েছে।

বার বার ঘুমাল সে। যতবার জাগে, সেই একই দৃশ্য। কোনওদিন বিশ্বাস করেনি স্বর্গ বলে কিছু আছে, অথচ চোখ মেললেই যিশুকে দেখতে পাচ্ছে, এখনও সেই প্রথমবারের মত তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, তার সঙ্গে কথা বলছেন। *তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, বাবা। যারা আমার পথ অনুসরণ করবে তাদের ওপরেই তো আশীর্বাদ বর্ষিত হবে।*

আবার ঘুমাল সে।

এরপর তার ঘুম ভাঙল কারও যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল সে, করিডর ধরে আওয়াজটার উৎস লক্ষ্য করে ছুটল। কিচেনে ঢুকে দেখল দীর্ঘদেহী এক লোক খর্বকায় আরেক লোকের উপর ঝুঁকে আছে। কেন, কী ব্যাপার, কিছুই না জেনে প্রকাণ্ড লোকটাকে ধরে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে পালাল দৈত্যটা।

ছোটখাট লোকটার মাঝারি বয়েস, পরনে ক্যাথলিক প্রিস্টের আলখেল্লা। তার থেঁতলানো নাক থেকে রক্ত ঝরছে। মেঝে থেকে

তুলে কাউচে শুইয়ে দিল তাঁকে সে।

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' আড়ষ্ট ফ্রেঞ্চ ভাষায় বললেন প্রিস্ট। 'ঈশ্বরের নামে সংগ্রহ করা টাকার ওপর চোরেদের খুব লোভ। তোমাকে ঘুমের মধ্যে ফ্রেঞ্চ বলতে শুনেছি, তুমি কি স্প্যানিশও বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল ভূতটা। 'আমার কোনও নামও নেই।'

'সেটা কোনও সমস্যা নয়। আমি মার্সেল বেলমন্ড, একজন মিশনারি, মাদ্রিদ থেকে আসছি। আমাকে এখানে একটা চার্চ তৈরি করার জন্যে পাঠানো হয়েছে।'

'আমি কোথায়?'

'এই জায়গাটার নাম অভিয়েইডো, স্পেনের উত্তরে। কেউ তোমাকে আমার দরজার সামনে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তুমি অসুস্থ ছিলে। আমি তোমার শুশ্রূষা করেছি। বেশ কদিন হয়ে গেল এখানে আছ তুমি।'

তরুণ কেয়ারটেকারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। বহু বছর হয়ে গেল কেউ তার প্রতি কোনও রকম দরদ দেখায়নি। 'ধন্যবাদ, ফাদার।'

নিজের রক্তাক্ত ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালেন প্রিস্ট। 'ধন্যবাদ তো আমি দেব, বন্ধু।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বিছানার উপর দেয়ালে আটকানো ক্রুসটার দিকে তাকাল সে। যদিও এখন আর তার সঙ্গে কথা বলে না, তবু ওটার উপস্থিতি তার দেহমনে আশ্চর্য একটা প্রশান্তি এনে দেয়।

বিছানার পাশে এক হপ্তা আগের একটা ফ্রেঞ্চ খবরের কাগজ দেখতে পেল সে। তাতে ছাপা একটা খবর পড়ে ভয় পেয়ে গেল। মারাত্মক এক ভূমিকম্পের কথা লেখা হয়েছে খবরটায়, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে বড় একটা জেলখানাও বিধ্বস্ত হয়েছে, পালিয়ে যাওয়া বেশ কিছু বিপজ্জনক কয়েদির খোঁজে চারদিকে

তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সে বুঝল, প্রিস্ট তার পরিচয় জানেন। আবার পালাতে হবে তাকে, কিন্তু কোথায় যাবে সে?

এই সময় হাতে একটা পুরানো ফ্রেঞ্চ বাইবেল নিয়ে কামরায় ঢুকলেন প্রিস্ট। 'চ্যাপ্টার মার্ক করা আছে। পড়ে দেখো,' বললেন তিনি।

Acts 16

ভার্সগুলোয় সাইলাস নামে একজন বন্দির কথা লেখা আছে, মারধর করে সেলের মেঝেতে বিবস্ত্র শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে, তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রশংসা করে গান গাইছে।

ভার্স ২৬-এ পৌঁছে বিস্ময়ের ধাক্কায় হাঁপিয়ে উঠল সে।

'...এবং হঠাৎ সেখানে প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প হলো, যার ফলে কারাগারের ভিত কেঁপে গেল, সেই সঙ্গে খুলে গেল সমস্ত দরজা।'

ঝট করে মুখ তুলে প্রিস্টের দিকে তাকাল সে।

প্রিস্ট উষ্ণ হাসি হেসে অভয় দিলেন তাকে। 'তোমার নাম আমি সাইলাস-ই রাখতাম, কিন্তু তা না রেখে রাখতে চাই লেবরান। এই নামে আমার এক আলবিনো ভাই ছিল, জন্মের কয়েকদিন পরেই মারা যায়।'

বোকার মত মাথা ঝাঁকাল ভূতটা। *লেবরান। তার নাম লেবরান।*

'নাস্তা খাওয়ার সময় হয়েছে,' বললেন প্রিস্ট। 'চার্চ বানাতে আমাকে সাহায্য করতে হলে গায়ের সমস্ত শক্তি ফিরে পেতে হবে তোমাকে।'

ভূমধ্যসাগরের সারফেস থেকে বিশ হাজার ফুট উপরে, একটা প্লেনে রয়েছেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। অপাস ডেই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন তিনি। প্যারিসে তাদের কাজ কীরকম এগোচ্ছে জানার জন্য অস্থির হয়ে আছেন তিনি, কিন্তু মন চাইলেও

লেবরানকে ফোন করতে পারছেন না। নিষেধ আছে লালিকের।

'এটা আপনারই স্বার্থে,' ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে লালিক, ইংরেজিতে কথা বললেও বাচন ভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চ টান স্পষ্ট। 'ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সহজেই ইন্টারসেপ্ট করা যায়, এক্ষেত্রে তা করা হলে আপনার জন্যে তার ফলাফল হবে মারাত্মক।'

বেলমন্ড জানেন, কথাটা মিথ্যে নয়। লালিক অস্বাভাবিক সাবধানী মানুষ। বেলমন্ডের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেনি সে, তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সমীহ আদায় করে নিয়েছে, প্রমাণ করেছে তার নির্দেশ মেনে চলাটা সবদিক থেকে মঙ্গলজনক। আর কিছু না হোক, কীভাবে যেন অত্যন্ত গোপন একটা তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। *ব্রাদারহুড-এর চার প্রধান সদস্যের নাম!*

'বিশপ,' লালিক তাঁকে বলেছে, 'সব ব্যবস্থা আমার করা হয়ে গেছে। প্ল্যানটা সফল করার স্বার্থে শুধু দিন কয়েকের জন্যে লেবরানকে আপনি আমার হাতে তুলে দিন। সে শুধু আমার কাছে জবাবদিহি করবে। আপনারা দুজন কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আমিই তার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'তার কোনও রকম অসম্মান হবে না তো?'

'বিশ্বাসী একজন মানুষকে আমরা শ্রদ্ধার সবচেয়ে বড় আসনে বসাই।'

'চমৎকার। ঠিক আছে। ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত লেবরান আর আমি কথা বলব না।'

'আপনার পরিচয়, লেবরানের পরিচয় ও আমার ইনভেস্টমেন্ট গোপন রাখার স্বার্থে এটা আমাকে করতে হচ্ছে।'

'আপনার ইনভেস্টমেন্ট?'

'বিশপ, আপনার অতি আগ্রহ যদি আপনাকে জেলে নিয়ে ভরে, তা হলে আপনি তো আমার ফি দিতে পারবেন না।'

হেসেছে বিশপ। 'ভাল একটা পয়েন্ট। ধন্যবাদ।'

বিশ মিলিয়ন ইউরো, ভাবলেন বিশপ বেলমন্ড, এই মুহূর্তে

প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। মার্কিন ডলার আর ইউরোর মান প্রায় একই।

ছয়

'গাণিতিক ধাঁধা?' ক্যাপটেন অকটেভ অবিশ্বাসে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছেন সোফিয়া ক্লাউডেলের দিকে। 'মসিয়ো বেসনের রেখে যাওয়া কোড নিয়ে মাথা ঘামানোর পর আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ওটা একটা গাণিতিক কৌতুক?'

'কোডটা,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত ব্যাখ্যা করছে সোফিয়া, 'এত সহজ যে অসম্ভব বলে মনে হয়। ল্যাক বেসন নিশ্চয়ই জানতেন দেখামাত্র এটা ভাঙতে পারব আমরা।' সোয়েটারের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ক্যাপটেনের হাতে গুঁজে দিল সে। 'এখানে ডিকোড-টা আছে।'

কাগজটার দিকে তাকালেন অকটেভ।

1-1-2-3-5-8-13-21

'ব্যস, হয়ে গেল?' ধমকে উঠলেন তিনি। 'আপনি তো শুধু ছোট থেকে বড়, সংখ্যাগুলোকে এভাবে সাজিয়েছেন।'

সত্যি নার্ভ আছে মেয়েটির, সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে। 'ঠিক তাই।'

চাপাস্বরে গর্জে উঠলেন ক্যাপটেন। 'এজেন্ট সোফিয়া...' ভাষা হারিয়ে ফেলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন তিনি। সেল ফোনটা কানে চেপে ধরে কাছাকাছিই রয়েছে রানা, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আসা জরুরি মেসেজ শুনছে এখনও। ওর চেহারা

দেখে তিনি বুঝতে পারলেন খবর ভাল নয়।

'ক্যাপটেন,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সোফিয়া, 'সংখ্যার যে সিকোয়েন্সটা আপনার হাতে রয়েছে ওটা দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ফিবোনাচি-র সিকোয়েন্স, যার প্রতিটি টার্ম আগের দুটো টার্মের যোগফল। মসিয়ো বেসন না জেনে এটা লেখেননি।'

সংখ্যাগুলো দেখলেন ক্যাপটেন। কথাটা ঠিক, প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটো সংখ্যার যোগফলই বটে। অথচ তারপরও তিনি কিউরেটারের মৃত্যুর সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছেন না। 'তা হলে বলুন, এর মানে কী। এই সিকোয়েন্সের সাহায্যে কী বোঝাতে চেয়েছেন বেসন?'

'কিছুই না। এটাই তো আসল পয়েন্ট। স্রেফ একটা জলবৎ তরলং ক্রিপটগ্রাফিক জোক।'

হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়লেন ক্যাপটেন। 'আমি আপনার কাছ থেকে আরও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আশা করি।'

'ক্যাপটেন, আমি ভেবেছিলাম কিউরেটার ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে মজার একটা খেলা খেলছেন শুনে আপনি খুশি হবেন। দেখা যাচ্ছে আমার ধারণা ভুল। ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের সার্ভিস আপনার আর দরকার নেই।' কথাগুলো বলে ঘুরল সোফিয়া, যেদিক দিয়ে এসেছিল হনহন করে চলে গেল সেদিকে।

রানার দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন, দেখলেন এখনও ফোনে কথা বলছে ও। ভাবলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস। জীবনে অনেক জিনিসই পছন্দ করেন না ভিগো অকটেভ, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম, আর তার দূতাবাস দ্বিতীয়।

ওদের সঙ্গে তাঁর প্রধান বিরোধ প্যারিসের আইন-শৃংখলার অবনতি নিয়ে। সম্প্রতি প্রচুর বাংলাদেশী অবৈধভাবে ঢুকে পড়েছে ফ্রান্সে, তাদের বেশিরভাগই প্যারিসে এসে চাকরি পাওয়ার ধান্দায় দিকে দিকে ঘুরে বেড়ায়। পাকিস্তানী আর আলজিরিয়ান প্রতারকরা

দেখলেই চিনতে পারে সরল টাইপের এই ভেতো বাঙালীগুলোকে, আর চিনতে পারলেই চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়। এমনকী ছুরি মারার ঘটনাও ঘটছে। এ-ধরনের কেস সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁর লোকজনকে।

অকটেভ চান বাংলাদেশ দূতাবাস এমন কোনও ব্যবস্থা নিক, প্যারিসে যাতে তাদের ভিড় করে আসাটা বন্ধ হয়। বিষয়টা নিয়ে প্রায়ই তাঁকে দূতাবাস প্রধানের সঙ্গে বসতে হয়েছে।

কান থেকে ফোন নামাল রানা। রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। 'সব ভাল?' জানতে চাইলেন অকটেভ।

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল রানা।

নিশ্চয়ই দেশ থেকে কোনও দুঃসংবাদ, ভাবলেন ক্যাপটেন। সেল ফোনটা ফেরত নেওয়ার সময় খেয়াল করলেন সামান্য ঘামছে রানা।

'এ-কটা অ্যা-ক্সিডেন্ট,' বলল রানা, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেনের দিকে। 'আমার এ-ক বন্ধু...' ইতস্তত করছে ও। 'সকালের প্রথম ফ্লাইটেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'শুনে সত্যি খুব দুঃখ পাচ্ছি,' বলল ক্যাপটেন, রানাকে কঠিন চোখে খুঁটিয়ে দেখছেন। না, ভাবলেন তিনি, অভিনয় বলে মনে হচ্ছে না। 'আপনার বসতে ইচ্ছে হচ্ছে?' হাত তুলে গ্যালারির একটা ভিউইং বেঞ্চ দেখালেন।

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা, কয়েক পা এগোল বেঞ্চটার দিকে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমি আসলে রেস্ট রুমটা ব্যবহার করতে চাই।'

কাজে দেরি হয়ে যাবে বুঝতে পেরে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন ক্যাপটেন। 'রেস্ট রুম? ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, কয়েক মিনিটের বিরতি নেয়া যাক।' যেদিক থেকে তাঁরা এসেছেন সেদিকে হাত তুললেন। 'রেস্ট রুমগুলো ওদিকে, কিউরেটারের অফিসকে

ছাড়িয়ে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর হাত তুলে গ্র্যান্ড গ্যালারির উল্টোদিকের করিডরটা দেখাল। 'ওদিকে যে রেস্ট রুমটা আছে সেটাই বোধহয় কাছে হবে।'

ক্যাপটেন বুঝলেন, রানার কথাই ঠিক। ওদিকের করিডরের একেবারে শেষপ্রান্তে একজোড়া রেস্ট রুম দেখা যাচ্ছে। 'আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

মাথা নাড়ল রানা, ধীর পায়ে গ্যালারির ভিতর দিকে এগোচ্ছে। 'ধন্যবাদ, তার দরকার নেই। আমি শুধু সামলে নেয়ার জন্যে একা কিছুক্ষণ থাকতে চাই।'

করিডরের ওদিকটা দিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরুনো যায় না, এটা জানা থাকায় ক্যাপটেন মোটেও উদ্বিগ্ন বোধ করছে না। বেরুনোর পথ একটাই, যে গেটের তলা দিয়ে তাঁরা ভিতরে ঢুকেছেন। ফ্রেঞ্চ ফায়ার রেগুলেশনের কারণে অন্যান্য যে-সব দরজা আছে, কিউরেটার অ্যালার্ম বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও ভাবে কেউ যদি একটা খুলতেও পারে, তীক্ষ্ণ শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠবে আবার। মোটকথা, অকটেভ নিশ্চিত যে তাঁর অজ্ঞাতে রানা চলে যেতে পারবে না।

'আমাকে একবার কিউরেটারের স্টাডিতে যেতে হচ্ছে,' বললেন ক্যাপটেন। 'ফিরে এসে ওখানেই আমাকে পাবেন, মসিয়ো রানা। আরও অনেক বিষয়ে আলাপ হওয়া দরকার আমাদের।'

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে রানা একবার হাত নাড়ল।

ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটা ধরলেন ক্যাপটেন, রাগে গা জ্বালা করছে। মাথা নুইয়ে গেটের তলা দিয়ে গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এলেন। করিডর ধরে হনহন করে হাঁটছেন। কিউরেটারের অফিসে ঢুকে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আমি জানতে চাই সোফিয়াকে কে এই বিল্ডিঙে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে?'

লেফটেন্যান্ট রাউলই প্রথমে জবাব দিল। 'বাইরের গার্ডদের

কী দোষ, তাদেরকে তিনি জানান যে কোডটা ভাঙতে পেরেছেন।'

চারদিকে চোখ বুলালেন ক্যাপটেন। 'সে কি চলে গেছে?'

পাল্টা প্রশ্ন হলো। 'তিনি আপনার সঙ্গে নেই?'

'না, এদিকেই এল, তার মানে কাউকে কিছু না বলেই কেটে পড়েছে।' অন্ধকার হলওয়ের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। বোঝা যাচ্ছে সোফিয়ার মুড এতটাই খারাপ ছিল সে চলে যাওয়ার সময় বাকি অফিসারদের সঙ্গে সৌজন্যবশত কুশল বিনিময়ও করেনি।

মুহূর্তের জন্য ক্যাপটেন ভাবলেন, রেডিওতে গার্ডদের নির্দেশ দেন সোফিয়াকে যেন মেইন গেটে আটকানো হয়, বাধ্য করা হয় গ্র্যান্ড গ্যালারিতে আবার ফিরে আসতে। না, সেটা উচিত হবে না। আসল কাজ ফেলে গুরুত্বহীন কাজে সময় নষ্ট করা হবে। এজেন্ট সোফিয়াকে পরে শায়েস্তা করা যাবে। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তার চাকরিটা খাবেন তিনি।

মন থেকে সোফিয়াকে সরিয়ে দিয়ে কিউরেটারের ডেস্কে দাঁড় করানো খুদে নাইট-এর দিকে তাকালেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'আমাদের সাবজেক্টের ওপর নজর রাখছ তো?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাপটপটা ক্যাপটেনের দিকে ঘুরিয়ে দিল রাউল। স্ক্রিনে ফুটে থাকা ফ্লোর প্ল্যান-এ লাল খুদে বিন্দুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মিটমিট করছে 'পাবলিক টয়লেট' লেখা একটা কামরার গায়ে।

'চমৎকার,' বললেন ক্যাপটেন, হলওয়েতে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরালেন। 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে। তুমি খেয়াল রেখো, রানা যেন শুধু রেস্ট রুমে যায়।'

গ্র্যান্ড গ্যালারির শেষপ্রান্তে চলে এল রানা, মাথার ভিতর এখনও বাজছে সোফিয়ার ফোন মেসেজটা। আলোকিত সাইন দেখে রেস্ট রুমের খোঁজ করছে ও। করিডরের মাঝখানে ডিভাইডার হিসাবে রাখা ইটালিয়ান ড্রইংগুলো একটা গোলকধাঁধা তৈরি করেছে, ফলে

কামরাটা খুঁজে পেতে কিছুটা সময় লাগল।

মেন'স রুমে ঢুকে আলো জ্বালল রানা। কেউ নেই, খালি। অ্যামোনিয়ার গন্ধ ভাসছে কামরার বাতাসে। হেঁটে এসে সিঙ্ক-এর সামনে দাঁড়িয়ে পানি ছিটাল চোখে-মুখে। হাতে তোয়ালেটা নিয়েছে মাত্র, ওর পিছনে মৃদু শব্দ করে রেস্ট রুমের দরজা খুলে গেল। বন্ করে ঘুরল ও।

ভিতরে ঢুকছে সোফিয়া ক্লাউডেল, চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'থ্যাঙ্ক গড যে আপনি এসেছেন। আমাদের হাতে একদমই সময় নেই।'

মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা। তার পরামর্শ মত এখানে এসেছে ঠিকই, তবে তার মানে এই নয় যে তাকে বিশ্বাস করতে পারছে। 'ঠিক আছে, এবার ব্যাখ্যা করুন। কী ব্যাপার?'

'আমি আপনাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছি, মিস্টার রানা...' শুরু করল সোফিয়া, এখনও একটু হাঁপাচ্ছে, 'এই জন্যে যে ওরা আপনার ওপর ইলেকট্রনিক্স-এর সাহায্যে নজর রাখছে।'

'কিন্তু কেন? আর সেটা আপনি কীভাবে জানলেন?' ফোন থেকে এরই মধ্যে আংশিক জবাব পেয়েছে রানা, তবে সোফিয়ার মুখ থেকে সরাসরি সবটুকু শুনতে চাইছে ও।

'কেন? কারণ, ক্যাপটেন অকটেভের সন্দেহ খুনটা আপনিই করেছেন।'

সোফিয়ার বক্তব্য হলো, আজ রাতে লুভার মিউজিয়ামে সৌখিন আর্কিওলজিস্ট কিংবা সিম্বলজির উপর আগ্রহ আছে বলে নয়, বরং সম্ভাব্য খুনি হিসাবে ডেকে আনা হয়েছে রানাকে। ডিসিপিজে-র নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত শুরু করেছেন ক্যাপটেন অকটেভ। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো সন্দেহ-ভাজনকে অকুস্থলে ডেকে এনে জেরা করা– এই আশায় যে নার্ভাস হয়ে বেফাঁস কিছু বলে ফেলবে সে, ফলে তার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো সহজ হবে।

'আপনি আপনার জ্যাকেটের বাম পকেট দেখুন,' বলল

সোফিয়া। 'প্রমাণ পেয়ে যাবেন ওরা আপনার ওপর নজর রাখছে কি না।'

রাগ হচ্ছে রানার। ভাবল, পকেট দেখব? যেন সস্তা কোন ম্যাজিক দেখাতে চাইছে মেয়েটা। তবে টুইড জ্যাকেটের বাম পকেটে ঠিকই ঢুকল একটা হাত। চারদিকে হাতড়ে কিছুই পেল না। তারপর কী যেন ঘষা খেল আঙুলে, ছোট্ট ও শক্ত। দুই আঙুলে ধরে বের করে আনল। জিনিসটা ধাতুর তৈরি, দেখেই বুঝতে পারছে কী। 'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল ও। 'জিপিএস ট্র্যাকিং...'

'হ্যাঁ, জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সোফিয়া। 'নিজের লোকেশন বিরতিহীন ট্র্যান্সমিট করছে, একটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম স্যাটেলাইটের উদ্দেশে। আর স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ইমেজ আমরা, ডিসিপিজে, মনিটর করছি সারাক্ষণ।'

'এই প্রযুক্তির কথা আমার জানা আছে,' বলল রানা। 'ওরা আমাকে ইলেকট্রনিক লাগাম পরিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভাবছি লাগামটা পরাল কখন?'

'আমাদের যে এজেন্ট হোটেল থেকে আপনাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল,' বলল সোফিয়া। 'আপনি স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে আপনার পকেটে ওটা ভরে দেয় সে।'

মুহূর্তের জন্য হোটেল স্যুইটে ফিরে গেল রানা। দ্রুত শাওয়ার সেরেছে... কাপড় পরেছে... স্যুইট থেকে বেরুবার সময় সবিনয় এজেন্ট লোকটা সৌজন্য দেখিয়ে জ্যাকেটট পরতে সাহায্য করেছে ওকে... তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ও। সন্দেহ নেই, তখনই কাজটা করেছে লোকটা।

'ওটা আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দেয়ার একটাই কারণ, ওরা ভাবছে আপনি পালিয়ে যেতে পারেন,' বলল সোফিয়া। 'আসলে ওরা চাইছেও আপনি পালান। কারণ তা হলে আপনার বিরুদ্ধে কেসটা মজবুত হয়।'

'ওরা গর্দভ নাকি? কেন আমি পালাব?' রেগে উঠছে রানা। 'উন্মাদ ছাড়া আর কে ভাববে আমি খুন করেছি কিউরেটারকে!'

'ঠিক বলেছেন, ক্যাপটেন অকটেভ সত্যি সত্যি উন্মাদই হয়ে গেছেন।'

'চলুন, তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলি,' বলল রানা, হাতের ট্র্যাকিং ডটটা ফেলার জন্য ঘুরে ট্র্যাশ কন্টেইনার-এর দিকে পা বাড়াল।

'না!' খপ করে ওর বাহু আঁকড়ে ধরল সোফিয়া। 'অন্তত আপাতত পকেটেই রাখুন ওটা। ফেলে দিলে সিগনালটা আর নড়বে না, ওরা বুঝে ফেলবে আপনি ওটা পেয়ে গেছেন...'

'আমি চাই বুঝুন,' বলল রানা। 'বললাম না, ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব আমি?'

'সে সিদ্ধান্ত আরও পরে নেবেন আপনি,' বলল সোফিয়া। 'তার আগে শুনুন কেন আপনাকে তিনি সন্দেহ করছেন। ভাল কিছু যুক্তি আছে তাঁর। আপনার বিরুদ্ধে এখানে এমন একটা এভিডেন্স আছে যেটা আপনাকে দেখানো হয়নি। ক্যাপটেন সেটা সযত্নে আপনার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছেন।'

স্থির হয়ে গেল রানা। 'মানে?'

'তিনটে লাইনের কথা মনে আছে তো, মসিয়ো বেসন যেগুলো মেঝেতে লিখে রেখে গেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। সংখ্যা ও শব্দগুলো ওর মগজে গেঁথে আছে। 'কিন্তু বুঝছি না ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি।'

সোফিয়ার কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামল। 'আপনাকে পুরো মেসেজটা দেখানো হয়নি। লাইন ছিল মোট চারটে। ওগুলোর ফটো তোলার পর, আপনি পৌঁছানোর আগে, একটা লাইন মুছে ফেলেছেন ক্যাপটেন।'

'কেন?'

'কারণ ক্যাপটেন আপনাকে মেসেজের শেষ লাইনটা দেখাতে

চাননি,' বলল সোফিয়া। 'অন্তত যতক্ষণ না আপনাকে তাঁর জেরা করা শেষ হয়।'

'ভদ্রলোককে আমার কিন্তু ইডিয়েট বলে মনে হয়নি,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনি যা বলছেন...'

সোয়েটারের পকেট থেকে একটা কমপিউটার প্রিন্টআউট বের করে সেটার ভাঁজ খুলছে সোফিয়া। 'যত তাড়াতাড়ি পারা গেছে ক্রাইম সিন-এর ইমেজ ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপটেন, এই আশায় যে আমরা হয়তো মাথা ঘামিয়ে বের করতে পারব ঠিক কী বলে গেছেন কিউরেটার ভদ্রলোক। এটা সেই পুরো মেসেজের ফটো।' কাগজটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ইমেজটার দিকে তাকাল রানা। চোখ বুলাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। জ্যামিতিক নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে লেখা জ্বলজ্বলে মেসেজটা ক্লোজআপ ফটোয় ভালই ফুটেছে। শেষ লাইনটা রানার পেটে যেন প্রচণ্ড ঘুসি মারল।

13-3-2-21-1-1-8-5
O, Draconian devil!
Oh, lame saint!
P.S. Find Masud Rana

সাত

ফটোটায় চোখ রেখে দ্রুত চিন্তা করছে রানা। 'ফাইন্ড মাসুদ রানা' মানে মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো। এরচেয়ে অদ্ভুত আর কী

হতে পারে! লুভার মিউজিয়ামের কিউরেটার তাঁর জীবনের শেষ বার্তায় ওর নাম লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কেন।

'এখন বুঝতে পারছেন তো, কেন আপনাকে এখানে ডেকে এনেছেন ক্যাপটেন, কেন আপনি তাঁর প্রধান সন্দেহভাজন?'

'কিন্তু কিউরেটার এটা কী জন্যে লিখবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাদের কখনও দেখাই হয়নি, কেউ কারও শত্রু হবার কোনও সুযোগই ছিল না, কাজেই কেন আমি তাঁকে খুন করতে যাব?'

'ক্যাপটেন অকটেভ এখনও কোনও মোটিভ খুঁজে পাননি,' বলল সোফিয়া। 'তবে আপনাদের সব কথাই রেকর্ড করছেন তিনি, এই আশায় যে আপনার মুখ থেকে মোটিভ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।'

রানার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল। 'এরচেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে? আমার অ্যালিবাই নেই? সন্ধের পর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিলাম আমি, তারপর ওখানকার বার-এ বসে মসিয়ো বেসনের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তিনি না আসায় বিখ্যাত একটা রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার সেরে হোটেলে ফিরি, তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। হোটেলের স্টাফকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।'

'ক্যাপটেন বসে নেই, এরইমধ্যে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে। রিসেপশন থেকে আপনি চাবি নিয়েছেন সাড়ে দশটার দিকে—হয়তো অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যেই। খুনটা করা হয়েছে এগারোটার খানিক আগে বা পরে। কারও চোখে ধরা না পড়ে যে-কেউ তার হোটেল থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ক্যাপটেনের হাতে কোনও প্রমাণ নেই।'

সোফিয়ার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল, যেন বলতে চাইছে: প্রমাণ নেই? 'মিস্টার রানা, লাশের পাশে মেঝেতে আপনার নাম লেখা হয়েছে। কিউরেটার ভদ্রলোকের ডেট বুক বলছে খুন হবার

কাছাকাছি সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনি ছিলেন।' দম নেওয়ার জন্য থামল সে। 'ক্যাপটেনের কাছে যে এভিডেন্স আছে, আপনাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আটকে রেখে ইন্টারোগেট করার জন্যে তা যথেষ্ট।'

হঠাৎ করে রানা উপলব্ধি করল, একজন লইয়ারের সঙ্গে কথা বলা দরকার ওর। 'আমি এখনও ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাঁকে বলি আমার একজন উকিল দরকার।'

'রানা এজেন্সির প্রধান হিসাবে আপনার অন্তত জানার কথা যে ফ্রান্সের আইন পুলিশকে রক্ষা করে, ক্রিমিন্যালকে নয়। আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে, এই কেসে মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা থাকবে। মসিয়ো ল্যাক বেসন অত্যন্ত জনপ্রিয় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর হত্যাকাণ্ড কাল সকালে সমস্ত মিডিয়ার সবচেয়ে বড় খবর হবে।

'ক্যাপটেন অকটেভকে একটা বিবৃতি দেয়ার জন্যে চাপ দেয়া হবে, তিনি চাইবেন সবাইকে যেন বলতে পারেন এরইমধ্যে সম্ভাব্য খুনিকে তিনি আটক করতে পেরেছেন। আপনি গিল্টি হন বা না হন, আসলে কী হয়েছিল তা না জানা পর্যন্ত ডিসিপিজে আপনাকে আটকে রাখবে।'

খাঁচায় বন্দি একটা পশুর মত লাগছে নিজেকে রানার। 'এবার আপনার ভূমিকাটা দয়া করে পরিষ্কার করুন,' বলল ও। 'এ-সব কথা কেন বলছেন আপনি আমাকে?'

'কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনি নির্দোষ।' মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সোফিয়া, তারপর আবার রানার চোখে তাকাল। 'আরও একটা কারণ হলো, আপনি যে বিপদে পড়েছেন তার জন্যে আমি কিছুটা দায়ী।'

'কী বলছেন! মসিয়ো বেসন আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছেন, আর সেজন্যে আপনি দায়ী?'

'মসিয়ো বেসন আপনাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেননি। ব্যাপারটা আসলে একটা ভুল। বলা উচিত ভুল বোঝাবুঝি। মেসেজটা ওখানে

লেখা হয়েছে আমার উদ্দেশে।'

ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় লাগছে রানার। 'মানে?'

'মেসেজটা পুলিশের জন্যে নয়। ওটা আমার জন্যে লিখে রেখে গেছেন তিনি। আমার ধারণা, সব কিছু এত তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে তাঁকে যে পুলিশের চোখে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে তা তিনি বুঝতে পারেননি।' দম নিল সোফিয়া। 'সংখ্যাগুলো অর্থহীন, ওগুলো কোনও কোডই নয়। মসিয়ো বেসন ওগুলো লিখেছেন তদন্তে যাতে ক্রিপটগ্রাফারদেরকেও ডাকা হয়। মারা যাওয়ার আগে চেয়েছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন বুঝতে পারি কী হয়েছিল তাঁর।'

অনেক কিছুই রানা বুঝছে না, তবে মেয়েটি যে ওকে সাহায্য করতে চাইছে তাতে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক, মেয়েটি বিশ্বাস করে মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করবার দায়িত্বটা তাকেই দিয়ে গেছেন কিউরেটার ভদ্রলোক। 'কারণটা কী, কেন ভাবছেন মেসেজটা আপনার উদ্দেশে লিখে রেখে গেছেন মসিয়ো বেসন?'

'ভিট্রুভিয়ান ম্যান,' বলল সোফিয়া। 'দ্য ভিঞ্চির শিল্পকর্মের মধ্যে ওই বিশেষ স্কেচটি অত্যন্ত প্রিয় আমার। আজ রাতে ওটা তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ব্যবহার করেছেন।'

'এক সেকেন্ড। আপনি বলতে চাইছেন কোন্‌টি আপনার প্রিয় শিল্পকর্ম কিউরেটার তা জানতেন?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'সত্যি দুঃখিত। সব আসলে এলোমেলোভাবে চলে আসছে। ল্যাক বেসন আর আমি...'

অকস্মাৎ থেমে গেল সোফিয়া। তার কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদের সুর শুনতে পেল রানা, যেন বেদনায় কাতর অতীত মনে পড়ে গেছে। সন্দেহ নেই, উপলব্ধি করল ও, ক্লাউডেল সোফিয়ার সঙ্গে ল্যাক বেসনের ঘনিষ্ঠ কোনও সম্পর্ক ছিল।

সামনে দাঁড়ানো গ্রিক দেবীর মত অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে

খুঁটিয়ে দেখছে রানা, সচেতন যে ফ্রান্সে বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিরা প্রায়ই তরুণী মিসট্রেস রাখেন। তবে কেন যেন সোফিয়াকে ঠিক কারও রক্ষিতা বলেও মনে হচ্ছে না।

'দশ বছর আগের একটা মনোমালিন্যের জের ধরে,' বলল সোফিয়া, কথা বলছে ফিসফিস করে, 'আমরা একরকম কথাই বলতাম না। আজ রাতে তাঁর খুনের খবর যখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে পৌঁছাল আমি তখন ওখানেই ছিলাম। লাশের ইমেজ ও পাশের মেঝেতে লেখাটা দেখেই বুঝলাম মসিয়ো বেসন আমাকে একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন।'

'ভিট্রুভিয়ান ম্যানের কারণে?'

'হ্যাঁ। এবং P.S হরফ দুটোর কারণে।'

'পোস্টস্ক্রিপ্ট?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া ক্লাউডেল। 'পি.এস. আমার নামের ইনিশিয়ালস।'

'কিন্তু আপনার নাম তো সোফিয়া ক্লাউডেল।'

চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল মেয়েটি। 'পি.এস. আমার ছোটবেলার ডাকনাম। তিনি আমাকে এই নামেই ডাকতেন, তাঁর কাছে যখন থাকতাম আমি। পি.এস মানে প্রিন্সেস সোফিয়া।'

রানার তরফ থেকে কোনও সাড়া নেই।

'হাস্যকর, জানি,' বলল সোফিয়া। 'তবে সে বহু বছর আগের কথা। তখন আমি ছোট্ট ছিলাম।'

'সেই ছোটবেলা থেকে তাঁকে আপনি চিনতেন?'

'খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম,' জানাল সোফিয়া, আবেগে এবার তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। 'ল্যাক বেসন আমার আপন দাদু ছিলেন।'

আট

'মসিয়ো রানা কোথায়?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন অকটেভ, ধীর পায়ে এইমাত্র কমান্ড পোস্টে ফিরে এসেছেন, হাতের সিগারেটে কষে একটা শেষ টান দিলেন।

'এখনও রেস্ট রুমে, মসিয়ো,' লেফটেন্যান্ট রাউল জানাল।

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ক্যাপটেন। 'দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি সময় নিচ্ছেন।' রাউলের কাঁধের উপর দিয়ে জিপিএস ডট-এর উপর চোখ রাখলেন তিনি।

ঘাড়ে তাঁর গরম নিঃশ্বাসের আঁচ পেল রাউল।

রেস্ট রুমে গিয়ে রানাকে দেখে আসার ইচ্ছেটা এত প্রবল হয়ে উঠল, সেটাকে দমন করতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন ক্যাপটেন। নিজেকে বোঝাচ্ছেন, একটা দুঃসংবাদের ধাক্কা সামলাতে দশ মিনিট খুব বেশি সময় নয়। বিড়বিড় করে বললেন, 'এমন কি হতে পারে, মসিয়ো রানা ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন?'

মাথা নাড়ল রাউল। 'মেন'স রুমে এখনও এক-আধটু নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি আমরা, তার মানে জিপিএস ডট তাঁর পকেটেই আছে। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? ডটটা দেখতে পেলে ওটা ফেলে পালাবার চেষ্টা করতেন।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন ক্যাপটেন। 'বেশ।'

'ক্যাপটেন?' অফিসের আরেক মাথা থেকে ডিসিপিজে-র একজন এজেন্ট তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'কলটা বোধহয় আপনারই ধরা উচিত।' চেহারায় উদ্বেগ, হাতে টেলিফোনের

রিসিভার ধরে আছে।

'কে ফোন করল?' জানতে চাইল ক্যাপটেন।

ভ্রূ কোঁচকাল এজেন্ট। 'আমাদের ক্রিপটলজি ডিপার্ট-মেন্টের ডিরেক্টর, মসিয়ো।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপারটা সোফিয়া ক্লাউডেলকে নিয়ে, মসিয়ো। কোথায় যেন কী একটা গোলমাল আছে।'

মার্সিডিজ থেকে নামবার সময় নিজের ভিতরে প্রবল শক্তি ও সাহস অনুভব করল লেবরান, তার পরনের ঢোলা আলখেল্লা রাতের ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় খসখস করছে। সে জানে হাতের কাজটায় শক্তির চেয়ে নৈপুণ্য বেশি দরকার হবে, তাই হ্যান্ডগানটা গাড়িতে রেখে যাচ্ছে। হেকলার অ্যান্ড কচ ইউএসপি ৪০, ত্রিশ রাউন্ডের আগ্নেয়াস্ত্রটা তাকে যোগাড় করে দিয়েছে লালিক।

মৃত্যু ডেকে আনে এমন অস্ত্রের জায়গা নেই ঈশ্বরের ঘরে।

চার্চের সামনের চাতালটা এত রাতে খালি পড়ে আছে। নিশাচর ট্যুরিস্টদের আশায় শুধু দুজন তরুণী হকার তাদের পসার নিয়ে এক কোণে বসে আছে। তাদের ভরাট স্বাস্থ্য লেবরানের তলপেটের নীচে পরিচিত একটা আলোড়ন তুলল। তার উরু প্রসারিত হতে কাঁটা লাগানো বেল্টটা আরও একটু ঢুকে গেল মাংসের ভিতর।

সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল কামনার আগুন। দশ বছর হতে চলল সব রকম যৌনসম্ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে লেবরান, এমনকী স্বমেহনেরও অনুমতি দেয়নি নিজেকে। এটা 'দ্য ওয়ে'-র একটা শর্ত। অপাস ডেইকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাকে, তবে পরিবর্তে পেয়েছে অনেক-অনেক বেশি।

গ্রেফতার করে সেই কবে অ্যান্ডোরা কারাগারে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল তাকে, তারপর এই প্রথম ফ্রান্সে ফিরেছে লেবরান। আজ রাতে ঈশ্বরের সেবা করবার স্বার্থে হত্যাকাণ্ডের মত পাপ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। এটা তার ত্যাগ স্বীকার; সে জানে এই আত্মত্যাগের কথা অনন্তকাল মনের ভিতর নিঃশব্দে চেপে রাখতে হবে তাকে।

লালিক তাকে বলেছে, তোমার বিশ্বাসের গভীরতা মাপা হবে কতটা ব্যথা তুমি সহ্য করতে পারলে তার উপর ভিত্তি করে।

চার্চের প্রকাণ্ড দরজার দিকে এগোল লেবরান। এখান থেকে কিস্টোনটা নিয়ে যেতে এসেছে সে। ভাবল, ওটা আমাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

ভূতের মত সাদা হাত তুলে দরজার গায়ে তিনবার আঘাত করল সে। এক মুহূর্ত পর বোল্ট সরাবার আওয়াজ হলো।

সোফিয়া জানে ক্যাপটেন টের পেয়ে যাবেন মিউজিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি সে। কিন্তু কতক্ষণ পর?

তারপর দাদুর কথা ভাবল সে। একটা সময় ছিল দাদুই ছিলেন তার গোটা জগৎ। অথচ আজ তাঁর লাশ দেখে এতটুকু দুঃখ বোধ না করায় মোটেও বিস্মিত হয়নি সে। ল্যাক বেসন এখন তার কাছে অচেনা একজন মানুষ ছাড়া কিছু নন।

তার তখন বাইশ বছর বয়স, মার্চের এক রাত ছিল সেটা, সেই রাতের একটি মাত্র পলকে তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। আজ থেকে দশ বছর আগে।

সেবার ইংল্যান্ডের গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র কদিন হলো বাড়ি ফিরেছে সোফিয়া, ভুল করে সে তার দাদুকে এমন একটা কাজ করতে দেখে ফেলল যা তাকে দেখতে দিতে রাজি ছিলেন না তিনি। সেটা এমন একটা দৃশ্য, আজও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তার।

দৃশ্যটা আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম...

স্তম্ভিত বিস্ময়ে, চরম লজ্জায় অসুস্থ বোধ করছিল সোফিয়া, কাতর ভঙ্গিতে দাদুর ব্যাখ্যা করতে চাওয়াটা সহ্য করতে পারেনি। নিজের জমানো টাকা-পয়সা নিয়ে সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে সে, তারপর কয়েকজন রুমমেটের সঙ্গে ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল কী দেখেছে কাউকে কোনওদিন বলবে না।

মরিয়া হয়ে তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছেন দাদু, চিঠি ও কার্ড পাঠিয়েছেন, মিনতির সুরে অনুরোধ করেছেন সোফিয়া যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে, যাতে ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

কী ব্যাখ্যা? কীভাবে সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? দাদুর অনুরোধে কখনোই সাড়া দেয়নি সোফিয়া, শুধু একবার বাদে– ফোন করতে বা লোকজনের সামনে তার সঙ্গে দেখা করতে মানা করার জন্য যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছিল সে। তার ভয় ছিল দাদুর ব্যাখ্যাটা মূল ঘটনার চেয়েও মারাত্মক হবে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, দাদু কিন্তু কখনও হাল ছাড়েননি। গত দশ বছরের রাশি রাশি চিঠি-পত্র না খোলা অবস্থায় সোফিয়ার ড্রেসারের ড্রয়ারে স্তূপ হয়ে আছে। দাদুর প্রশংসা করতে হয়, সোফিয়ার অনুরোধ রক্ষা করেছেন তিনি, ভুলেও কখনও তাকে ফোন করেননি।

শুধু আজ বিকেলে বাদে।

'সোফিয়া?' তার আনসারিং মেশিনে হঠাৎ অত্যন্ত বুড়োটে শুনিয়েছে দাদুর কণ্ঠস্বর। 'এতদিন তোমার অনুরোধ রেখেছি আমি... আজও কষ্ট হচ্ছে তোমাকে ফোন করতে, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা না বলে কোনও উপায় নেই। একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে... সেটা বলবার আগে জরুরি একটা কথা বলে রাখি: মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক প্যারিসে এসেছেন, আস্থা রাখা যায় এমন একজন মানুষ, যে-কোনও বিপদে ওঁকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, প্রয়োজনে ওঁর সাহায্য নেবে...'

নিজের প্যারিস ফ্ল্যাটের কিচেনে দাঁড়িয়ে, এত বছর পর আবার দাদুর গলার আওয়াজ পেয়ে সোফিয়ার শরীরটা শিরশির করে উঠেছিল। তাঁর নরম, মার্জিত কণ্ঠস্বর আনন্দময় শৈশবের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছিল।

'সোফিয়া, প্লিজ শোনো।' দাদু ইংরেজিতে কথা বলছেন, তার সেই ছোটবেলাতেও তা-ই বলতেন তিনি। *বাড়িতে ইংরেজি, স্কুলে ফ্রেঞ্চ প্র্যাকটিস করবে।* 'তুমি চিরকাল আমার ওপর খেপে থাকতে পার না। এত বছর ধরে আমার পাঠানো চিঠিগুলো তুমি পড়োনি? এখনও তুমি বোঝনি ব্যাপারটা?' একটু বিরতি নিলেন। 'এখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে। প্লিজ, দাদুর এই একটা ইচ্ছে তুমি পূরণ করো। লুভারে ফোন করো আমাকে। এখনই। আমার বিশ্বাস, তুমি আর আমি মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছি।'

অপলক চোখে আনসারিং মেশিনের দিকে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া। বিপদ? তাঁর এ-সব কথার মানে কী?

'প্রিন্সেস...' কী এক আবেগে দাদুর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করে রেখেছি আমি, সেজন্যে তোমার ভালবাসা হারাতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সবই করা হয়েছে শুধু তোমার নিরাপত্তার স্বার্থে। এখন তোমাকে আসল সত্য জানতে হবে। প্লিজ, তোমার পরিচয় সম্পর্কে সত্যি কথাটা বলার সুযোগ দাও আমাকে...'

একটা ধাক্কা খেল সোফিয়া। তার পরিচয়? বাবা-মা মারা গেছেন তার যখন চার বছর বয়েস। তাঁদের গাড়ি ব্রিজ থেকে খরস্রোতা নদীতে নেমে গিয়েছিল। তার দিদা আর ছোট ভাইও ছিল গাড়িটায়। সোফিয়ার গোটা পরিবার মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঘটনাটি যে সত্যি তার প্রমাণ হিসেবে নিউজপেপার কাটিং-এ ভর্তি একটা বাক্স আছে তার কাছে।

তবে দাদুর কথাগুলো সোফিয়ার অন্তরে অপ্রত্যাশিত আবেগের বন্যা বইয়ে দিল। আমার পরিচয়! শৈশবের প্রায় প্রতি রাতে দেখা

স্বপ্নের দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে, যে-স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে যেত: *আমার পরিবারের সবাই বেঁচে আছে। তারা সবাই বাড়ি ফিরে আসছে।* কিন্তু স্বপ্নের মতই, ছবিগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তোমার আপনজনেরা মারা গেছে, সোফিয়া। তারা আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবে না।

'সোফিয়া,' মেশিন থেকে দাদুর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে। 'কথাগুলো তোমাকে বলার জন্যে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছি আমি। অপেক্ষা করছি ঠিক সময়টির জন্যে। কিন্তু এখন আর সময় নেই, আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। লুভারে ফোন করো আমাকে। এই কল শোনা মাত্র। আমি এখানে সারারাত অপেক্ষা করব। কত কথাই না তোমাকে জানানো দরকার!'

মেসেজটা এখানেই শেষ। নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শরীরটা কাঁপছে। এক মিনিট পার হলো। তার মনে হলো, এটা একটা ফাঁদ। দাদু তাকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

না, তাঁকে সোফিয়া ফোন করেনি। ফোন করবার কোনও ইচ্ছেই জাগেনি তার মধ্যে। এই মুহূর্তে, লুভার মিউজিয়ামের গ্র্যান্ড গ্যালারির শেষ মাথার একটা রেস্ট রুমে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, দাদুকে ফোন না করবার সিদ্ধান্তটা তার ভুল ছিল। নিজ মিউজিয়ামের ভিতরে খুন হয়ে পড়ে আছেন তার দাদু। মারা যাওয়ার আগে একটা কোড রেখে গেছেন তিনি।

কোডটা যে তারই উদ্দেশে লেখা, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

সংকেত, শব্দফাঁদ, ধাঁধা ইত্যাদিতে অসম্ভব নেশা ছিল দাদুর, সেটা সোফিয়ার মধ্যেও সংক্রমিত হয়। কত রোববার সারাদিন খবরের কাগজের ক্রসওয়ার্ড নিয়ে কাটিয়েছে দুজনে!

বারো বছর বয়সে ল্যা মন্ড পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড কারও সাহায্য

ছাড়াই সমাধান করতে পারত সোফিয়া। দাদু তাকে ইংরেজি ক্রসওয়ার্ড, গাণিতিক ও সাঙ্কেতিক ধাঁধা, সাইফার ইত্যাদি শিখিয়েছেন। দাদুর সেই শিক্ষা আর নিজের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত তাকে এই পেশায় পৌঁছে দিয়েছে, আজ সে জুডিশিয়াল পুলিশের একজন কোড ব্রেকার।

আজ রাতে সোফিয়ার ক্রিপটগ্রাফার সত্তাটা দাদুর দক্ষতার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো, কারণ তিনি অত্যন্ত সহজ একটা কোড ব্যবহার করে সম্পূর্ণ অচেনা দুজন মানুষকে এক করেছেন– সোফিয়া ক্লাউডেল আর মাসুদ রানা।

প্রশ্ন হলো, কেন?

মাসুদ রানার চোখই বলে দিচ্ছে, তারও কোনও ধারণা নেই কিউরেটার ভদ্রলোক কী কারণে তাদের দুজনকে পরস্পরের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

আবার চেষ্টা করে দেখছে সোফিয়া, কিছু জানা যায় কি না। 'ঠিক হয়েছিল আপনি আর দাদু আজ রাতে দেখা করবেন। কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাঁর সেক্রেটারি মিটিংটা সেট করে। বিশেষ কোনও কারণ দেখায়নি সে, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। আমি একজন সৌখিন আর্কিওলজিস্ট, সিম্বলজি সম্পর্কে একটু-আধটু পড়াশোনা করি, তাঁর ভক্ত, তাঁর লেখা বই পড়েছি– এসব তিনি জানতেন, তাই ধরে নিই আমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আলাপ করতে চাইছেন।'

এই ব্যাখ্যা মানছে না সোফিয়া। তার দাদু নিভৃতচারী মানুষ ছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনও কারণ ছাড়া অ্যামেচার একজন আর্কিওলজিস্ট বা সিম্বলজির একজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না। 'আজ বিকেলে ফোন করে দাদু আমাকে বললেন, তিনি আর আমি বিপদের মধ্যে আছি। এ থেকে আপনি কিছু বুঝতে পারছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। তারপর বলল, 'আমি একজন গোয়েন্দাও।

এমনও হতে পারে, বিপদ টের পেয়ে হয়তো সাহায্যের আশায় আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছে, সত্যিই বিপদে আছেন আপনারা। যা ঘটে গেছে, তারপর...'

'তা ঠিক, আমার সাবধান হওয়া উচিত।' বাথরুমের শেষ প্রান্তে হেঁটে এসে প্লেট গ্লাস লাগানো জানালার সামনে দাঁড়াল সোফিয়া। কাঁচের ভিতর অ্যালার্ম টেপ-এর জাল, তার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল সে। অনেক উপরে রয়েছে তারা, চল্লিশ ফুটের কম নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলো ঝলমলে প্যারিসের উপর চোখ বুলাল সোফিয়া। তার বাম দিকে, সেইন নদীর ওপারে, আলোকিত আইফেল টাওয়ার।

এদিকে, ডেনন উইং-এর সর্বপশ্চিম প্রান্তের বাইরে, চওড়া একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। অনেক নীচে শহরের রাত্রিকালীন ডেলিভারি ট্রাকের বহর সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী ব্যাপার কিছুই বুঝছি না,' বলল রানা, সোফিয়ার দিকে হেঁটে আসছে। 'আপনার দাদু নিশ্চয়ই আমাদেরকে কিছু বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনও সাহায্যে আসতে পারছি না বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

জানালার দিকে পিছন ফিরল সোফিয়া। 'কী করবেন বলে ভাবছেন? হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই। ক্যাপটেন অকটেভ আপনাকে পেলেই আটকে ফেলবেন। ফরাসী জেলে কয়েক হপ্তা বন্দি থাকবেন আপনি, বাইরে আপনাদের দূতাবাস ও ডিসিপিজে সিদ্ধান্তে আসার জন্যে লড়বে কোন্ কোর্টে আপনার কেসটা তোলা হবে।'

কী করবে তা ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছে রানা। রহস্যটা কী, জানতে হলে মুক্ত থাকতে হবে ওকে। সেক্ষেত্রে এখান থেকে পালাতে হবে ওকে।

'হাতে বেশি সময় নেই,' বলল সোফিয়া। 'আপনার এখান

থেকে এই মুহূর্তে পালানো উচিত।'

'ঠিক আছে, কিন্তু...'

'ভেরি গুড। আর কোনও কিন্তু নয়। এটাই আমি শুনতে চাইছিলাম। এখান থেকে পালিয়ে একবার যদি দূতাবাসে উঠতে পারেন, আপনাদের সরকার তখন আপনার সমস্ত অধিকার রক্ষা করবে, সেই ফাঁকে আমরা দুজন প্রমাণ করব এই খুনের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। পালাবার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব, তবে যা করার করতে হবে এই মুহূর্তেই।'

'সত্যিই কি সাহায্য করতে পারবেন?' সন্দিহান দেখাল রানাকে। 'বেরিয়ে যাবার প্রতিটি দরজায় আর্মড গার্ড রেখেছেন ক্যাপটেন। তা ছাড়া, পালানোর অর্থ ধরা হবে আমি গিল্টি। তারচেয়ে আপনি ক্যাপটেনকে জানাচ্ছেন না কেন যে কিউরেটার মেসেজটা আপনার জন্যে রেখে গেছেন, পুলিশের উদ্দেশে নয়। তাঁকে এ-ও বলুন যে আমার নামটা ওখানে অভিযোগ হিসাবে লেখা হয়নি।'

'সবই বলব,' দ্রুত কথা বলছে সোফিয়া। 'তবে আপনি নিরাপদে বাংলাদেশ দূতাবাসে আশ্রয় নেয়ার পর। মাত্র মাইলখানেক দূরে ওটা। মিউজিয়ামের ঠিক বাইরে আমার গাড়ি পার্ক করা আছে।'

রানা কিছু বলবার আগেই সোফিয়ার পকেটে বেজে উঠল সেল ফোনটা। সম্ভবত ক্যাপটেন অকটেভ। পকেটে হাত ভরে সেটটা বন্ধ করে দিল সে। 'মিস্টার রানা,' এবার কথা বলছে, রুদ্ধশ্বাসে, 'আপনাকে আমি শেষ একটা কথা জিজ্ঞেস করি। হয়তো আপনার গোটা ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে। এটা পরিষ্কার, যে মেঝের লেখাটা আপনার অপরাধের কোনও প্রমাণ নয়, অথচ ক্যাপটেন অকটেভ তাঁর টিমকে জানিয়েছেন যে আপনিই অপরাধী। আপনার বিরুদ্ধে কি তাঁর কাছে অন্য কোনও প্রমাণ আছে বলে মনে করেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, 'প্রশ্নই ওঠে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। 'তার মানে ক্যাপটেন অকটেভ মিথ্যে কথা বলছেন।'

কিন্তু কেন? —ভাবছে ও। তাঁর হাতে কোনও প্রমাণ নেই। কে খুনি সেটা এখন গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রসঙ্গ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, যে-কোনও মূল্যে মাসুদ রানাকে চোদ্দশিকের ভিতর ভরতে হবে।

নিজের প্রয়োজনে মাসুদ রানাকে দরকার তার, তাই এই সঙ্কটের একটাই সমাধান দেখতে পাচ্ছে সোফিয়া। যেভাবে হোক ওকে বাংলাদেশ দূতাবাসে পৌঁছে দেয়া।

তাকে পাশ কাটিয়ে জানালার দিকে এগোল রানা। জানালার কাঁচ ভাঙাটা সমস্যা নয়, ভাবছে ও, সমস্যা হলো অ্যালার্ম।

নয়

'হোয়াট?' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'সোফিয়া সাড়া দিচ্ছে না?' অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। 'তার সেল ফোনে ডায়াল করেছ, তাই না? আমি জানি তার কাছে...'

লেফটেন্যান্ট রাউল কয়েক মিনিট হলো সোফিয়ার সাড়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। 'হয়তো তাঁর ফোনের ব্যাটারি ডেড হয়ে গেছে। কিংবা সেটটা বন্ধ করে রেখেছেন।'

ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবার পর মেজাজ এমনিতেই যথেষ্ট বিগড়ে আছে ক্যাপটেনের। এখন খোঁজ নিতে গিয়ে শুনছেন সোফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। খাঁচায় বন্দি বাঘের মত পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

'ক্রিপটলজি ডিপার্টমেন্ট কী বলল, মসিয়ো?' জানতে চাইল রাউল। 'কেন ফোন করেছিল?'

ঘুরলেন ক্যাপটেন। 'এ-কথা বলার জন্যে যে ড্রকোনিয়ান ডেভিলস ও লেইম সেইন্ট সম্পর্কে কোনও রেফারেন্স পাওয়া যায়নি।'

'আর কিছু না?'

'হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার জানাল। নিউমেরিকগুলোকে ফিবনাচি সংখ্যা বলে সনাক্ত করতে পেরেছে ওরা, তবে সন্দেহ করছে সিরিজটা অর্থহীন।'

রাউলকে বিভ্রান্ত দেখাল। 'কিন্তু এ-কথা বলার জন্যে তো আগেই এজেন্ট সোফিয়াকে পাঠিয়েছে তারা!'

মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'ওরা সোফিয়াকে পাঠায়নি।'

'মসিয়ো!' হাঁ হয়ে গেল রাউল।

'ডিরেক্টর বলছেন, আমার নির্দেশ মত তিনি তাঁর টিমের সবাইকে ডেকে আমাদের পাঠানো ইমেজটা দেখতে দেন। সোফিয়া এসে কিউরেটার মসিয়ো বেসনের ফটো ও কোডটার ওপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যান। ডিরেক্টর বলছেন, সোফিয়ার এই ব্যবহার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তোলেননি তিনি, কারণ বোঝাই যাচ্ছিল ফটোটা দেখে আপসেট হয়ে পড়েছেন তিনি।'

'আপসেট হবেন কেন? এর আগে কোনও লাশের ছবি দেখেননি?'

'একটা কথা আমার জানা ছিল না, দেখা যাচ্ছে ওদের ডিরেক্টরও জানতেন না– কিউরেটার ল্যাক বেসন সোফিয়ার গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন। মেয়েটির এক সহকর্মী কথাটা বলার পর ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে।'

বোবা হয়ে গেল রাউল। মেয়েটির জন্য মায়া হচ্ছে তার। এ-ধরনের কাকতালীয় ব্যাপারগুলো সত্যিই দুঃখজনক নিহত কারও

লিখে রেখে যাওয়া কোড কোনও আত্মীয়কে ডিসাইফার করতে দেওয়াটা। তারপরও তার আচরণে যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। 'নিশ্চয়ই সোফিয়া সংখ্যাগুলোকে ফিবনাচি-র সংখ্যা বলে চিনতে পেরেছিলেন, কারণ সেটা বলতেই এখানে আসেন তিনি। আমার মাথায় যেটা ঢুকছে না, অফিসের কাউকে বললেন না কেন যে ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন?'

রাউলের মাথা দ্রুত কাজ করছে। কিউরেটার কি এরকম একটা আশা নিয়ে কোডটা লিখেছিলেন যে তদন্তের জন্য ক্রিপটগ্রাফারদেরও ডাকা হবে, তাদের মধ্যে তাঁর নাতনিও থাকবেন? মেসেজের বাকি অংশ কি তা হলে একা শুধু সোফিয়ার উদ্দেশে লেখা হয়েছে? অসম্ভব নয়। প্রশ্ন, সেই মেসেজে কী বলা হয়েছে?

এ-সবের মধ্যে বাংলাদেশী এক যুবক মাসুদ রানার কী ভূমিকা? একটা কথা ভুললে চলবে না যে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রাউল, তিনি একটি নামকরা ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সির চিফ।

অকস্মাৎ রাউলের চিন্তায় বাধা পড়ল। ফাঁকা মিউজিয়ামের নীরবতা ভেঙে গেল, ঝনঝন শব্দে অ্যালার্ম বাজছে। শুনে মনে হলো গ্র্যান্ড গ্যালারির ভিতর থেকেই আসছে আওয়াজটা।

'অ্যালার্ম!' এজেন্টদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, একটা মনিটরের স্ক্রিনে চোখ। 'গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতরে! টয়লেটে!'

বন করে ঘুরে রাউলের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'মসিয়ো রানা কোথায়?'

'এখনও মেন'স রুমে!' ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফুটে থাকা লাল ডট-এর দিকে আঙুল তাক করল রাউল। 'নিশ্চয়ই জানালা ভেঙে ফেলেছেন!' সে জানে জানালা ভাঙলেও পালিয়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। মই ছাড়া জানালা থেকে চল্লিশ ফুট নীচে নামতেই তো বারোটা বেজে যাবে। ওদিকে কোনও ঝোপ বা এমনকী সামান্য ঘাসও নেই যে কশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। 'মাই গড!'

আঁতকে উঠল রাউল। 'মসিয়ো রানা জানালার গোবরাটে বেরিয়ে আসছেন!'

কিন্তু তার কথা শোনার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে নেই ক্যাপটেন অকটেভ। হাতে কুচকুচে কালো একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, স্টাডি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন করিডরে।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে রয়েছে রাউল, তার চোখ দুটো অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল। উঁচু গোবরাট ধরে মিউজিয়াম বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে গেল ডটটা। তারপর স্থির হয়ে থাকল এক জায়গায়। তার মানে নিশ্চয়ই পকেট থেকে বের করে ফেলে দেওয়া হয়েছে ওটাকে।

গ্র্যান্ড গ্যালারি ধরে ছুটছেন ক্যাপটেন। রেডিও থেকে বেরিয়ে আসা রাউলের চিৎকার অ্যালার্মের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল। 'ভদ্রলোক লাফ দিয়েছেন! বাথরুম উইন্ডো থেকে! রাস্তায় পড়ে আছে ওটা, একচুল নড়ছে না আর। আমার ধারণা, ধরা পড়ে গিয়ে মসিয়ো রানা আত্মহত্যা করেছেন।'

কথাগুলো বোধগম্য হচ্ছে না ক্যাপটেনের। তিনি প্রাণপণে ছুটছেন। অ্যালার্মের আওয়াজ বাড়ছে।

'দাঁড়ান!' আবার রেডিও থেকে রাউলের চিৎকার বেরিয়ে এল। 'ওটা নড়ছে! মাই গড, মসিয়ো রানা বেঁচে আছেন! তিনি নড়ছেন! এবার উঠে দৌড় দিয়েছেন!'

করিডরটা অসম্ভব লম্বা বলে দাঁতে দাঁত চাপলেন অকটেভ। ছুটতে ছুটতে রাগের ঠেলায় রক্ত চড়ে গেল মাথায়।

'মসিয়ো রানা আরও জোরে দৌড়াচ্ছেন!' রেডিওতে এখনও সমানে চেঁচাচ্ছে রাউল। 'প্রাণপণে ছুটছেন তিনি... রাস্তা ধরে...'

অ্যালার্মের আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠল, ক্যাপটেন রাউলের চিৎকার কোনও রকমে শুনতে পাচ্ছেন।

'মসিয়ো রানা নিশ্চয়ই কোনও গাড়িতে উঠেছেন, তা না হলে এত জোরে...'

হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল, ঝড়ের বেগে রেস্ট রুমে ঢুকে পড়লেন ক্যাপটেন। থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। স্টলগুলো খালি। বাথরুম ফাঁকা। কামরার ভাঙা জানালায় চোখ আটকে গেল। ছুটে গিয়ে কিনারা দিয়ে নীচে তাকালেন। রানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাঁর মাথায় ঢুকছে না একজন মানুষ কীভাবে এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে পারল। এত উঁচু থেকে যে-ই লাফ দিক, মরে যদি না-ও যায়, হাত-পা তো অবশ্যই ভাঙবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাসুদ রানার কিছুই হয়নি। হলে পালাচ্ছে কীভাবে?

অবশেষে বন্ধ হলো অ্যালার্ম, রেডিও থেকে বেরুনো রাউলের চিৎকার আবার শোনা যাচ্ছে। 'দক্ষিণে যাচ্ছেন... স্পিড খুব বেশি... ব্রিজে উঠে সেইন নদী পেরুচ্ছেন...'

ঘাড় ফিরিয়ে বাম দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। চওড়া রাস্তার উপর একটা মাত্র গাড়ি দেখতে পেলেন– প্রকাণ্ড ট্রেইলার ডেলিভারি ট্রাক, লুভার মিউজিয়ামের দিক থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। ট্রাকটার খোলা বেড তারপুলিন দিয়ে ঢাকা, উঁচু-নিচু হয়ে আছে। কী ঘটেছে বুঝতে পেরে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন ক্যাপটেন।

সম্ভবত মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে রেস্ট রুম জানালার সরাসরি নীচে লাল সিগনালে দাঁড়িয়েছিল ট্রাকটা। ঝুঁকিটা মারাত্মক, ভাবলেন ক্যাপটেন। মসিয়ো রানার জানার কোনও উপায় ছিল না তারপুলিনের নীচে কী নিয়ে যাচ্ছে ট্রাকটা। কার্গো যদি ইস্পাত হত? কিংবা সিমেন্ট? কিংবা আবর্জনা? চল্লিশ ফুট ওপর থেকে লাফ? এ স্রেফ পাগলামি।

'ডট ঘুরছে!' রাউল জানাল। 'ডান দিকে ঘুরে এগোচ্ছে পন্ট দো সেইন্টস-পেরেজ...'

ক্যাপটেন দেখলেনও তা-ই। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রাকটা। রাউল এরইমধ্যে মিউজিয়ামের বাইরে দাঁড়ানো এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। কী ঘটছে বুঝতে পেরে ট্রাকটার পিছু নিতে যাচ্ছে ওরা।

খেল খতম, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবলেন অকটেভ। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর লোকজন ট্রাকটাকে ঘিরে ফেলবে। মসিয়ো রানা কোথাও পালিয়ে পার পাবেন না।

পিস্তলটা জায়গামত রেখে দিয়ে রেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে এসে রাউলকে রেডিও করলেন ক্যাপটেন। 'আমার গাড়িটা সামনে নিয়ে এসো। অ্যারেস্ট করার সময় ওখানে আমি হাজির থাকতে চাই।'

গ্র্যান্ড গ্যালারি ধরে হন হন করে এগোবার সময় তিনি ভাবলেন, লাফ দিয়ে পড়ার পর মসিয়ো রানা কি আদৌ বেঁচে আছেন? অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না।

মসিয়ো রানা পালাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন সন্দেহ করা হয়েছিল। প্রমাণ হয়ে গেল, তিনিই অপরাধী।

রেস্ট রুম থেকে মাত্র পনেরো ফুট দূরে, অন্ধকার গ্র্যান্ড গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও সোফিয়া, ওদের পিঠ একটা পার্টিশন-এর গায়ে সাঁটা। এই পার্টিশনই গ্যালারি থেকে আড়াল করে রেখেছে রেস্ট রুমকে। হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে যখন পাশ কাটালেন ক্যাপটেন অকটেভ, বলা যায় ভাগ্যগুণে ওদেরকে দেখতে পাননি তিনি। তাঁকে বাথরুমের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে হাঁফ ছাড়ল ওরা।

মাত্র ষাট সেকেন্ড আগে ওই বাথরুমেই ছিল ওরা।

কোনও অপরাধ করেনি, অথচ পালাতে হবে, এটা রানা সহজে মেনে নিতে পারছিল না। সোফিয়াকে পাশ কাটিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও, প্লেট গ্লাসের ভিতর বসানো অ্যালার্ম তারের

জাল পরীক্ষা করছে। তারপর ঝুঁকে রাস্তাটা দেখল, যেন মাপ নিচ্ছে কতটা নীচে।

'লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ না হলে সহজেই এখান থেকে পালানো যায়,' বলল ও।

লক্ষ্যভেদ? অস্বস্তি বোধ করল সোফিয়া, জানালাটা দিয়ে সে-ও বাইরে তাকাল। রাস্তার এক মাথা থেকে আঠারো চাকার একটা প্রকাণ্ড ট্রেইলার ট্রাক এগিয়ে আসছে এদিকে, থামবে জানালার সরাসরি নীচে লাল স্টপলাইটে। ট্রাকের কার্গো ঢিলেঢালাভাবে ঢাকা রয়েছে নীলচে-সবুজ তারপুলিনে।

'পালাতে হবে জানি,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু তাই বলে চল্লিশ ফুট ওপর থেকে লাফ দিতে পারব না...' পকেটে থেকে রানাকে ট্র্যাকিং ডটটা বের করতে দেখে চুপ করে গেল সে।

খুদে মেটালিক ডিস্কটা নিয়ে সিঙ্কের সামনে চলে গেল রানা। ব্যবহার করা একটা সাবান নিল হাতে, ডটটা তাতে বসিয়ে চাপ দিল, যতক্ষণ না সাবানের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা, তারপর সদ্য তৈরি গর্তটা বন্ধ করে দিল।

সাবানটা সোফিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সিঙ্কের তলা থেকে সিলিন্ডার আকৃতির ভারী একটা ট্র্যাশ ক্যান টেনে নিল রানা, তারপর দড়াম করে জানালার কাঁচে আঘাত করল সেটা দিয়ে। কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে কানের পরদা ফাটাবার উপক্রম করল অ্যালার্মের বিকট আওয়াজ।

'সাবান দিন!' চেঁচাতে বাধ্য হলো রানা, তারপরও কোনও রকমে শুনতে পেল সোফিয়া। ওর হাতে সাবানটা গুঁজে দিল সে।

ভাঙা কাঁচের ভিতর হাত গলিয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা। ট্রাকটা ঠিক জানালার নীচে এসে দাঁড়াল, দালানের গা থেকে দশ ফুট দূরে। সাবধানে সাবানটা ছুঁড়ল ও। ট্রাকের উপর, ঠিক মাঝখানে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল কিনারায়, তারপর তারপুলিনের একটা ভাঁজের ভিতর মুখ লুকাল। পরমুহূর্তে ট্রাফিক লাইট বদলে

যেতে দেখল ও।

'চমৎকার একটা বুদ্ধি দেয়ার জন্য কংগ্রাচুলেশন্স,' বলল রানা, হাত ধরে সোফিয়াকে একরকম টেনে নিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। 'এই মাত্র লুভার থেকে পালিয়েছি আমি।'

মেন'স রুম থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে ছায়ার ভিতর ঢুকল ওরা, একটু পরেই ঝড়ের বেগে ওদেরকে পাশ কাটালেন ক্যাপটেন অকটেভ।

ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধ হওয়ার পর রানা এখন ডিসিপিজে-র সাইরেন শুনতে পাচ্ছে, মিউজিয়ামের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আওয়াজটা। পুলিশী অ্যাকশন শুরু হলো। তাদের পিছু নির্তে ক্যাপটেনও দেরি করলেন না, গ্র্যান্ড গ্যালারিকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যাচ্ছেন।

'গ্র্যান্ড গ্যালারি ধরে পঞ্চাশ মিটার পিছিয়ে গেলে একটা ইমার্জেন্সি সিঁড়ি পাওয়া যাবে,' বলল সোফিয়া। 'গার্ডরা যেহেতু পেরিমিটার ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এখান থেকে বেরুতে এখন আর কোনও সমস্যা নেই।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বলল, 'আপনার সেল ফোনটা একবার দিন আমাকে। আমার এজেন্সির প্যারিস শাখার চিফকে পাই কি না দেখি।'

পকেট থেকে ফোনটা বের করে লক খুলল সোফিয়া, তারপর রানার হাতে ধরিয়ে দিল। বোতাম টিপে ফোনটা কানে তুলল রানা। 'হ্যালো, অর্জন?'

রানা এজেন্সির প্রধান অর্জন ফরহাদ যেন ওর কল পাওয়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ছিল। 'মাসুদ ভাই, সাবধান!' ওর গলার আওয়াজ চিনতে পেরে রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'আপনি যেখানেই থাকুন, আমাদের এদিকে ভুলেও আসবেন না! লাইনে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, মাসুদ ভাই, রাখছি...'

'এক সেকেন্ড, তোমাদের খবর কী?' জানতে চাইল রানা।
'ভাল, এখন পর্যন্ত!' বলে যোগাযোগ কেটে দিল অর্জন।

প্যারিসের সবচেয়ে আশ্চর্য দালান সেইন্ট-সালপিস চার্চ। ঈজিপশিয়ান দেবী আইসিস-এর মন্দির ছিল ওখানে, সেটার ধ্বংসস্তূপের উপর তৈরি করা হয় চার্চটা। যাঁর নাম থেকে সেইডিজম শব্দটার উৎপত্তি সেই প্রখ্যাত ফ্রেঞ্চ সৈনিক ও লেখক মারকুইজ দে সাদ এবং বিষণ্নতার কবি বোদেলেয়ার-এর ব্যাপ্টিজম হয়েছিল এখানে। ভিক্টর হিউগো এখানে বিয়ে করেছিলেন। গ্রহণযোগ্য প্রমাণসহ ইতিহাস আছে সংলগ্ন সেমিনারি-তে অননুমোদিত অনেক কিছুই ঘটত, এবং বহু গুপ্ত ও নিষিদ্ধ সোসাইটি এখানে গোপনে মিটিং করত।

প্রকাণ্ড গুহাসদৃশ সেইন্ট-সালপিস চার্চের ভিতরটা আজ এই মুহূর্তে কবরের মত নিস্তব্ধ, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ম্যাস-এ যে সুগন্ধী ব্যবহার করা হয়েছিল তার রয়ে যাওয়া রেশটাই শুধু প্রাণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সিস্টার ক্যাথেরিন যে অস্বস্তি বোধ করছে, লেবরান তা জানে। কারণটা তার গায়ের শ্বেতি।

'আপনি আমেরিকান,' বলল সিস্টার।

'জন্মসূত্রে ফরাসি,' বলল লেবরান। 'স্পেনে আমার চোখ খোলে, এখন পড়াশোনা করছি যুক্তরাষ্ট্রে।'

মাথা ঝাঁকাল সিস্টার ক্যাথেরিন। ছোটখাট শরীর তার, শান্ত চোখ। 'সেইন্ট-সালপিস আগে কখনও দেখেননি?'

'না, সে সৌভাগ্য হয়নি।'

'দিনের বেলা চার্চটা আরও সুন্দর দেখায়।'

'নিশ্চয়ই। তবু যে এত রাতে কষ্ট করে আপনি দেখাচ্ছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'প্রিস্ট বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। প্রভাবশালী বন্ধু আছে আপনার।'

তোমার ধারণাই নেই কতটা প্রভাবশালী, ভাবল লেবরান।

প্রধান আইল ধরে এগোবার সময় চার্চটার সাদামাটা ভাব বিস্মিত করল তাকে। কোনও রকম ডেকোরেশন না থাকায় ভাব-গাম্ভীর্য আরও যেন বেড়ে গেছে।

কাজে হাত দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে লেবরান, মনে মনে চাইছে সিস্টার তাকে রেখে বিদায় হোক এবার। ছোটখাট একটা বুড়ি, কাবু করা কোনও ব্যাপারই নয়, তবে ব্রাদারহুড কিস্টোনটা লুকিয়ে রাখার জন্য এই চার্চ বেছে নিয়েছে বলে বুড়িকে দায়ী করতে পারে না সে। অন্য কারও পাপের শাস্তি তাকে কেন ভোগ করতে হবে?

'আমার জন্যে রাত জেগে আছেন, সেজন্যে আমি বিব্রত বোধ করছি, সিস্টার।'

'তাতে কী। আপনি অল্প সময়ের জন্যে প্যারিসে আছেন। এমন একটা চার্চ, না দেখলেই নয়। আচ্ছা, আপনার আগ্রহ চার্চটার ডিজাইন নাকি ইতিহাস নিয়ে?'

'আসলে, সিস্টার, আমার আগ্রহ আধ্যাত্মিক দিকটা নিয়ে।'

হেসে উঠল সিস্টার। 'সে তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। আমি শুধু ভাবছিলাম আপনার ট্যুর কোত্থেকে শুরু করা যায়।'

লেবরানের দৃষ্টি বেদির দিকে ছুটে গেল। 'ট্যুরের কোনও দরকারই নেই। আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন। আমি নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখে নেব সব।'

'আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না,' বলল সিস্টার। 'আমি তো জেগেই আছি।'

দাঁড়িয়ে পড়ল লেবরান। সারি সারি আসন-এর সামনে পৌঁছে গেছে ওরা, এখান থেকে বেদি মাত্র পনের ফুট দূরে। খর্বকায় মহিলার দিকে সে তার প্রকাণ্ড শরীরটা ঘোরাল। পরিষ্কার অনুভব করল, দৃষ্টি

তুলে তার লাল চোখে তাকাবার সময় শিউরে উঠল বুড়ি।

'অপ্রিয় শোনালে দুঃখিত, সিস্টার, ঈশ্বরের ঘরে শুধু হেঁটে বেড়ানোয় আমি অভ্যস্ত নই। চার্চটা ভাল করে দেখার আগে আমি একা যদি একটু প্রার্থনা করি, আপনি কিছু মনে করবেন?'

সিস্টার ক্যাথেরিন ইতস্তত করছে। 'ওহ্, ঠিক আছে। আমি আপনার জন্যে চার্চের পেছনে অপেক্ষা করব।'

বুড়ির কাঁধে নরম একটা হাত রাখল লেবরান, ঝুঁকে তার চোখে তাকাল। 'সিস্টার, আপনাকে ঘুম থেকে উঠতে হওয়ায় আমি অপরাধ বোধ করছি। তারপর জেগে থাকতে বলাটা অন্যায় হয়ে যাবে। প্লিজ, আপনি বিছানায় ফিরে যান। যা কিছু দেখার দেখে আমি নিজেই বেরিয়ে যেতে পারব।'

বুড়ির চোখ-মুখ থেকে অস্বস্তির ভাব যাচ্ছে না। 'আবার মনে হবে না তো আপনার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে?'

'না, হবে না। নিভৃতেই প্রার্থনার আনন্দ।'

'আপনি যা বলেন।'

বুড়ির কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নিল লেবরান। 'আরাম করে ঘুমান, সিস্টার। আপনার ওপর মহাপ্রভুর শান্তি নেমে আসুক।'

'আপনার ওপরও।' ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল সিস্টার। 'প্লিজ, চলে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলবেন না।'

'ভুলব না।' ধাপ বেয়ে বুড়িকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল লেবরান। তারপর ঘুরল সে, আসন সারির সামনে হাঁটু গাড়ল, অনুভব করল উরুতে খোঁচা মারছে কাঁটাগুলো।

বেদি থেকে অনেক উপরে, কয়ার ব্যালকনির গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নীচে তাকিয়ে রয়েছে সিস্টার ক্যাথেরিন। আলখেল্লা পরা, নতজানু হয়ে থাকা সন্ন্যাসীকে দেখছে সে। আকস্মিক ভয় তার আত্মাকে অস্থির করে তুলেছে। সে ভাবছে, তারা তাকে যে শত্রু সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল এ লোক তাদের কেউ বি

না। এই ভাবনার সূত্র ধরেই আরেকটা চিন্তা চলে আসছে, এত বছর ধরে যে নির্দেশ মনে রেখেছে সে, আজই সেটা পালন করতে হয় কি না। সিস্টার ক্যাথেরিন সিদ্ধান্ত নিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লোকটার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করবে সে।

দশ

সোফিয়াকে নিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা। গ্র্যান্ড গ্যালারি নির্জন পড়ে আছে। করিডর ধরে হন হন করে হেঁটে ইমার্জেন্সি সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে ওরা।

রানার মনে হলো, ও যেন অন্ধকারে একটা জিগ-স' পাযল-এর সমাধান খুঁজছে। রহস্যটার সঙ্গে উদ্বেগজনক নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে: জুডিশিয়াল পুলিশের ক্যাপটেন খুনি হিসাবে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে ওকে।

'আপনার কি মনে হয়,' ফিসফিস করল রানা, 'অকটেভ নিজেই মেঝের ওই লেখাটা লিখেছেন?'

রানার দিকে সোফিয়া তাকালই না। 'অসম্ভব।'

রানা অতটা নিশ্চিত নয়। 'আমাকে গিল্টি বানাবার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি করছে না লোকটা। হয়তো আমাকে ফাঁসাতে সুবিধে হবে মনে করে কাজটা...'

'ফিবোনাচি সিকোয়েন্স? পি.এস? দ্য ভিঞ্চি ও দেবীবন্দনা সংশিষ্ট সিম্বলিজম?' মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'লেখাটা আমার দাদুর হতে বাধ্য।'

রানা জানে, মেয়েটার কথাই ঠিক। সূত্রগুলোর সিম্বলিজম নিখুঁতভাবে মিলে যাচ্ছে— পেনটাকল, ভিট্রুভিয়ান ম্যান, দ্য ভিঞ্চি

দেবী, এমনকী ফিবোনাচি সিকোয়েন্স পর্যন্ত। সবগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'আর বিকেলে করা দাদুর ফোন কল,' বলল সোফিয়া। 'জানালেন, আমাকে জরুরি কিছু বলার আছে তাঁর। আমার বিশ্বাস মিউজিয়ামের মেঝেতে ওই মেসেজটা আসলে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাওয়ারই চেষ্টা। সেটা কী, তা বুঝতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'একজন অন্ধ কাউকে পথ দেখাবে কীভাবে? সংকেত ভাঙার বিদ্যেটা আপনার জানা আছে, আমার নয়।'

'সে বিদ্যা আপনার একেবারে নেই, তা তো নয়? তা ছাড়া, দাদু চেয়েছেন অন্যান্য দিকেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। বলেছেন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। O, Draconian devil! Oh, lame saint! ভাবছে, দুজনের স্বার্থেই মেসেজটার অর্থ উদ্ধার করা দরকার।

'দরজাটা আর বেশি দূরে নয়,' ফিসফিস করল সোফিয়া।

'আপনার কি মনে হয়, মেসেজে যে সংখ্যা রয়েছে তার সাহায্যে বাকি লাইনগুলোর অর্থ বের করা যাবে?'

'সংখ্যাগুলো নিয়ে এতক্ষণ ধরে ভাবছি। কোনও তাৎপর্য ধরা পড়ছে না। গাণিতিক দৃষ্টিতে নিছক দৈবচয়ন মনে হয়। ক্রিপটগ্রাফিক প্রলাপ।'

'অথচ তারপরও ওগুলো সবই ফিবোনাচি সিকোয়েন্স-এর অংশ। এটাকে কোনওমতেই দৈবচয়ন বলা যাবে না।'

'তা নয়ও। ফিবোনাচি সংখ্যা ব্যবহার করে দাদু আসলে তাঁর নিজস্ব ঢঙে আমার উদ্দেশে আরেকটা পতাকা নাড়ছেন, যেমন নেড়েছেন মেসেজটা ইংরেজিতে লিখে, নিজেকে আমার প্রিয় শিল্পকর্মের আদলে সাজিয়ে, এবং নিজের শরীরে একটা পেনটাকল এঁকে। সবই আসলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।'

'পেনটাকলের অর্থ করতে পারছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, আমার আর দাদুর কাছে স্পেশাল একটা সিম্বল ছিল এই পেনটাকল। মজা করার জন্যে আমরা ট্যারো কার্ড খেলতাম। এই তাস আজকাল শুধু ভাগ্য গণনায় ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি তাসে সিম্বলিক ডিজাইন করা থাকত। মজাটা ছিল, প্রতিবার আমার ইন্ডিকেটর কার্ড বেরুত পেনটাকল সুট থেকে। সন্দেহ নেই তাসগুলো দাদুই ওভাবে সাজিয়ে রাখতেন।'

রানার শরীর শির শির করে উঠল। ওরা *ট্যারো* খেলত? মধ্যযুগের এই ইটালিয়ান তাস খেলার মধ্যে অনেক গোপন প্রতীক লুকানো আছে। এই সাবজেক্ট নিয়ে বহু লেখক গবেষণা ও লেখালেখি করেছেন।

খেলাটার জন্য বাইশটা তাস দরকার হয়, সেগুলোর নাম- মহিলা পোপ, সম্রাজ্ঞী ইত্যাদি। ট্যারো বলতে প্রথমদিকে বোঝাত, যে-সব আদর্শ চার্চ নিষিদ্ধ করেছে গোপনে সেগুলো পাচার ও প্রচার করার জন্য গড়ে তোলা একটা পদ্ধতি। আজকাল ট্যারোর রহস্যময় বৈশিষ্ট্য হাতবদল হয়ে চলে এসেছে আধুনিক ভাগ্য গণনাকারীর দখলে।

ইমার্জেন্সি সিঁড়ির কাছে পৌঁছাল ওরা। দরজাটা সাবধানে খুলল রানা। ভয়ে সিটকে রয়েছে দুজনেই, তবে অ্যালার্ম বাজল না। শুধু বাইরের দিকের দরজায় তার ফিট করা আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামবার জন্য কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে ওদেরকে।

'দাদু যখন পেনটাকলের কথা বলেন,' জানতে চাইল রানা, 'তখন কি তিনি দেবীবন্দনা কিংবা ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাঁর অসন্তোষের কথা কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'আমি আসলে ওটার গাণিতিক দিকটায় বেশি আগ্রহী ছিলাম- অলৌকিক অনুপাত, PHI, ফিবোনাচি সিকোয়েন্স ইত্যাদি।'

'আপনার দাদু আপনাকে পিএইচআই সংখ্যা শিখিয়েছেন?'

বিস্মিত হলো রানা।

'শেখাননি! অলৌকিক অনুপাত।' সোফিয়ার চেহারায় লালচে আভা ফুটল। 'তা হলে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, দাদু কৌতুক করে বলতেন আমার অর্ধেকটা অলৌকিক বা স্বর্গীয়– আমার নামে থাকা হরফগুলোর কারণে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল।

S-o-PHI-a.

এখনও ধাপ বেয়ে নামছে রানা, চিন্তা করছে PHI নিয়ে। প্রথমে যতটা ধারণা করেছিল কিউরেটারের সূত্র তারচেয়ে অনেক বেশি শক্ত, জটিল ও গোছানো।

দ্য ভিঞ্চি...ফিবোনাচি সিকোয়েন্স... পেনটাকল।

শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ একটি থিওরির সঙ্গে সংযুক্ত এগুলো।

সিম্বলজি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী কিছু ব্যক্তির অনুরোধে হার্ভার্ড-এর কয়েকজন শিক্ষক গত বছর একটা সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে কয়েকটা ক্লাস নেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ক্লাসে হার্ভার্ড-এর ছাত্র-ছাত্রীদেরই রাখা হয়, শিক্ষানবিস হিসাবে উপস্থিত ছিল আগ্রহী ব্যক্তিরা– তাদের মধ্যে রানার এক প্রফেসর বন্ধুও ছিলেন।

ওই বন্ধুই জোর-জার করাতে দু'একবার ওখানে গেছে রানা। একদিন একটা ক্লাসে "সিম্বলিজম ইন আর্ট" নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিজের অজান্তেই হার্ভার্ড-এর সেই ক্লাস রুমে ফিরে গেল রানা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সিম্বলজির শিক্ষক প্রফেসর পিটার ওয়াটসন তাঁর প্রিয় সংখ্যা চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন।

1.618

প্রফেসর ওয়াটসন আগ্রহী ছাত্রদের দিকে ঘুরে গেলেন। 'এই

সংখ্যা সম্পর্কে তোমরা কে কী জানো?'

অঙ্কে ওস্তাদ এক লম্বা ছাত্র হাত তুলল। 'ওটা পি-এইচ-আই, মানে– ফাই,' বলল সে।

'বাহ্, দারুণ, রবিন,' প্রফেসর বললেন। 'তোমরা বাই ফাই-এর সঙ্গে পরিচিত হও। এই ফাই এক-দশমিক-ছয়-এক-আট, শিল্পকলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা। কে বলতে পারবে কেন?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর ওয়াটসন।

'কারণ ওটা দেখতে সুন্দরী বলে?' জানতে চাইল রবিন।

হেসে উঠল সবাই।

ওয়াটসন বললেন, 'আসলে রবিন আবারও ঠিক বলেছে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় PHI-কে।'

হঠাৎ সবার হাসি থেমে গেল। তবে গর্বের হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

স্লাইড প্রজেক্টর লোড করছেন, সেই ফাঁকে ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর ওয়াটসন, PHI সংখ্যাটি ফিবোনাচি সিকোয়েন্স থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রফেসর ওয়াটসন আরও ব্যাখ্যা করলেন, PHI-এর গাণিতিক উৎপত্তি রহস্যময় তো বটেই। কিন্তু তাছাড়াও, সত্যিকার মাথা বিগড়ে দেওয়ার মত ব্যাপারটা হলো বিশ্ব সৃষ্টিতে মৌলিক অবলম্বন হিসাবে ওটার ভূমিকা। উদ্ভিদ, পশু-পাখি, মানুষ– সবকিছুই ডাইমেনশনাল প্রপার্টিজ ধারণ করছে, যা কিনা রোমহর্ষক নির্ভুলতা নিয়ে সমর্থন দিচ্ছে PHI-এর সঙ্গে 1-এর অনুপাতকে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ওয়াটসন বললেন, 'প্রকৃতির সর্বত্র PHI-এর উপস্থিতি স্পষ্টতই কাকতালীয় কোনও ব্যাপার নয়, তাই প্রাচীনকালের মানুষ মনে করত বিশ্বস্রষ্টা PHI সংখ্যাটাকে আগেই ব্যবস্থা-পত্র হিসেবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সে সময়কার বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন এক-দশমিক-ছয়-এক-আট সংখ্যাটির

মধ্যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য আছে।'

সামনের সারি থেকে এক ছাত্রী বলে উঠল, 'এক মিনিট। আমি বায়োলজি পড়ি, কিন্তু কোথায়, প্রকৃতির মধ্যে কখনও তো অলৌকিক বৈশিষ্ট্য দেখলাম না।'

'সত্যি দেখোনি?' নিঃশব্দে হাসলেন ওয়াটসন। 'মৌমাছিদের সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কখনও স্টাডি করেছ?'

'হ্যাঁ, করেছি,' জবাব দিল মেয়েটি। 'পুরুষ মৌমাছির চেয়ে নারী মৌমাছি সব সময় বেশি থাকে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি জানো যে, দুনিয়ার যে-কোনও মৌচাকের পুরুষ মৌমাছির সংখ্যা দিয়ে নারী মৌমাছির সংখ্যাকে ভাগ করলে, সব সময় একই সংখ্যা পাবে?'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস। ফাই।'

'হতে পারে না!' হাঁ হয়ে গেছে মেয়েটি।

'কিন্তু পেরেছে!' প্রফেসর ওয়াটসনও গলা চড়ালেন। হাসতে হাসতে একটা স্পাইরাল সিশেল-এর স্লাইড প্রজেক্ট করলেন তিনি। 'এটা চিনতে পারছ?'

বায়োলজির ছাত্রী বলল, 'ওটা একটা নটিলাস। সেফালোপড্ শ্রেণীর প্রাণী, যেমন অক্টোপাস বা স্কুইড ...'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'ঠিক। বলতে পারবে প্রতিটি স্পাইরাল-এর ডায়ামিটার কী অনুপাতে আছে পরেরটার সঙ্গে?'

নটিলাসের দিকে তাকাল মেয়েটি, চেহারায় অনিশ্চয়তা।

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর ওয়াটসন। 'PHI. The Divine Proportion. One-point-six-one-eight to one.'

ছাত্রীটিকে হতভম্ব দেখাল।

প্রফেসর পরবর্তী স্লাইডে গেলেন, ক্লোজআপ-এ সূর্যমুখী বীজের মাথা। 'সূর্যমুখীর বীজ উল্টোদিকে পাক খেয়ে বাড়ে। তোমরা আন্দাজ করো দেখি, প্রতিটি প্যাঁচ-এর ডায়ামিটার পরবর্তী

প্যাঁচের সঙ্গে কি অনুপাতে আছে?’

‘ফাই?’ সবাই জানতে চাইল।

‘তাই।’ এরপর দ্রুত একের পর এক স্লাইড দেখিয়ে গেলেন প্রফেসর ওয়াটসন– উদ্ভিদের ডাঁটায় পাতার বিন্যাস, পোকামাকড়ের বিভাজন ইত্যাদি, সবকিছুই অলৌকিক অনুপাতের প্রতি বিস্ময়কর আনুগত্য দেখাচ্ছে।

‘আরে,’ কেউ একজন বলে উঠল, ‘এ তো দেখা যাচ্ছে দারুণ ব্যাপার!’

আরেকজন বলল, ‘তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আর্ট-এর কী সম্পর্ক?’

‘বলছি।’ আরেকটা স্লাইড টেনে নিলেন প্রফেসর ওয়াটসন। এই স্লাইডটা ম্লান হলুদ রঙের পার্চমেন্ট, তাতে রয়েছে দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত মেল নিউড– দ্য ভিট্রুভিয়ান ম্যান। যিশু দুনিয়ায় আসার আগের শতকের মেধাবি রোমান স্থপতি ও লেখক মারকাস ভিট্রুভিয়াস-এর নামে আঁকা হয় ছবিটা, যিনি নিজের লেখা De Architectura-য় অলৌকিক অনুপাতের মূল্যায়ন করে গেছেন।

প্রফেসর ওয়াটসন বললেন, ‘মানবদেহের অলৌকিক গঠনপ্রণালী দ্য ভিঞ্চির চেয়ে ভাল কেউ বুঝত না। মানুষের সমস্ত হাড়ের সঠিক মাপ নেয়ার জন্যে কবর থেকে লাশ তুলে এনেছেন দ্য ভিঞ্চি। তিনিই প্রথম দেখান যে হিউম্যান বডি আক্ষরিক অর্থেই বিল্ডিং ব্লকস দিয়ে তৈরি, যেগুলোর আনুপাতিক হার সব সময় ফাই।’

ছাত্র-ছাত্রীদের সবাইকে সন্দিহান দেখাল।

প্রফেসর সহাস্যে চ্যালেঞ্জ করলেন। ‘আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? এরপর তোমরা যখন শাওয়ার নিতে যাবে, প্রত্যেকে মাপ নেয়ার জন্যে সঙ্গে করে একটা টেপ রেখো।’

দুই ফুটবল খেলোয়াড় মুখে হাত রেখে হাসি চাপল।

‘শুধ তোমরা দুই বন্ধ না,’ উৎসাহ দিয়ে বললেন প্রফেসর।

'ছেলে ও মেয়ে, সবাইকে বলছি। মেপে দেখো। কী মাপবে তাও বলে দিচ্ছি। মাপবে মাথার ডগা থেকে মেঝে। ফলটাকে ভাগ করবে নাভি থেকে মেঝের মাপ দিয়ে। অনুমান করো কী সংখ্যা পেতে যাচ্ছ তোমরা।'

অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'নিশ্চয়ই ফাই নয়!'

প্রফেসর বললেন, 'অবশ্যই ফাই। ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স-ওয়ান-এইট। আরেকটা উদাহরণ চাও? তোমাদের কাঁধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দূরত্বের মাপ নাও, তারপর ওটাকে ভাগ করো তোমাদের কনুই থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দূরত্বের মাপ দিয়ে। আবার ফাই। আরেকটা উদাহরণ? কোমর থেকে মেঝে, ভাগ হাঁটু থেকে মেঝে। আবার সেই ফাই। আঙুলের গিঁট। শিরদাঁড়ার গিঁট। ফাই। ফাই। এবং ফাই।'

অন্ধকার ক্লাসরুমে পিন-পতন নীরবতা নেমে এসেছে।

'এবার আমরা,' আলো জ্বেলে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে ফিরে এসে বললেন প্রফেসর, 'সিম্বলে ফিরে আসি।' পরস্পরকে ভেদ করে যাওয়া পাঁচটা রেখা আঁকলেন তিনি, তৈরি হলো পাঁচ বাহু বিশিষ্ট একটা তারা। 'অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সিম্বল এটা। পেনটাগ্রাম–পেনটাকল নামে পরিচিত– সিম্বলটাকে বহু কালচারে একই সঙ্গে অলৌকিক ও জাদুকরী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অলৌকিক অনুপাতের কারণেই পাঁচ বাহু বিশিষ্ট তারা চিরকাল দেবী ও পবিত্র নারীসত্তার সৌন্দর্য ও ঔৎকর্ষের প্রতীক হয়ে আছে।'

ক্লাসরুমের প্রতিটি মেয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ফিসফিস করল সোফিয়া। 'কী হলো! তাড়াতাড়ি আসুন! আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।'

চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসে রানা দেখল সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও, ধাঁধার উত্তরটা হঠাৎ পেয়ে যাওয়ায় বিস্ময়ে যেন পঙ্গু হয়ে গেছে।

O, Draconian devil! Oh, lame saint!

কাঁধের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া।

রানা ভাবছে, ব্যাপারটা এত সহজ হয় কী করে! উল্লাস চেপে রাখতে পারল না ও। 'O, Draconian devil!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। 'Oh, lame saint! এরচেয়ে সহজ কোড আর হয় না!'

রানার নীচে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল সোফিয়া। কোড? ভাবল সে। শব্দগুলো নিয়ে প্রায় সারাটা রাত মাথা ঘামিয়েছে, কই, কোথাও তো কোনও কোড দেখেনি। অথচ ভদ্রলোক বলছেন, সহজ কোড!

'আপনি নিজেই কথাটা বলেছেন!' রানা উত্তেজিত। 'ফিবোনাচির সংখ্যা অর্থবহ হয়ে উঠবে শুধু যথাযথভাবে সাজানো হলে। তা না হলে ওগুলো স্রেফ গাণিতিক আবর্জনা।'

রানার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না সোফিয়া। ফিবোনাচি সংখ্যা? পকেটে হাত ভরে প্রিন্টআউটটা বের করল সে, দাদুর মেসেজটার উপর চোখ বুলাচ্ছে।

13-3-2-21-1-1-8-5

O, Draconian devil!

Oh, lame saint!

কী আছে সংখ্যাগুলোয়? নিজেকেই প্রশ্ন করল সোফিয়া।

রানা বলল, 'ফিবোনাচি সিকোয়েন্স একটা সূত্র।' হাত বাড়িয়ে প্রিন্টআউটটা নিল ও। 'মেসেজের বাকি অংশ কীভাবে ডিসাইফার করতে হবে সংখ্যাগুলো আসলে তারই ইঙ্গিত বহন করছে। সিকোয়েন্সটা তিনি এলোমেলো করে লিখেছেন আমাদেরকে এ-কথা বলার জন্যে যে টেক্সট-এও এই একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হবে। O, Draconian devil! Oh, lame saint! এই লাইনগুলোর কোনও অর্থ নেই। কারণ লেখা হয়েছে বিশৃংখলভাবে।'

ধৈর্য ধরতে কষ্ট হচ্ছে সোফিয়ার। 'আমি অপেক্ষা করছি।'

'আপনিও জানেন, এটাকে বলো অ্যানাগ্রাম। এই দেখুন,' বলে পকেট থেকে একটা কলম বের করে প্রিন্টআউটের উপর খসখস করে প্রথমে মেসেজটা লিখল রানা, তারপর মেসেজের হরফগুলোই নতুন করে সাজাল।

O, Draconian devil! Oh, lame saint!
এই লাইন দুটোর নিখুঁত অ্যানাগ্র্যাম হলো...
Leonardo da Vinci!
The Mona Lisa!

এগারো

নিজের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে হতবাক হয়ে পড়ল সোফিয়া। ইংলিশ অ্যানাগ্রাম সম্পর্কে তার ভাল ধারণা আছে, তারপরও কীভাবে যে ব্যাপারটা তার চোখ এড়িয়ে গেল বুঝতে পারছে না সে।

'তবে একটা কথা ভেবে সত্যি অবাক লাগছে,' বলল রানা। 'মারা যাবার ঠিক আগে আপনার দাদু এরকম একটা জটিল অ্যানাগ্রাম তৈরি করলেন কীভাবে ।'

ব্যাখ্যাটা জানা আছে সোফিয়ার, সেজন্য তার আরও খারাপ লাগছে। তার দাদু চিরকাল শব্দ নিয়ে খেলতে ভালবাসতেন। সেই খেলাটা তিনি ছোট্ট নাতনি সোফিয়াকেও শিখিয়েছিলেন। বিখ্যাত শিল্পকর্মের অ্যানাগ্রাম তৈরি করা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটা হবি। সোফিয়ার মনে আছে, বহু বছর আগে, সে তখন ছোট, এরকম একটা অ্যানগ্রাম একবার বিপদে ফেলে দিয়েছিল দাদুকে।

কোনও মার্কিন আর্ট ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় মডার্ন কিউবিস্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে নিজের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে গিয়ে দাদু বলেছিলেন, পিকাসো-র মাস্টারপিস Les Demoiselles d'Avignon-এর নিখুঁত অ্যানাগ্রাম হলো vile meaningless doodles। বলাই বাহুল্য যে পিকাসোর ভক্তরা এতে কৌতুক বোধ করেনি।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'দাদু বোধহয় মোনা লিসার অ্যানাগ্রাম বহু বছর আগেই করেছিলেন,' বলল সে। ভাবছে, মেসেজে বিখ্যাত শিল্পী আর তাঁর শিল্পকর্মের নাম রেখে যাওয়ার মানে কী? কী বলতে চেয়েছেন দাদু? তার কোনও ধারণা নেই। তবে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মনে। খুবই অস্বস্তিকর সেটা।

এগুলো দাদুর শেষ কথা নয়...

তা হলে কি মোনা লিসা দেখতে যাওয়া উচিত তার? সেখানে তার জন্য দাদু কোনও মেসেজ রেখে গেছেন?

সল দেতা-য় আছে ছবিটা। ওটা একটা প্রাইভেট ভিউইং চেম্বার, শুধু মাত্র গ্র্যান্ড গ্যালারি হয়ে যাওয়া যায় ওখানে। আসলে, এখন মনে পড়ছে সোফিয়ার, দাদু যেখানে মারা গেছেন সেখান থেকে চেম্বারটা মাত্র বিশ মিটার দূরে।

মারা যাওয়ার আগে দাদু কি তা হলে মোনা লিসার কাছে গিয়েছিলেন?

মুখ তুলে ইমার্জেন্সি সিঁড়ির মাথার দিকে তাকাল সোফিয়া। কী করবে বুঝতে পারছে না। অনুভব করল, এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাসুদ রানাকে নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যাওয়া, অথচ তার ইন্সটিঙ্কট তাতে রাজি হচ্ছে না।

ছোটবেলার কথা, ডেনন উইং-এ প্রথম দিন বেড়াতে আসবার কথা মনে পড়ল তার। ভাবল, দাদু যদি কোনও গোপন কথা বলে গিয়ে থাকেন, দ্য ভিঞ্চির মোনা লিসার চেয়ে আদর্শ রন্দিভু আর হতে পারে না।

*

'আরেকটু সামনে গেলেই তাকে আমরা দেখতে পাব,' সোফিয়ার দাদু ফিসফিস করলেন, ছয় বছর বয়সী নাতনির ছোট্ট হাতটা ধরে ফাঁকা মিউজিয়ামের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছেন, ভিজিটিং আওয়ারের পর।

উঁচু সিলিং দেখে নিজেকে অত্যন্ত ছোট লাগছে সোফিয়ার। ভয়ও পাচ্ছে খুব। তবে দাদুকে জানতে দিতে রাজি নয়, তাই চোয়াল দুটো শক্ত করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে।

'সামনে সল দেতা,' বললেন দাদু। 'মিউজিয়ামের সবচেয়ে বিখ্যাত কামরা।'

সোফিয়া তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। স্কুলের বইয়ে মোনা লিসার ছবি তার দেখা আছে।

'অনউই,' বিড়বিড় করল সোফিয়া।

'বোরিং,' শুধরে দিলেন দাদু। 'ফ্রেঞ্চ অ্যাট স্কুল, ইংলিশ অ্যাট হোম।'

'আই য়্যাম সরি, গ্র্যান্ডপা– আই জাস্ট ফরগট দ্যাট ওঅর্ড।'

'তাতে কী। এসো, মজা করার জন্যে ইংলিশ বলি আমরা।'

'অলরাইট।'

বিখ্যাত কামরাটার দরজায় পৌঁছে হাত তুলে ছবিটা দেখালেন দাদু। 'যাও, সোফিয়া। মোনা লিসার সামনে একা দাঁড়াবার সুযোগ খুব কম মানুষই পায়।'

কেন বলতে পারবে না, পা টিপে টিপে এগোল সোফিয়া। ছবিটা সম্পর্কে এত কথা শুনেছে সে, উত্তেজনায় হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে তার। প্লেক্সিগ্লাস দিয়ে ঢাকা ফ্রেমটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ঢোক গিলল সে, দম বন্ধ করে ছবির সবটুকু যেন একবারে দেখে নিতে চাইছে। তার মনে হলো অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, অথচ কিছুই ঘটছে না।

'বলো, কী মনে হচ্ছে তোমার,' তার পিছনে এসে ফিসফিস

করলেন দাদু। 'ভারী সুন্দর, তাই না?'

'এত ছোট!'

'তুমিও তো ছোট, অথচ সুন্দর।'

আমি সুন্দর নই, ভাবল সোফিয়া। সে তার লাল চুল আর মুখের বিন্দু বিন্দু দাগ পছন্দ করে না। আর তা ছাড়া, ক্লাসে যত ছেলেমেয়ে আছে তাদের সবার চেয়ে দুর্বল সে।

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'বইতে যেমন দেখি, এখানে তারচেয়েও খারাপ লাগছে। মুখটা... ক্রম।'

'ফগি,' নতুন একটা শব্দ শেখালেন দাদু।

'ফগি,' রিপিট করল সোফিয়া, কারণ জানে শব্দটা ওর মুখ থেকে উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা এগোবে না।

'এই পদ্ধতিতে আঁকাটাকে সুমাটো স্টাইল বলে,' বললেন দাদু। 'খুবই কঠিন একটা পদ্ধতি। অন্য যে-কারও চেয়ে এই স্টাইলে ভাল আঁকতেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

এখনও পেইন্টিংটা ভাল লাগছে না সোফিয়ার। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে গোপন কী একটা যেন জানে মেয়েটা,' বলল সে।

হেসে উঠলেন দাদু। 'ছবিটার বিখ্যাত হবার এটাও একটা কারণ,' বললেন তিনি। 'লোকে আন্দাজ করতে পছন্দ করে কেন সে হাসছে।'

'তুমি জানো, কেন হাসছে?'

'হয়তো জানি,' চোখ মটকে বললেন দাদু। 'ভবিষ্যতে কোনও একদিন সব কথা তোমাকে আমি জানাব।'

মেঝেতে পা ঠুকল সোফিয়া। 'ধ্যাত, দাদু, তোমার এই সব হেঁয়ালি আমার একদম ভাল লাগে না!'

হাসলেন দাদু। 'প্রিন্সেস, জীবনটা হেঁয়ালি ও রহস্যে ভরপুর। সব তুমি একদিনে শিখতে পারবে না।'

'আমাকে ফিরে যেতে হবে,' রানাকে বলল সোফিয়া, সিঁড়ির

মাঝখানে ফাঁপা শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'মোনা লিসার কাছে? এখন?'

কী ঝুঁকি, কতটুকু, ভেবে দেখল সোফিয়া। তার জন্য তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। ঝুঁকির মধ্যে আছেন মাসুদ রানা। জানা কথা তার সঙ্গে যেতে চাইবেন তিনি, কিন্তু সে তাকে অবশ্যই নিয়ে যাবে না। 'যাকে খুনি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে না, ঝুঁকিটা তার নেয়া চলে। দাদু কী বলে গেছেন তা আমার না জানলেই নয়।'

'তবু, চলুন আমিও যাই,' বলল রানা। 'আপনাকে একা ছাড়া যাবে না।'

'এই রহস্য মীমাংসা করতে হলে আপনাকে আমার দরকার, কাজেই কোনও অবস্থাতেই পুলিশের হাতে আপনার ধরা পড়া চলবে না।' রানার হাতে গাড়ির চাবি গুঁজে দিল সে। 'এমপ্লয়িদের কার পার্কে পাবেন, স্মার্টকার। ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন।' হাত তুলে সিঁড়ির নীচের ইস্পাতের দরজাটা দেখাল। 'আলোকিত এগজিট সাইন ফলো করবেন, তাহলেই হবে।'

'আচ্ছা, বলুন তো,' বলল রানা, 'মোনা লিসার কাছে কেন আপনি যাচ্ছেন?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে দাদু ওখানে আমার জন্যে কোনও মেসেজ রেখে গেছেন,' বলল সোফিয়া। 'হয়তো বলে গেছেন কে তাঁকে খুন করেছে। কিংবা কেন আমি বিপদে পড়েছি।' *অথবা আমার পরিবারের ভাগ্যে কী ঘটেছিল।*

'কেন বিপদে পড়েছেন এটা তো তিনি মেঝেতেই লিখে রেখে যেতে পারতেন। শব্দ নিয়ে এরকম জটিলতা সৃষ্টি করার কী দরকার ছিল?'

'দাদু হয়তো চাননি আমি ছাড়া মেসেজটা কেউ দেখুক।' মনে মনে হাসল সোফিয়া, ভাবল, এরপর আপনি আর আমার সঙ্গে যেতে চান কীভাবে?

'তা হলে তো আপনার সঙ্গে সত্যি আমার যাওয়া চলে না।'

'না। তবে আপনাকে আমি সঙ্গে নিতে চাইছি না আপনারই বিপদের কথা ভেবে। শুনুন, মিস্টার রানা, আপনার সঙ্গে আমি দূতাবাসে দেখা করব, কেমন?'

'এক শর্তে ওখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে,' বলল রানা, চেহারায় অসন্তোষ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া। 'কী শর্ত?'

'আপনি আমাকে মিস্টার বলতে পারবেন না।'

রানার ঠোঁটের কোণে মিষ্টি একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখল সোফিয়া। উত্তরে সে-ও হাসল একটু। 'গুড লাক, রানা।'

সিঁড়ির নীচে নেমে এসে ইস্পাতের দরজাটা খুলল রানা। প্লাস্টার-এর ধুলো ও তিসির তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে। 'এগজিট' লেখা সাইনে একটা আলোকিত তীরচিহ্ন রয়েছে, সামনের লম্বা করিডরটা দেখাচ্ছে।

করিডরে থামল রানা। ওর ডানদিকে সুশৃংখল সেনাবাহিনীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচু, মেরামতের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

করিডর ধরে এগোচ্ছে রানা, মাথার ভিতর এখনও রয়েছে কিউরেটার ল্যাক বেসনের অ্যানাগ্রাম করা মেসেজ, ভাবছে মোনা লিসার কাছে গিয়ে আদৌ সোফিয়া কিছু পাবে কি না।

P.S. Find Masud Rana

মেঝেতে রানার নাম লিখে রেখে গেছেন বেসন; ওকে খুঁজে বের করবার নির্দেশ দিয়েছেন সোফিয়াকে। কেন? শুধু রানা তাকে একটা অ্যানাগ্রাম ভাঙতে সাহায্য করবে বলে? না, তা হতে পারে না। ওটা সোফিয়া একসময় নিজেই ভাঙতে পারত।

তা হলে, ভাবছে রানা, সোফিয়াকে কেন বেসন বলে গেছেন মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো?

P.S. Find Masud Rana

প্রথম দুটো শব্দের উপর মন দিল রানা।

P.S

হঠাৎ সেই মুহূর্তে রানা অনুভব করল, ল্যাক বেসনের হতবুদ্ধিকর সিম্বলিজম জগাখিচুড়ি পরিষ্কার একটা বার্তা বহন করছে। আজ রাতে যা কিছু করে গেছেন ভদ্রলোক সবই অত্যন্ত পরিষ্কার।

ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটছে রানা।

সময় আছে তো?

রানা জানে, তাতে কিছু আসে যায় না। কোনও রকম ইতস্তত না করে সিঁড়ির দিকে দৌড় শুরু করল ও।

প্রথম আসনে বসে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে থাকার ভান করছে লেবরান, আসলে চার্চের লেআউট ভাল করে দেখে নিচ্ছে। বেশিরভাগ চার্চের মতই, সেইন্ট-সালপিসও রোমান ক্রস-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে। লম্বা সেন্ট্রাল সেকশনটা নেইভ নামে পরিচিত, সেটা ধরে সরাসরি প্রধান বেদিতে যাওয়া যায়। প্রধান বেদির কাছে সেন্ট্রাল সেকশন ভাগ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ভাগটা পরিচিত ট্র্যানসেপ্ট বলে।

মূল গম্বুজের সরাসরি নীচে নেইভ ও ট্র্যানসেপ্টকে চার্চের হৃৎপিণ্ড বলা হয়, সবচেয়ে পবিত্র ও রহস্যে ঘেরা অংশ।

তবে আজ রাতে নয়, ভাবল লেবরান। সেইন্ট-সালপিস তার গোপন করবার জিনিস অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ঘাড় ফিরিয়ে ট্র্যানসেপ্ট-এর ডান অংশটার দিকে তাকাল লেবরান, আসনগুলোর পিছনে ফাঁকা ওই জায়গাটার কথাই তার ভিক্টিমরা তাকে জানিয়েছে।

ওই তো দেখা যাচ্ছে।

ধূসর গ্র্যানিট মেঝেতে গাঁথা, পালিশ করা পাতলা এক ফালি তামা চকচক করছে... তামাটে একটা রেখা বাঁকা হয়ে এগিয়েছে চার্চের মেঝে ধরে। খানিক পরপর মার্কিং করা আছে রেখাটায়,

যেমনটি রুলার-স্কেলে দেখা যায়। লেবরানকে বলা হয়েছে ওটা একটা নোমন, পেইগান অ্যাস্ট্রনমিকাল ডিভাইস, অনেকটা সূর্যঘড়ির মত। এই বিখ্যাত রেখাটা দেখবার জন্য সারা পৃথিবী থেকে পর্যটক, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী ও পেইগানরা সেইন্ট-সালপিসে আসে।

রেখাটাকে বলা হয়– দ্য রোজ লাইন।

তামার পাতটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে লেবরান। তার সামনের মেঝে ধরে ডান থেকে বামে চলে গেছে ওটা, মূল বেদি ও কমিউনিয়ন রেইলকে দু'ভাগ করে, তারপর গোটা চার্চের দৈর্ঘ্যটুকু পার হয়ে অবশেষে পৌঁছেছে ট্র্যানসেপ্ট-এর উত্তর কোণে। ওখানে অপ্রত্যাশিত একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে, সেটার গোড়ায় থেমেছে রেখাটা।

বিশাল এক ঈজিপশিয়ান অবিলিস্ক।

চকচকে রোজ লাইন ওখান থেকে নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে অবিলিস্কের গা বেয়ে উপরদিকে উঠেছে, তেত্রিশ ফুট ওঠার পর বিলীন হয়েছে পিরামিড আকৃতির চূড়ায়।

লেবরান জানে, কিস্টোনটা ব্রাদারহুড রোজ লাইনে লুকিয়ে রেখেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, প্লেনের চাকা রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ঘষা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা ছুটে গেল বিশপ মার্সেল বেলমন্ড-এর।

'আমরা রোমে পৌঁছেছি,' মাইক্রোফোন থেকে জানানো হলো।

আশ্চর্য একটা গাম্ভীর্য ভর করল তাঁর উপর। সেই সঙ্গে প্রশান্তি অনুভব করছেন তিনি। আজ রাতে সব যেন প্ল্যান অনুসারে ঘটে, মনে মনে প্রার্থনা করলেন। তা হলেই তাঁর হাতে সেই জিনিসটা চলে আসবে।

বারো

হন হন করে হেঁটে আসায় সল দেতা-য় পৌঁছে হাঁপাচ্ছে সোফিয়া। মোনা লিসার ঘরে ঢোকার আগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে বিশ মিটার দূরে তাকাল সে, যেখানে এখনও তার দাদুর লাশ পড়ে রয়েছে স্পটলাইটের আলোর নীচে।

বিষণ্নতা গ্রাস করল তাকে, সেইসঙ্গে দুর্বল করে, কাতর করে তুলল একটা অপরাধ বোধ। গত দশ বছরে ওই মানুষটা তার নাগাল পাওয়ার কত চেষ্টাই না করেছেন, অথচ সম্পর্ক না রাখবার সিদ্ধান্তে সোফিয়া ছিল অটল, তাঁর পাঠানো সমস্ত চিঠি ও প্যাকেট না খুলে রেখে দিয়েছে নীচের দিকের একটা দেরাজে।

সেই মানুষটা খুন হয়েছেন, খুন হওয়ার পর তার সঙ্গে কথা বলছেন অন্য এক জগৎ থেকে।

দরজা খুলে কামরাটার ভিতরে ঢুকল সোফিয়া। এখানে ঢোকার এই একটাই পথ, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চৌকো ঘরটার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে সে। তার নাক বরাবর সামনের দেয়ালে প্রখ্যাত ইটালিয়ান পেইন্টার বটিচেলি-র একটা পনের ফুটি পেইন্টিং ঝুলছে। ওটার নীচে, নকশা কাটা মেঝের উপর, বিশাল একটা আটকোনা ভিউইং ডিভান রয়েছে, হাজার হাজার ভিজিটর ওটার উপর পা রেখে লুভার মিউজিয়ামের সবচেয়ে দামি সম্পদটি চাক্ষুষ করে।

কামরায় ঢোকার আগেই সোফিয়া লক্ষ করল ভিতরে কিছু একটা নেই। ব্ল্যাক-লাইট। ঘুরে দাদুর আলোকিত লাশটার দিকে

তাকাল সে, তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের ইলেকট্রনিক্স গিয়ার। এখানে তিনি যদি কিছু লিখে গিয়ে থাকেন, ধরে নিতে হবে নিশ্চয় তা ওয়াটারমার্ক স্টাইলাস দিয়ে লিখেছেন।

বড় করে শ্বাস নিয়ে অকুস্থলে ফিরে এল সোফিয়া। দাদুর দিকে তাকাতে পারছে না; চোখ নামিয়ে শুধু ইলেকট্রনিক্স টুলস হাতড়াচ্ছে। ছোট একটা আলট্রাভায়োলেট পেনলাইট দেখতে পেয়ে সোয়েটারের পকেটে ভরল সেটা, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে চলল সল দেতা-য়।

দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, হঠাৎ ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সোফিয়া। লালচে আভায় মোড়া হলওয়ে থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। লাফ দিয়ে পিছাবার চেষ্টা করল সোফিয়া।

'এই তো পেয়েছি আপনাকে!' বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

সোফিয়ার স্বস্তি মাত্র এক মুহূর্ত টিকল। 'রানা, আপনাকে না আমি চলে যেতে বললাম! ক্যাপটেন অকটেভ যদি...'

'সোফিয়া, শুনুন,' বলল রানা, গলার আওয়াজ নামিয়ে রেখেছে। 'পি. এস. শব্দ দুটোর অন্য কোনও অর্থ জানা আছে আপনার? অন্য যে-কোনও অর্থ?'

ওদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলে অনেক দূরে পৌঁছে যাবে, সেই ভয়ে রানার একটা হাত ধরে টান দিল সোফিয়া, তারপর ওকে নিয়ে সল দেতা-য় ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। 'আগেই তো বলেছি, পি. এস. মানে প্রিন্সেস সোফিয়া।'

'মনে আছে, কিন্তু আমি জানতে চাইছি ওগুলো অন্য কোথাও দেখেছেন কি না। আপনার দাদু আগে কখনও পি. এস. অন্য কোনওভাবে ব্যবহার করেছিলেন কি না? মনোগ্রাম হিসাবে, কিংবা স্টেশনারি বা ব্যক্তিগত কোনও জিনিসে?'

প্রশ্নটা চমকে দিল সোফিয়াকে। রানা ব্যাপারটা জানল

কীভাবে? সে আসলে পি.এস. আগেও একবার দেখেছে, এক ধরনের মনোগ্রামেই। সেটা ছিল তার নবম বার্থডে-র আগের দিন। লুকিয়ে রাখা বার্থডে প্রেজেন্ট-এর খোঁজে গোটা বাড়িতে চুপিচুপি চিরুনি অভিযান চালাচ্ছিল সে।

কেউ কিছু গোপন করে রাখবে, তখনও এটা তার মেনে নিতে কষ্ট হত। তীব্র কৌতূহল পেয়ে বসেছিল তাকে, এ বছর দাদু কী উপহার দেবেন? দেরাজ ও কাবার্ডগুলো তছনছ করে ফেলছিল সে। যে পুতুলটা আমি চেয়েছি? যা-ই দিয়ে থাকুন, কোথায় লুকিয়েছেন?

গোটা বাড়ির কোথাও কিছু খুঁজে না পেয়ে বুকে সাহস বেঁধে অবশেষে দাদুর বেডরুমে ঢুকে পড়ল সোফিয়া। এটা তার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা, তবে দাদু নীচতলায় একটা কাউচে ঘুমাচ্ছেন।

কাঠের মেঝেতে এতটুকু আওয়াজ না করে দাদুর ক্লজিট খুলে ফেলল সোফিয়া। শেলফগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে কিছুই পেল না। বিছানার তলাতেও কিছু নেই। সবশেষে দাদুর রাইটিং ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। খুঁজছে, কিন্তু কিছু পাচ্ছে না। একেবারে নীচের দেরাজে কিছু কালো কাপড়চোপড় দেখা যাচ্ছে, অথচ দাদুকে কখনও এগুলো পরতে দেখেনি সে। দেরাজটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে, এই সময় এক কোণে সোনার মত চকচকে কী যেন একটা দেখতে পেল।

দেখে মনে হলো পকেট ওয়াচ-এর চেইন। তবে সোফিয়া জানে দাদু পকেট ওয়াচ ব্যবহার করেন না। জিনিসটা কী হতে পারে কল্পনা করতেই তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করল।

নেকলেস!

চেইনটা সাবধানে বের করে আনল সোফিয়া। অবাক হয়ে দেখল চেইনটার সঙ্গে একটা সোনার চাবি ঝুলছে। চাবিটা বেশ ভারী ও ঝকমকে। এরকম চাবি আগে কখনও দেখেওনি সে। আর সব চাবির মত চ্যাপ্টা নয়, এক ধারে এবড়োথেবড়ো দাঁতও নেই।

তেকোনা একটা খুদে স্তম্ভের মত দেখতে জিনিসটা, গায়ে বিন্দু বিন্দু দাগ ফুটে আছে। মাথার দিকটা ক্রুস আকৃতির, তবে সাধারণ ক্রুস যেমন হয় ঠিক সেরকম নয়, যোগ চিহ্নের মত।

ক্রুসের মাঝখানে এমবস করা রয়েছে আশ্চর্য একটা সিম্বল, অলঙ্কৃত ডিজাইনের সঙ্গে জড়ানো দুটো হরফ।

'পি.এস,' বিড়বিড় করল সোফিয়া, বুঝতে পারছে না শব্দ দুটোর কী মানে।

'সোফিয়া!' দোরগোড়া থেকে ডাকলেন দাদু।

চমকে উঠে ঘুরল সোফিয়া, হাত থেকে পড়ে গেল চাবিটা। চোখ নামিয়ে ওটার দিকেই তাকিয়ে থাকল সে, দাদুর দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। 'আ-আমি বার্থডে প্রেজেন্ট খুঁজছিলা...' কথার মাঝখানে থেমে গেল, জানে দাদুর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি সে।

যেন মনে হলো অনন্তকাল দোরগোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলেন দাদু। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চাবিটা তোলো, সোফিয়া।'

তুলল সোফিয়া।

দাদু ভিতরে ঢুকলেন। 'সোফিয়া, সব মানুষেরই প্রাইভেসি আছে, সেটাকে তোমার মর্যাদা দিতে হবে।' ধীর ভঙ্গিতে ঝুঁকে চাবিটা তার হাত থেকে নিলেন তিনি। 'এটা বিশেষ একটা চাবি। তুমি যদি এটা হারিয়ে ফেলতে...'

দাদুর নরম কণ্ঠস্বর সোফিয়াকে আরও অশান্তির মধ্যে ফেলে দিল। 'আমি দুঃখিত, দাদু, সত্যি দুঃখিত।' একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'দেখে মনে করেছিলাম ওটা বোধহয় আমার জন্মদিনের উপহার।'

কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন দাদু। তারপর শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'কথাটা আরেকবার বলছি, সোফিয়া, কারণ ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য মানুষের প্রাইভেসিকে মর্যাদা দিতে হবে।'

'আমার মনে থাকবে, দাদু।'

'ব্যাপারটা নিয়ে পরে এক সময় কথা বলব আমরা। এই মুহূর্তে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করাটা জরুরি...'

পরদিন সকালে দাদুর কাছ থেকে জন্মদিনের কোনও উপহার পেল না সোফিয়া। যা করেছে তারপর আর কিছু পাওয়ার আশাও করে না সে। কিন্তু বুকে যেটা ব্যথা দিতে শুরু করল, সারাটা দিন দাদু তাকে একবারও হ্যাপি বার্থডে বললেন না।

রাতে মন খারাপ করে শুতে এল সোফিয়া। বিছানায় উঠে দেখে বালিশে একটা নোট কার্ড পড়ে রয়েছে। তাতে সহজ একটা ধাঁধা লেখা। তখনও ধাঁধাটার সমাধান করতে পারেনি, তার আগেই হাসতে শুরু করেছে সে। কারণ হঠাৎ বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। মনে পড়ে গেছে গত জন্মদিনে, সকালবেলা, ঠিক এই কাণ্ডই করেছিলেন দাদু।

অর্থাৎ এখন শুরু হবে ট্রেজার হান্ট!

দ্রুত ধাঁধাটার সমাধান বের করে ফেলল সোফিয়া। সমাধান হলো, বাড়ির দক্ষিণ কোণে যাও। সেখানে পৌঁছে আরেকটা কার্ড পেল। এভাবে গোটা বাড়িময় অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, এক সূত্র থেকে আরেক সূত্রে। সবশেষে যে সূত্রটা পেল সেটা তাকে আবার ঠিক আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল— নিজের বেডরুমে।

দোরগোড়ায় পৌঁছে সোফিয়া দেখল কামরার মাঝখানে লাল ঝলমলে একটা বাইসাইকেল দাঁড়িয়ে রয়েছে, হ্যান্ডেলবার-এ একটা ফিতে বাঁধা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আমি জানি তুমি পুতুল চেয়েছিলে,' বললেন দাদু, হাসছেন। 'তবে ভাবলাম এটা বোধহয় আরও বেশি পছন্দ করবে তুমি।'

পরদিন দাদু যখন তাকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছেন, সোফিয়া বলল, 'দাদু, চাবিটার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'জানি, লক্ষ্মীটি। তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আমি তো

তোমার ওপর রাগ করতে পারি না। দাদু আর নাতনিরা চিরকাল পরস্পরকে ক্ষমা করে আসছে।'

বুঝতে পারছে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, তবে কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না সোফিয়া। 'এরকম চাবি আগে কখনও দেখিনি আমি। খুব সুন্দর। ওটা দিয়ে কি খোলে, দাদু?'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন দাদু। সোফিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারছে উত্তরটা কীভাবে দেবেন স্থির করতে পারছেন না তিনি। তার দাদু জীবনে কখনও মিথ্যে বলেননি। 'চাবিটা দিয়ে একটা বাক্স খোলা যায়,' অবশেষে বললেন তিনি। 'সেই বাক্সে অনেক রহস্য আছে।'

ঠোঁট ফোলাল সোফিয়া। 'আমি রহস্য পছন্দ করি না।'

'জানি, কিন্তু এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। বড়দের। একদিন তুমি আমার মতই এগুলোর মূল্য দেবে।'

'চাবিটায় আমি ফুল আর হরফ দেখেছি।'

'হ্যাঁ, ওটা আমার প্রিয় ফুল। ফ্লও-দ্য-লি [fleur-de-lis]। আমাদের বাগানে আছে। সাদাগুলো। ইংরেজিতে এ-ধরনের ফুলকে লিলি বলে।'

'চিনি তো! ওগুলো তো আমারও খুব প্রিয়।'

'এসো, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়ে যাক। আমার চাবিটার কথা তুমি যদি গোপন রাখতে পার, কখনও কারও সঙ্গে এ-ব্যাপারে যদি কথা না বলো– আমার সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে– তা হলে চাবিটা একদিন আমি তোমার হাতে তুলে দেব।'

সোফিয়ার মনে হলো শুনতে ভুল করেছে সে। 'কী?'

'হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, চাবিটা তোমাকে দিয়ে দেব। সময় হলে তোমার হয়ে যাবে। ওটায় তোমার নাম লেখা আছে।'

'কই!' ভ্রূ কোঁচকাল সোফিয়া। 'ওটায় লেখা আছে পি.এস। আমার নাম পি.এস. নাকি?'

নিজের কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন দাদু, তারপর এমনভাবে

চারপাশটা দেখে নিলেন, যেন ভয় পাচ্ছেন কেউ তাঁর কথা শুনে ফেলবে। 'ঠিক আছে, সোফিয়া, এত করে যখন জানতে চাইছ তাহলে বলেই ফেলি। পি.এস. আসলে একটা কোড। এগুলো তোমার সিক্রেট ইনিশিয়াল।'

সোফিয়ার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'আমার আবার সিক্রেট ইনিশিয়াল আছে?'

'অবশ্যই। শুধু দাদুরা জানে, এরকম সিক্রেট ইনিশিয়াল সব নাতনিদেরই আছে।'

'পি.এস.?' ঘাড় বাঁকা করে তাকাল সোফিয়া।

হাসলেন দাদু। 'প্রিন্সেস সোফিয়া।'

হাসল সোফিয়াও। 'কিন্তু আমি তো প্রিন্সেস নই!'

চোখ মটকালেন দাদু। 'আমার কাছে তুমি প্রিন্সেস।'

সেদিন থেকে আর কখনও তারা ওই চাবিটা নিয়ে আলাপ করেনি।

সল দেতা-র ভিতর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফিয়া, প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় কাতর।

'ইনিশিয়াল দুটো,' ফিসফিস করল রানা, সোফিয়ার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, 'আগে কখনও দেখেছেন?'

চাবি নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করতে নিষেধ করেছিলেন দাদু, মনে পড়ে গেল সোফিয়ার। তবে মারা যাওয়ার আগে তাকে বলে গেছেন, মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করতে হবে। যে-কোনও বিপদে ওঁকে বিশ্বাস করতে বলে গেছেন, বলে গেছেন সাহায্য চাইতে। নিশ্চয়ই তাঁর হত্যারহস্য মীমাংসা করবার জন্য? সেক্ষেত্রে সব কথাই তার বলতে হবে রানাকে। 'হ্যাঁ, এই ইনিশিয়াল আগে একবার দেখেছি। তখন খুব ছোট ছিলাম।'

'কোথায়?'

জবাব দিতে একটু দেরি করল সোফিয়া। 'দাদুর জন্যে খুব

গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসে।'

তার চোখে চোখ রেখে রানা বলল, 'সোফিয়া, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। আমাকে আপনি বলতে পারেন, ইনিশিয়াল দুটো কোনও সিম্বলের সঙ্গে ছিল কি না? ফ্লও-দ্য-লির সঙ্গে?'

চমকে উঠল সোফিয়া। 'কী আশ্চর্য, আপনি কীভাবে জানলেন!'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, গলার আওয়াজ আরও খাদে নামাল। 'আমি প্রায় নিশ্চিত, আপনার দাদু সিক্রেট কোনও সোসাইটির সদস্য ছিলেন। অত্যন্ত পুরানো, অত্যন্ত গোপন একটা ব্রাদারহুড।'

পেটে মোচড় অনুভব করল সোফিয়া। এখন সে-ও তা-ই মনে করে। গত দশ বছর ধরে ভীতিকর যে ঘটনাটা ভুলতে চেষ্টা করছে সে, সেটাই এই মুহূর্তে নিশ্চিত করছে তাকে। চিন্তার অতীত এমন একটা কিছু দেখে ফেলেছিল সে। ক্ষমার অযোগ্য।

'ফ্লও-দ্য-লির সঙ্গে,' বলল রানা, 'ইনিশিয়াল পি.এস. যোগ করো, ব্রাদারহুডের অফিশিয়াল ডিভাইস পেয়ে যাবেন আপনি। ওটা তাদের লোগো।'

'এ-সব আপনি জানলেন কীভাবে?' এরইমধ্যে মনে মনে প্রার্থনা করছে সোফিয়া, তাকে যেন শুনতে না হয় যে রানাও ব্রাদারহুডের একজন সদস্য।

'এই গ্রুপ সম্পর্কে যেভাবেই হোক জেনেছি,' উত্তেজনা চেপে রেখে বলল রানা। 'আমি শুধু সৌখিন আর্কিওলজিস্টই নই, আমার পেশার কারণে অবসর সময়ে সিক্রেট সোসাইটিগুলোর সিম্বল নিয়েও নাড়াচাড়া করি। নিজেদেরকে ওরা প্রায়রি অভ সায়ান বলে। হেডকোয়ার্টার ফ্রান্সে হলেও, গোটা ইউরোপ থেকে প্রভাবশালী সদস্য সংগ্রহ করে ওরা। প্রায়রি অভ সায়ান আসলে দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো সিক্রেট সোসাইটিগুলোর মধ্যে একটা।'

এদের কথা আগে কখনও শোনেনি সোফিয়া।

'ইতিহাসের নামকরা অনেক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি প্রায়রি-র সদস্য

ছিলেন,' বলল রানা। 'যেমন ধরুনঃ বটিচেলি, সার আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হিউগো।' একটু থেমে আবার বলল, 'এবং, অবশ্যই, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

হাঁ হয়ে গেল সোফিয়া। 'দ্য ভিঞ্চিও সিক্রেট সোসাইটিতে নাম লিখিয়েছিলেন?'

'১৫১০ থেকে ১৫১৯ পর্যন্ত দ্য ভিঞ্চি ব্রাদারহুডের গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন। এই ব্যাপারটা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কেন আপনার দাদু ভিঞ্চির কাজ এত বেশি ভালবাসতেন। দুজনের মধ্যে ঐতিহাসিক একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়। পবিত্র নারীসত্তার ধারণা, পেইগানিজম, চার্চের মিথ্যাচার ইত্যাদি বিষয়ে দুজনের মতের মিল ছিল।'

'পবিত্র নারীসত্তার ধারণা? আপনি কি বলতে চাইছেন, এই গ্রুপটা এমন একটা কাল্ট, পেইগানদের মত দেবী-বন্দনার চর্চা করে?'

'অনেকটা তাই। তবে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রাচীন একটা সিক্রেট-এর রক্ষক বলে মনে করা হয় ওদেরকে।'

সিক্রেট একটা কাল্ট-এর প্রধান ছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি? সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য লাগছে সোফিয়ার। অথচ দশ বছর আগের সেই ভীতিকর অভিজ্ঞতা তাকে বলতে চাইছে, সব সত্যি...

'জীবিত প্রায়রি অভ সায়ান সদস্যদের পরিচয় ভুলেও কখনও প্রকাশ করা হয় না,' বলল রানা। 'তবে ওই ফুল ও পি.এস. ইনিশিয়াল যেগুলো আপনি ছোটবেলায় দেখেছেন, ওগুলোই প্রমাণ। এ-সব শুধু প্রায়রির সঙ্গেই জড়িত থাকতে পারে।'

রানাকে কতটুকু তার দরকার, নতুন করে তা উপলব্ধি করছে সোফিয়া। 'রানা, পুলিশ আপনাকে ধরুক, এটা আমি হতে দিতে পারি না। আপনার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ আছে আমার। আপনাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে!'

তার কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে রানা। ওর কোথাও

যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, এরইমধ্যে আরেক জায়গায় হারিয়ে গেছে ও। সেটা এমন এক জায়গা, যেখানে প্রাচীন সব গোপন বিষয় সারফেসে উঠে আসে, যেখানে ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় লুপ্ত, বিস্মৃত ইতিহাস।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা, লালচে আভার ভিতর দিয়ে মোনা লিসার দিকে তাকাল।

ফ্লও-দ্য-লি... *লিসার ফুল... মোনা লিসা।*

এগুলো সবই এক সুতোয় গাঁথা। মৌন সিম্ফনি; প্রায়রি অভ সায়ান ও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির গভীরতম রহস্যগুলোর প্রতিধ্বনি তুলছে।

কয়েক মাইল দূরে। সেইন নদীর তীর। রাস্তার ধারে দাঁড় করানো হয়েছে ট্রেইলার ট্রাকটাকে। পিস্তলের মুখে দাঁড়ানো হতভম্ব ড্রাইভার দেখল জুডিশিয়াল পুলিশের ক্যাপটেন অকস্মাৎ গর্জে উঠে সাবানের একটা টুকরো ছুঁড়ে মারলেন নদীর ফুলে ওঠা পানিতে।

তেরো

সেইন্ট-সালপিস অবিলিস্কের দিকে মুখ তুলল লেবরান, প্রকাণ্ড মার্বেল শাফটটা খুঁটিয়ে দেখছে। চোখ নামিয়ে চার্চের ভিতর আরেকবার দৃষ্টি বুলাল সে, নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ কোথাও নেই। তারপর কাঠামোর গোড়ায় হাঁটু গাড়ল।

কিস্টোনটা রোজ লাইনের নীচে আছে। সালপিস অবিলিস্কের গোড়ায়। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে বেরাদাররা সবাই এই

একই কথা বলে গেছে।

পাথুরে মেঝেতে হাত বুলাচ্ছে লেবরান। কোথাও কোন চিহ্ন বা ফাটল দেখা যাচ্ছে না। আঙুল দিয়ে টোকা দিল মেঝেতে। কান পেতে শুনছে আওয়াজটা ফাঁপা লাগে কি না। তামার রেখা ধরে ক্রমশ অবিলিস্কের কাছে পৌঁছাচ্ছে আঙুলগুলো। তারপর রেখার দু'পাশের টাইল-এ টোকা দিল। অবশেষে একটা দিকের আওয়াজ অন্যরকম শোনাল তার কানে।

মেঝের নীচে এই জায়গাটা ফাঁপা!

হাসছে লেবরান। তার ভিক্টিমরা সত্যি কথাই বলে গেছে। সিধে হলো সে, চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছে মেঝে ভাঙার জন্য কী পাওয়া যায়।

আঁতকে উঠতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে কোনও রকমে সামলে নিল সিস্টার ক্যাথেরিন। চার্চের অনেক উপরের একটা ব্যালকনিতে রয়েছে সে। দীর্ঘশ্বাস চাপল সিস্টার, তার সবচেয়ে বড় ভয়টাই সত্যি হতে চলেছে। এই ভিজিটরকে দেখে বোঝার উপায় নেই আসলে কে সে। রহস্যময় অপাস ডেই সন্ন্যাসী সেইন্ট-সালপিসে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

গোপন একটা কাজে। সে ভাবল, কিন্তু গোপন উদ্দেশ্য একা শুধু তোমারই আছে, এটা মনে করবার কোনও কারণ নেই।

সিস্টার ক্যাথেরিন শুধু কেয়ারটেকার নয়, এই চার্চে তাকে আরও একটা দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেন্ট্রি হিসাবে পাহারা দেওয়ার গোপন দায়িত্ব।

সন্দেহ নেই, অবিলিস্কের গোড়ায় ওই আগন্তুকের আগমন বিশেষ একটা সংকেত ও তাৎপর্য বহন করছে।

প্যারিস। শমস-এলিজে থেকে খানিকটা দক্ষিণে অ্যাভিনিউ গ্যাব্রিয়েল, অ্যাভিনিউয়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ

দূতাবাসের সুদৃশ্য দালানটা।

দূতাবাসের নাইট অপারেটর টাইম ম্যাগাজিন পড়ছে, এই সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। 'বাংলাদেশ দূতাবাস,' রিসিভার তুলে বলল সে।

'গুড ইভনিং,' অপরপ্রান্ত থেকে ইংরেজিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক, তবে উচ্চারণে ফ্রেঞ্চ টান স্পষ্ট। 'আপনাদের সহযোগিতা দরকার আমার।' কথায় বিনয়ের কোনও অভাব না থাকলেও সুরটা ভারী ও অফিশিয়াল। 'আপনাদের অটোমেটেড সিস্টেমে আমার জন্যে একটা ফোন মেসেজ আছে। আমার নাম মাসুদ রানা। দুর্ভাগ্য হলো, আমি আমার থ্রি-ডিজিট অ্যাকসেস কোড ভুলে গেছি। আপনি সাহায্য করতে পারলে কৃতার্থ হই।'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল অপারেটর, খানিকটা বিমূঢ়। 'আমি দুঃখিত, সার। আপনার মেসেজ নিশ্চয়ই অনেক পুরানো হবে। সিকিউরিটির কথা ভেবে দু'বছর হলো সিস্টেমটা তুলে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া, সমস্ত অ্যাকসেস কোড ফাইভ-ডিজিট। এখানে আপনার জন্যে মেসেজ আছে, এ-কথা কে বলল আপনাকে?'

কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছেন।

সেইন নদীর তীরে পায়চারি করছেন ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। নিজের চোখে মাসুদ রানাকে স্থানীয় একটা নম্বরে ডায়াল করতে দেখেছেন তিনি, তারপর থ্রি-ডিজিট কোড ঢুকিয়ে একটা রেকর্ডিং-ও শুনতে দেখেছেন।

কিন্তু রানা যদি দূতাবাসে ফোন না করে থাকে, তা হলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সে?

সেলুলার ফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন অকটেভ, ঠিক সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন জবাবটা তাঁর মুঠোয় ধরা রয়েছে। মনে পড়ল রানা তাঁরই সেলুলার সেট দিয়ে যোগাযোগ করেছিল।

বোতাম টিপে সেল ফোনের মেন্যুটা বের করলেন ক্যাপটেন,

তারপর সম্প্রতি করা কলগুলোর উপর চোখ বুলালেন। সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল রানা কোথায় ফোন করেছিল।

একটা প্যারিস এক্সচেঞ্জ, সঙ্গে থ্রি-ডিজিট কোড– ৫৪৫।

নম্বরটা রিডায়াল করে অপেক্ষা করছেন অকটেভ।

অপরপ্রান্তে রিং হচ্ছে। সাড়া দিল একটি নারীকণ্ঠ। 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে সোফিয়া ক্লাউডেল এই মহূর্তে বাড়িতে নেই,' রেকর্ড করা মিষ্টি নারীকণ্ঠ থেকে বলা হলো। 'আপনি যদি দয়া করে কোনও মেসেজ রেখে যেতে চান...'

৫...৪...৫ টাইপ করবার সময় ক্যাপটেনের রক্ত রীতিমত ফুটতে শুরু করেছে।

আকাশ ছোঁয়া সুখ্যাতি সত্ত্বেও, মোনা লিসা দৈর্ঘ্যে একত্রিশ ও প্রস্থে একুশ ইঞ্চি মাত্র, লুভার গিফট শপ-এ তার যে পোস্টার বিক্রি হয় সেগুলোর চেয়েও ছোট। সল দেতা-র উত্তর-পশ্চিম দেয়ালে ঝুলছে ওটা, দুই ইঞ্চি পুরু প্রোটেকটিভ প্লেক্সিগ্লাস-এর পিছনে।

লুভারে নিয়ে আসবার পর দু'বার চুরি গিয়েছিল মোনা লিসা। শেষবার ১৯১১ সালে লুভারের সল ইমপেনিট্রেবল থেকে চুরি যায়। প্যারিসের লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, ভিক্ষা ও ক্ষমা চেয়ে খবরের কাগজে আর্টিকেল লিখেছে, চোরদেরকে অনুরোধ করে বলেছে- দয়া করে তারা যেন মোনা লিসাকে ফেরত দেয়। দু'বছর পর ফ্লোরেন্স-এর একটা হোটেল রুমে পাওয়া যায় ছবিটা, একটা ট্রাঙ্কের ভিতর ফলস বটমে লুকানো ছিল।

সোফিয়াকে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে রানা, তাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না ও। কামরাটার ভিতর দুজন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। মোনা লিসা এখনও বিশ গজ দূরে, এই সময় ব্ল্যাক লাইট অন করল সোফিয়া। কাস্তে আকৃতির নীলচে আলো পড়ল ওদের সামনের মেঝেতে। আলোটা সামনে পিছনে দোলাল সে,

মাইনসুইপার-এর মত, লিউমিনেসেন্ট কালির কোনও লক্ষণ আছে কি না দেখছে।

দেয়ালে এখন গাঢ় কাঁচের প্যানেল দেখতে পাচ্ছে রানা। ওটার পিছনে, জানে ও, ঝুলছে দুনিয়ার সবচেয়ে আলোচিত শিল্পকর্ম।

মোনা লিসা দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হিসাবে সম্মান পেয়েছে, তবে এই সম্মানের সঙ্গে তার রহস্যময় হাসির কোনও সম্পর্ক নেই। শিল্প সমঝদাররা অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করেছেন, তার সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই। ছবিটা দুনিয়ার সেরা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কারণ হলো, দ্য ভিঞ্চি ঘোষণা করেছিলেন এটা তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ও নিখুঁত সাফল্য।

যেখানেই গেছেন দ্য ভিঞ্চি, মোনা লিসাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়েছেন, নারীসুলভ সৌন্দর্যের এই গর্বিত প্রকাশ তাঁকে এতই বিমোহিত করে যে এটাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।

তা সত্ত্বেও, আর্ট হিস্টরিয়ান-রা সন্দেহ করেন মোনা লিসাকে নিয়ে দ্য ভিঞ্চির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শৈল্পিক মুন্সিয়ানার কোনও সম্পর্ক নেই। ছবিটা আসলে অতি সাধারণ একটা সুমাটো পোরট্রেইট। এই কাজটিকে নিয়ে ভিঞ্চির আবেগের কারণ, অনেকের মতে, আরও অনেক গভীরে: হয়তো রঙের প্রলেপের নীচে গোপন কোনও মেসেজ আছে, কিংবা আর কিছু।

মোনা লিসার হাসি সম্পর্কে প্রায় সবারই ধারণা, ওই হাসিতে কী যেন একটা রহস্য আছে।

আসলে কোনও রহস্যই নেই, ধীর পায়ে সামনে এগোতে এগোতে ভাবল রানা। পেইন্টিংটার আউটলাইন আকৃতি পেতে শুরু করেছে।

বেশ কিছুদিন আগে আশ্চর্য একটা গ্রুপের সঙ্গে মোনা লিসার রহস্য নিয়ে আলোচনা শুনতে হয়েছে রানাকে। সেবার সামান্য

কারণে একটা ব্রিটিশ কারাগারে দিনকয়েক বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল ওকে। আরও কয়েকজন অল্পশিক্ষিত কয়েদীর সঙ্গে ওকেও "কালচার ফর কনভিক্টস" প্রজেক্টে কয়েদিদের কালচার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

তার আগে একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, কী কী বিষয়ে শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক ও। আর্ট ও আর্কিওলজি, এই দুটোয় টিক চিহ্ন দিয়েছিল রানা। নিজের কিছুটা আগ্রহ তো ছিলই, তা ছাড়া জেলখানার লাইব্রেরিতে এই বিষয়ের উপর প্রচুর বই, নকশা ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম আছে, জানত ও।

লাইব্রেরির অন্ধকার কামরায় একটা ওভারহেড প্রজেক্টর-এর পাশে দাঁড়িয়ে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা মোনা লিসার রহস্য স্বল্পশিক্ষিত কয়েদিদের সঙ্গে শেয়ার করেছে রানা। সবাই তারা কঠিন পাত্র, তবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী।

'আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন,' জানতে চেয়েছেন ভিজিটিং প্রফেসর, হেঁটে লাইব্রেরির দেয়ালে ফুটে ওঠা ইমেজের পাশে চলে এসেছেন, 'মোনা লিসার পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড অসমতল।' পরিষ্কার অসঙ্গতিটা হাত তুলে দেখালেন তিনি। 'দ্য ভিঞ্চি বামদিকের দিগন্তরেখা এঁকেছেন ডানদিকের চেয়ে বেশ খানিক নীচে।'

'ব্যাপারটা তিনি লেজেগোবরে করে ফেলেন?' জানতে চাইল একজন কয়েদি।

হেসে উঠলেন অধ্যাপক। 'না। আসলে এর মধ্যে দ্য ভিঞ্চির ছোট্ট একটা ট্রিকস আছে। বামদিকের প্রকৃতিকে নিচু করে দেওয়ার কারণ হলো, দ্য ভিঞ্চি চেয়েছেন মোনা লিসাকে যেন ডানদিকের তুলনায় বামদিক থেকে আকারে বড় দেখায়। দ্য ভিঞ্চির ছোট্ট একটা রহস্য। ইতিহাসে দেখা যায় নারী ও পুরুষের দিক নির্ধারণ করা আছে– বাম মানে নারী, ডান মানে পুরুষ। দ্য ভিঞ্চি যেহেতু নারীধর্মের ভক্ত ছিলেন, মোনা লিসাকে তাই ডানদিকের চেয়ে বামদিক থেকে বেশি রাজসিক দেখাতে চেয়েছেন।'

'আমি শুনেছি তিনি নাকি... মানে, ইয়ে ছিলেন?' ছাগলদাড়ি মুচড়ে এক কয়েদি জানতে চাইল।

'ইয়ে ছিলেন মানে?'

'পুরষের সঙ্গে... সত্যি নাকি?'

সামান্য মুখ কোঁচকালেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। 'হিস্টোরিয়ানরা সাধারণত ঠিক এভাবে বলেন না, তবে কথাটা সম্ভবত মিথ্যা নয়– অনেকেই সন্দেহ করেন, দ্য ভিঞ্চি হোমোসেক্সুয়াল ছিলেন।'

'সেজন্যেই কি তিনি মেয়েদের সমস্ত ব্যাপারে ওরকম নিবেদিত ছিলেন?'

'আসলে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার ভারসাম্য ও সঙ্গতির সমর্থক ছিলেন দ্য ভিঞ্চি। তিনি বিশ্বাস করতেন পুরুষ ও নারীর উপাদান ছাড়া মানুষের আত্মা আলোকিত হতে পারে না।'

'এটা কি সত্যি যে মোনা লিসা আসলে দ্য ভিঞ্চির নিজের আদলে আঁকা?' জানতে চাইল রানা।

'অসম্ভব নয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'দ্য ভিঞ্চি একই সঙ্গে কৌতুকপ্রিয় ও কৌশলী মানুষ ছিলেন। মোনা লিসা আর তাঁর আত্মপ্রতিকৃতির মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া গেছে কমপিউটার বিশ্লেষণে, বিশেষ করে মুখ দুটোয়। তবে দ্য ভিঞ্চি যা-ই করতে চেয়ে থাকুন, তাঁর মোনা লিসা না মেয়ে না ছেলে। ছবিটা আসলে দুই লিঙ্গেরই লক্ষণ বহন করছে। ওটা আসলে দুটোর ফিউশন।'

'এ-সব কথা আন্দাজে বলা হচ্ছে, তাই না?'

'পেইন্টিংটা যে উভলিঙ্গ তার পক্ষে একটা বড় সূত্র রেখে গেছেন দ্য ভিঞ্চি। আপনারা কেউ ঈজিপশিয়ান ঈশ্বর আমন-এর নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' দৈত্যাকার একজন কয়েদি হাত তুলল। 'আমন কনডম-এর প্রতিটি বাক্সে লেখা আছে– পুরুষত্বের দেবতা।'

'আমন-এর দোসর কে জানেন? নারীত্বের দেবী।'

কথা বলছে না কেউ।

'তিনি হলেন আইসিস,' বললেন প্রফেসর, ডেস্ক থেকে একটা গ্রিজ পেন তুলে নিলেন। 'কাজেই আমরা একটা পুরুষ ঈশ্বর পেলাম, আমন।' নামটা লিখলেন তিনি। 'আর পেলাম একজন ঈশ্বরী, আইসিস। এক সময় আইসিস-এর পিকটগ্রাম ছিল: L'ISA.'

লেখা শেষ করে প্রজেক্টরের কাছ থেকে পিছিয়ে এলেন তিনি।

AMON L'ISA.

'কিছু বোঝা যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ইয়া আল্লা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা, 'মোনা লিসা!'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'জেন্টেলমেন, মোনা লিসার মুখই শুধু উভলিঙ্গ দেখতে নয়, তার নামও পুরুষ ও নারীর অলৌকিক ঐক্যের একটা অ্যানাগ্রাম। এটাই হলো দ্য ভিঞ্চির ছোট্ট রহস্য, এবং মোনা লিসার চতুর হাসির কারণ।'

'আপনার দাদু এখানে এসেছিলেন,' সোফিয়াকে বলল রানা। মোনা লিসা আর যখন মাত্র দশ ফুট দূরে, এই সময় হঠাৎ একটা হাঁটু মুড়ে মেঝেতে ঠেকাল রানা, আঙুল তাক করে রক্তের একটা শুকনো ফোঁটা দেখাল।

হাতের ব্ল্যাক লাইটটা সেদিকে তাক করল সোফিয়া।

হঠাৎ করেই রানার মনে পড়ল, এই আলো রক্ত খোঁজার কাজেই ব্যবহার করা হয়।

'দাদু এখানে কোনও কারণ ছাড়া আসবেন না,' ফিসফিস করল সোফিয়া, ধীরে ধীরে ঘুরল রানার দিকে। 'আমি জানি এখানে তিনি আমার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও মেসেজ রেখে গেছেন।' মোনা লিসার দিকে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে পেইন্টিংটার সরাসরি নীচের মেঝে আলোকিত করল সে।

'কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই,' বলল বটে রানা, তবে সেই মুহূর্তে মোনা লিসার সামনের প্রোটেকটিভ গ্লাসে বেগুনি একটা

চকচকে ভাব লক্ষ করল ও। হাত বাড়িয়ে সোফিয়ার কবজি ধরল, তারপর আলোটা ধীরে ধীরে উঁচু করে সরাসরি পেইন্টিংটার উপরে ফেলল।

দুজনেই স্থির হয়ে গেল ওরা।

কাঁচের গায়ে ছয়টা বেগুনি শব্দ জ্বলজ্বল করছে, লেখা হয়েছে সরাসরি মোনা লিসার মুখের উপর।

কিউরেটার ল্যাক বেসনের ডেস্কে বসে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল কানের সঙ্গে ফোনের রিসিভারটা আরও জোরে চেপে ধরল, অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ জোড়া। সে ভাবছে, ষাঁড় মহাশয়ের কথা শুনতে ভুল হয়নি তো আমার? 'সাবান? কিন্তু, মসিয়ো, রানা জিপিএস ডট সম্পর্কে কীভাবে জানবেন?'

'সোফিয়া ক্লাউডেল,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'সে-ই বলেছে তাকে।'

'কেন? কেন?'

'তা কী করে বলব! তবে এইমাত্র একটা রেকর্ডিং শুনে বুঝলাম কাজটা তারই।'

ভাষা হারিয়ে ফেলল রাউল। সোফিয়ার কি মাথা খারাপ হয়েছে! তার চাকরি তো যাবেই, জেলও না খাটতে হয়। 'কিন্তু, ক্যাপটেন, মসিয়ো রানা এখন কোথায়?'

'ওখানে কোনও ফায়ার অ্যালার্ম বেজেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

'না, মসিয়ো।'

'গ্যালারি গেটের তলা দিয়ে কেউ বেরিয়েও আসেনি?'

'না, মসিয়ো। আপনার নির্দেশ মত গেটে আমরা লুভারের একজন সিকিউরিটি অফিসারকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'ঠিক আছে, তার মানে মাসুদ রানা নিশ্চয়ই এখনও গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতরেই আছেন।'

'ভেতরে? কিন্তু কী করছেন ভেতরে?'

'লুভারের সিকিউরিটি গার্ড কি সশস্ত্র?' জানতে চাইলেন অকটেভ।

'জী, মসিয়ো। তিনি সিনিয়র ওয়ার্ডেন।'

'ভেতরে পাঠাও তাকে,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। 'আমার লোকজনকে এখনই আমি মিউজিয়ামে ফেরত পাঠাতে পারছি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে মসিয়ো রানা জানালা-দরজা ভেঙে কেটে পড়তে পারেন। গার্ডকে জানাও এজেন্ট সোফিয়াও থাকতে পারে তাঁর সঙ্গে।'

'সোফিয়া তো চলে গেছেন...' শুরু করল রাউল।

'তুমি তাকে নিজের চোখে যেতে দেখেছ?'

'না, মসিয়ো, তবে...'

'শোনো, শুধু তুমি নও, আর কেউই তাকে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। সবাই তাকে শুধু ঢুকতেই দেখেছে।'

রাউল চিন্তিত। 'মসিয়ো রানার সঙ্গে এজেন্ট সোফিয়া একা কী করছেন?'

'ব্যাপারটা যেভাবে পার হ্যান্ডেল করো তুমি,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। 'আমি ফিরে যেন দেখি, রানা ও সোফিয়া দুজনের হাতেই হ্যান্ডকাফ পরানো রয়েছে।'

ট্রেইলার ট্রাক স্টার্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে, সময় নষ্ট না করে নিজের লোকজনকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করলেন ক্যাপটেন অকটেভ। দেখা যাচ্ছে, মসিয়ো মাসুদ রানা অত্যন্ত পিচ্ছিল এক মানুষ। তার উপর এজেন্ট সোফিয়া সঙ্গে জুটে যাওয়ায় তাকে কোণঠাসা করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না।

ক্যাপটেন সিদ্ধান্ত নিলেন কোনও ঝুঁকি নেবেন না। তিনি তাঁর অর্ধেকেরও কম লোককে লুভার মিউজিয়ামে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাকি লোকদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে বিভিন্ন

জায়গায় পাঠালেন, যে-সব জায়গায় নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার আশায় যেতে পারে রানা।

চোদ্দো

প্লেক্সিগ্লাসের গায়ে লেখা ছয়টা শব্দের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে রানা। লেখাটা যেন শূন্যে ভাসছে, মোনা লিসার রহস্যময় হাসির উপর এবড়োথেবড়ো ছায়া ফেলেছে। 'প্রায়রি অভ সায়ান,' ফিসফিস করল ও। 'এতে প্রমাণ হয় আপনার দাদু একজন সদস্য ছিলেন।'

রানার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল সোফিয়া। 'লেখাটা আপনি বুঝতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এটা প্রায়রি অভ সায়ান-এর অন্যতম একটা দর্শন।'

SO DARK THE CON OF MAN

'রানা!' সোফিয়ার ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরল রানার, 'কে যেন আসছে!'

'আলো নেভান!' সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল রানা।

আলো নেভাল সোফিয়া।

হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখছে রানা। বাইরের করিডর থেকে সত্যি কার যেন পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'এদিকে!' অন্ধকারে হাতড়ে সোফিয়ার হাতটা ধরল রানা, আটকোনা ভিউইং ডিভানটা কোন্‌দিকে আছে আন্দাজ করে সেদিকে ঠেলা দিল তাকে, তারপর নিজেও তার পিছু নিল। ধীরে ধীরে লালচে আভাটা সয়ে আসছে চোখে।

কামরার আরেকপ্রান্তে পৌঁছে ডিভানের পিছনে লুকাল সোফিয়া। কিন্তু রানা লুকাবার আগেই দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল লুভার মিউজিয়ামের সশস্ত্র গার্ড।

'হল্ট!' হুংকার ছাড়ল সে।

ঘুরল রানা। গার্ডের লম্বা করা হাতে পিস্তল রয়েছে, সরাসরি ওর বুকের দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে হাত দুটো মাথার উপর তুলল ও।

'শুয়ে পড়ুন!'

নির্দেশ পালন করল রানা। এগিয়ে এসে লাথি মেরে ওর পা দুটো পরস্পরের কাছ থেকে যতটা পারা যায় সরাল গার্ড।

'আইডিয়াটা ভাল নয়, মসিয়ো রানা,' বলল গার্ড, পিস্তলের মাজল রানার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরল। 'আইডিয়াটা মোটেও ভাল নয়।'

সেইন্ট-সালপিস।

বেদির উপর থেকে লোহার তৈরি ভারী মোমদানীটা তুলল লেবরান, একটু কুঁজো হয়ে ফিরে আসছে অবিলিস্কটার দিকে। ফাঁপা মেঝের উপর ধূসর রঙের মার্বেলের আড়াল ভাঙতে হলে শব্দ হবে, ভাবল সে। পাথরের সঙ্গে লোহার সংঘর্ষ গম্বুজ আকৃতির সিলিঙে লেগে প্রতিধ্বনি তুলবে।

নান কি শুনতে পাবে আওয়াজটা? মনে হয় না, এতক্ষণে তার ঘুমিয়ে পড়বার কথা।

জানে চার্চে আর কেউ নেই, আলখেল্লা খুলে নগ্ন হলো লেবরান। শুধু কাঁটা লাগানো বেল্টটা থাকল উরুতে। লোহার

মোমদানীর চওড়া স্ট্যান্ড-এর মাথায় আলখেল্লাটা জড়াল সে, তারপর মেঝের টাইল-এ আঘাত করল। ভোঁতা একটা শব্দ হলো। এভাবে গায়ের জোরে বারকয়েক পিটানোর পর পাথরের মেঝে অবশেষে ভেঙে গেল। সদ্য তৈরি গর্তে উঁকি দিল লেবরান, তারপর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল নীচে।

প্রথমে কিছু পেল না সে। গর্তটা ছোট, মেঝে মসৃণ, খালি। তারপর, হাতটা আরও দূরে রোজ লাইনের সরাসরি নীচে পৌঁছাতে, কিছু একটার স্পর্শ পেল। মোটা ও চ্যাপ্টা একটা পাথর বলে মনে হলো। সাবধানে ধরে ধীরে ধীরে উপরে তুলে আনল সেটাকে। পাথরটার গায়ে কি যেন খোদাই করা রয়েছে।

খোদাই করা লেখাটা পড়ে অবাক হয়ে গেল লেবরান। সে ভেবেছিল কিস্টোনে কোনও জটিল নকশা থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরল ভাষায় শুধু লেখা রয়েছে–

JOB 38:11

বাইবেলের একটা পঙ্‌ক্তি? এত সহজ? মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে লেবরানের।

জব। চ্যাপ্টার থারটি-এইট। ভার্স ইলেভেন।

ভার্স ইলেভেন সবটুকু মুখস্থ নেই লেবরানের, তবে মনে পড়ছে তাতে এমন এক লোকের গল্প আছে যে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ হয়েছে।

মূল বেদির কাছে হেঁটে এসে চামড়া-মোড়া বাইবেলটা খুলল সে।

ওদিকে উপরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সিস্টার ক্যাথেরিন। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তাকে দেওয়া নির্দেশ পালন করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে, এই সময় দেখতে পেল আগন্তুক তার পরনের আলখেল্লা খুলে ফেলছে।

লোকটার ধবধবে সাদা শরীর দেখে আতঙ্কিত ও বিমূঢ় হয়ে

পড়ল সিস্টার। পিঠের সাদা চামড়ার উপর লালচে দাগগুলো আরও ভীতিকর ও কদর্য লাগছে তার চোখে। নিশ্চয়ই চাবুক মারা হয়েছে লোকটাকে!

লেবরানের উরুর বেল্ট ও ক্ষতটাও দেখল সিস্টার, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে ধূসর টাইল-এর মেঝেতে। আপনমনে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, অপাস ডেই-এর রীতি ও আচার কোনদিনও তার মাথায় ঢুকবে না। তবে এই মুহূর্তে এ-সব নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। অপাস ডেই কিস্টোনটা খুঁজছে। ওটার কথা তারা জানল কীভাবে সেটাই আশ্চর্য।

রক্তাক্ত সন্ন্যাসী আলখেল্লাটা পরে বেদির দিকে এগোচ্ছে, যাচ্ছে ওখানে রাখা বাইবেলটা খোলার জন্য।

ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে এসে করিডর ধরে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ফিরছে সিস্টার। হনহন করে হাঁটছে সে।

নিজের কামরায় পৌঁছে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো ক্যাথেরিন, কাঠের বিছানার তলা থেকে তিন বছর ধরে লুকিয়ে রাখা একটা এনভেলাপ বের করল।

এনভেলাপ খুলে একটা কাগজ পেল সিস্টার, তাতে প্যারিসের চারটে টেলিফোন নম্বর লেখা।

কাঁপতে কাঁপতে ডায়াল শুরু করল সে।

ওল্ড টেস্টামেন্ট ওল্টাচ্ছে লেবরান। বুক অভ জব খুঁজে পেল। খুঁজে পেল চ্যাপ্টার আটত্রিশ। পরমুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়ল সে, কারণ এগারো নম্বর পঙ্‌ক্তিতে মাত্র সাতটা শব্দ রয়েছে।

HITHERTO SHALT THOU COME, BUT NO FURTHER.

এ-পর্যন্তই আসবে তুমি, তার বেশি নয়।

মোনা লিসার নীচে, মেঝেতে শুয়ে রয়েছে রানা। ওর দিকে চোখ

রেখে সিকিউরিটি ওয়ার্ডেন পেরেট অগাস্টি দাঁতে দাঁত পিষছে। সে ভাবছে, এই বাস্টার্ড তার প্রিয় ব্যক্তি কিউরেটার ল্যাক বেসনকে খুন করেছে। সে একা নয়, তার সিকিউরিটি টিমের প্রত্যেকে ল্যাক বেসনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

রানার পিঠে একটা গুলি করতে চায় অগাস্টি। সিনিয়র গার্ডদের মধ্যে একমাত্র তাকেই সঙ্গে পিস্তল রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, ভাবল সে, গুলি খেয়ে মারা গেলে লোকটা আসলে বেঁচে যাবে। অন্তত ষাঁড় মহাশয়ের নির্যাতন আর ফ্রেঞ্চ প্রিজন সিস্টেম থেকে এই লোককে রেহাই দেওয়া যায় না।

ওয়াকি-টকি অন করে মেসেজ পাঠাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল অগাস্টি, কিন্তু যান্ত্রিক শব্দজট ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। পিস্তলটা এখনও রানার দিকে তাক করা, সাবধানে দরজার দিকে পিছু হটছে।

হঠাৎ কী যেন একটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল অগাস্টি।

ওহ্ গড, কী ওটা!

ভয়ে আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা হলো অগাস্টির। অস্পষ্ট একটা দেহরেখা সৃষ্টি হচ্ছে। কামরার ভিতরে আরও কেউ আছে? একটা মেয়ে! অন্ধকারে নড়ছে, হেঁটে যাচ্ছে বাম দিকের দেয়াল লক্ষ্য করে। তার সামনের মেঝেতে বেগুনি রঙের আলো আগুপিছু নড়াচড়া করছে, রঙিন টর্চলাইট নিয়ে কী যেন খুঁজছে সে।

'কে?' গলায় জোর এনে জানতে চাইল অগাস্টি। এই মুহূর্তে দ্বিধার মধ্যে রয়েছে সে, জানে না পিস্তলটা কার দিকে তাক করবে।

'পিটিইএস,' শান্তসুরে জবাব দিল তরুণী, এখনও নিজের কাজ করে যাচ্ছে– রঙিন আলোর সাহায্যে মেঝেতে কিছু খুঁজছে।

পুলিশ টেকনিক এট সায়েন্টিফিক।

অগাস্টি ইতোমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে। তার ধারণা ছিল জুডিশিয়াল পুলিশের সব কজন এজেন্ট চলে গেছে। বেগুনি আলোটাকে এখন সে আলট্রাভায়োলেট রে বলে চিনতে পারছে,

জানে পিটিইএস ব্যবহার করে এই আলো। কিন্তু তারপরও সে বুঝতে পারছে না ডিসিপিজে এখানে কেন এভিডেন্স খুঁজবে!

'কে আপনি?' গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল অগাস্টি। 'নাম কী?'

'চেঁচাবেন না,' মেঝেতে বসার সময় বলল রানা। 'ভয় পাবারও কিছু নেই। ওর নাম সোফিয়া ক্লাউডেল।' উঠে বসে হাত দুটো মাথার উপর তুলল।

সোফিয়া? এটা মসিয়ো ল্যাক বেসনের একমাত্র নাতনির নাম না? একসময় দাদুর সঙ্গে আসত মেয়েটি, তবে সে অনেক বছর আগের কথা।

'আপনি আমাকে চেনেন,' নিজের কাজ না থামিয়েই বলল সোফিয়া। 'আরেকটা কথা। মসিয়ো মাসুদ রানা আমার দাদুকে খুন করেননি। আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

কারও কথায় কিছু বিশ্বাস করতে রাজি নয় অগাস্টি। ওয়াকি-টকির সাহায্যে আরেকবার মেসেজ পাঠাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কামরার চৌকাঠ এখনও বিশগজ দূরে। রানার দিকে পিস্তল ধরে রেখে আবার পিছু হটতে শুরু করল সে। তার ব্যাকআপ দরকার।

পিছু হটবার সময় অগাস্টি লক্ষ করল তরুণী তার টর্চের রঙিন আলো মোনা লিসার উল্টোদিকের একটা ছবির উপর ফেলেছে। বড়সড় পেইন্টিংটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে।

আঁতকে উঠল গার্ড অগাস্টি, চিনতে পেরেছে ছবিটা কার।

ওহ্ গড, মেয়েটার উদ্দেশ্য কী?

কামরার উল্টোদিকে সোফিয়া অনুভব করল তার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে একটা মাস্টারপিস-এর চারপাশের গোটা এলাকা স্ক্যান করছে সে– সেটাও দ্য ভিঞ্চির ছবি।

কিন্তু আলট্রাভায়োলেট লাইটে অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেল না। না দেয়ালে, না মেঝেতে, না ক্যানভাসে।

কিন্তু এখানে কিছু একটা না থেকে পারে না!

এই মাস্টারপিসটার ক্যানভাস পাঁচ ফুট লম্বা। দ্য ভিঞ্চির আঁকা বিদঘুটে দৃশ্যটায় দেখা যাচ্ছে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা একটা পাথরের উপর জন দ্য বাপ্টিস্ট, অ্যাঞ্জেল ইউরিয়েল আর শিশু যিশুকে সঙ্গে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রয়েছে কুমারী মাতা মেরি। ছোটবেলায় যতবার মোনা লিসা দেখতে এসেছে সোফিয়া, তার দাদু প্রতিবার কামরার আরেক প্রান্তে টেনে এনে এই দ্বিতীয় ছবিটাও দেখিয়েছেন তাকে।

আপনমনে বিড় বিড় করল সোফিয়া। প্রিয় দাদু, আমি এসেছি এখানে! কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!

পিছন থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনে সোফিয়া বুঝতে পারছে রেডিও অন করে আবার কারও সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছে গার্ড।

জলদি! চিন্তা করো!

মোনা লিসার সামনে কাঁচ আছে, সেই কাঁচের উপর লিখতে পেরেছেন দাদুঃ So dark the con of man. কিন্তু এই ছবিটার সামনে কোনও কাঁচ নেই। জানা কথা, কিছু লিখে এত মূল্যবান একটা ছবি তার দাদু নষ্ট করবেন না।

থামল সোফিয়া। দাদু কিছু লিখবেন না... অন্তত ছবিটার উপরে, তাই না? তার দৃষ্টি উপরে ছুটে গেল, লম্বা কয়েকটা কেইবল ধরে উঠে যাচ্ছে, সিলিং থেকে নেমে আসা যে কেইবলের শেষপ্রান্তে ঝুলছে ক্যানভাসটা।

কাঠের ফ্রেমের বাম দিকটা ধরে নিজের দিকে টানল সোফিয়া, দেয়াল থেকে কিছুটা সরিয়ে আনছে ওটাকে। তারপর দেয়াল ও ক্যানভাসের মাঝখানে নিজের মাথা ও কাঁধ গলিয়ে দিল সে, আলোটা তুলে পিছনটা পরীক্ষা করছে।

না, কিছু নেই... এক সেকেন্ড!

ক্যানভাস ও ফ্রেমের মাঝখানে চকচকে কী যেন একটা গোঁজা রয়েছে না! আরে, ওটা তো একটা সোনার চেইনের প্রান্ত! তারপর

অবাক হয়ে সোফিয়া দেখল চেইনটার সঙ্গে একটা সোনালি চাবিও রয়েছে। নয় বছর বয়সে দেখা, তারপরও তার চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না।

ক্রুসের মাঝখানে এমবস করা রয়েছে আশ্চর্য একটা সিম্বল, অলঙ্কৃত ডিজাইনের সঙ্গে জড়ানো দুটো হরফ। পি.এস।

সোফিয়া শুনতে পেল দাদু তার কানে ফিসফিস করছেন: 'ওটা আমার প্রিয় ফুল। ফ্লও-দ্য-লি।'

তারপর: 'চাবিটা একদিন আমি তোমার হাতে তুলে দেব।'

আবেগে সোফিয়ার গলা বুজে এল, উপলব্ধি করছে মারা যাওয়ার পরও দাদু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। মনে পড়ল দাদু তাকে আরও বলেছিলেন: 'চাবিটা দিয়ে একটা বাক্স খোলা যায়। সেই বাক্সে অনেক রহস্য আছে।'

সোফিয়া এখন বুঝতে পারছে আজ রাতের শব্দ-ধাঁধার মূল বিষয় হলো এই চাবিটা। খুন হওয়ার সময় দাদুর সঙ্গে ছিল এটা। চাননি পুলিশের হাতে পড়ুক, তাই এই পেইন্টিংটার পিছনে লুকিয়ে রেখে গেছেন। তারপর বিস্ময়কর একটা ধাঁধার সৃষ্টি করেছেন, জিনিসটা শুধু যাতে সোফিয়া পেতে পারে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ওয়াকি-টকিতে চেঁচাচ্ছে গার্ড।

ছবির পিছন থেকে চাবিটা বের করে নিল সোফিয়া, তারপর ইউভি পেনলাইটের সঙ্গে পকেটে ভরে ফেলল। ক্যানভাসের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, গার্ড এখনও তার ওয়াকি-টকি কানে চেপে ধরে আছে। আগের মতই পিছু হটছে সে, হাতের পিস্তল রানার দিকে তাক করা।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' গলা চড়াল গার্ড।

যান্ত্রিক শব্দজট শুনতে পেল সোফিয়া। গার্ড মেসেজ পাঠাতে পারছে না। তার মনে পড়ল, ট্যুরিস্টরা মোনা লিসা চাক্ষুষ করবার আনন্দ সেল ফোনে আপনজনকে জানাতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হত এখানে, যোগাযোগ করতে পারত না।

কথা বলতে হলে কামরা থেকে করিডরে বেরুতে হবে গার্ডকে। তাই বেরুচ্ছে সে, কাজেই সোফিয়াকে এখন যা করবার দ্রুত করতে হবে।

ঝট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। দ্য ভিঞ্চি থাকতে চিন্তা কী তার! তাঁর সাহায্য নিয়েই বিপদ কাটাবার চেষ্টা করবে সে।

পিছু হটছে পেরেট অগাস্টি, সোফিয়ার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এদিকে তাকান,' বলল সোফিয়া।

তার দিকে তাকাল অগাস্টি, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠে বলল, 'হায় ঈশ্বর, না!' লালচে আভার মধ্যে সে দেখল কেইবল থেকে ছবিটা খুলে মেঝেতে খাড়া করে রেখেছে সোফিয়া। কী ব্যাপার, কী করছে? তারপর যখন বুঝল কী করছে, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় হয়ে জমে গেল তার রক্ত।

ক্যানভাসটা ঠিক মাঝখানে ফুলতে শুরু করেছে। কুমারী মেরি, শিশু যিশু আর জন দ্য বাপ্টিস্ট-এর চেহারা বিকৃত হয়ে উঠছে—যেন ব্যথা পাচ্ছে তারা।

'না!' গুঙিয়ে উঠল অগাস্টি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পিছন থেকে সোফিয়া তার একটা হাঁটু দিয়ে চাপ দিচ্ছে ক্যানভাসে। 'না!' সে ভাবছে, কাকে গুলি করব? মরে গেলেও আমি দ্য ভিঞ্চির কোনও ছবির ক্ষতি করতে পারব না!

'আপনার পিস্তল ও রেডিও মেঝেতে নামিয়ে রাখুন,' শান্ত সুরে বলল সোফিয়া। 'তা না হলে ছবিটা আমি ছিঁড়ে ফেলব। আর সেজন্যে আপনিই দায়ী থাকবেন।'

অগাস্টির মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পিস্তল ও ওয়াকি-টকি মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে, তারপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটো মাথার উপর তুলল।

'ধন্যবাদ,' বলল সোফিয়া। 'এখন আমি যা বলব তাই

করবেন। দেখবেন, তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।'

কয়েক মুহূর্ত পর। ইমার্জেন্সি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে এল রানা ও সোফিয়া।

গার্ডের পিস্তলটা এখন রানার হাতে। 'খুবই মূল্যবান একটা জিনিস আপনি নষ্ট করতে যাচ্ছিলেন,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'ম্যাডোনা অভ দ্য রকস,' বলল সে। 'তবে বাছাইটা আমার নয়, দাদুর। ছবিটার পেছনে আমার জন্যে ছোট্ট একটা জিনিস রেখে গেছেন তিনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে কোন্ ছবিটা বাছাই করেছেন তিনি? এত থাকতে ম্যাডোনা অভ দ্য রকস-ই বা কেন?'

'So dark the con of man,' বলল সোফিয়া, চোখে-মুখে বিজয়িনীর উল্লাস। 'প্রথম দুটো অ্যানাগ্র্যাম আমি মিস করেছি, রানা। তৃতীয়টা ঠিকই ধরে ফেলেছি।'

পনেরো

সেইন্ট-সালপিস্-চার্চ।

নিজের কামরা থেকে টেলিফোনে কথা বলছে সিস্টার ক্যাথেরিন। 'তাঁরা মারা গেছেন!' অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ পাঠাচ্ছে সে। 'প্লিজ মেসেজটা পিক করুন! সবাই তাঁরা মারা গেছেন!'

তালিকার প্রথম তিনটে ফোন নম্বর ভীতিকর ফলাফল প্রসব

করেছে– আধ-পাগল এক বিধবা, মৃত্যুশোকে কাতর কোনও পরিবারকে সান্ত্বনাদানরত একজন বিষণ্ণ প্রিস্ট, রাত জেগে মার্ডার কেসের তদন্তে ব্যস্ত এক ডিটেকটিভ। ক্যাথেরিন বুঝল, তিনটে কনট্যাক্ট-ই মারা গেছে।

সবশেষে চতুর্থ ও শেষ নম্বরে ডায়াল করেছে সিস্টার। কথা হয়ে আছে, প্রথম তিনটে থেকে সাড়া না পেলেই কেবল চতুর্থ নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

এখানে একটা অ্যানসারিং মেশিন পেয়েছে সে। মেশিন কারও নাম উচ্চারণ করল না, শুধু বলা হলো– কোনও মেসেজ থাকলে রেখে যান।

'ফ্লোর প্যানেল ভেঙে ফেলা হয়েছে!' সিস্টারের বলবার সুরে আবেদন। 'বাকি তিনজন বেঁচে নেই।'

যে চার ব্যক্তিকে প্রোটেকশন দিচ্ছে সিস্টার ক্যাথেরিন তাদের পরিচয় তার জানা নেই, শুধু জানে, বিছানার তলায় রাখা প্রাইভেট ফোন নম্বরগুলো শুধু একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যাবে।

অচেনা বার্তাবাহক তাকে বলেছিল: *ওই ফ্লোর প্যানেল যদি কখনও ভাঙা হয় তা হলে বুঝতে হবে আমাদের ওপর মহল ধসে পড়েছে। বুঝতে হবে মারাত্মক হুমকির মুখে মরিয়া হয়ে আমাদের কেউ একটা মিথ্যেকথা বলেছে। নম্বরগুলোয় ফোন করবেন। বাকি সবাইকে সাবধান করে দেবেন। এই কাজটায় আপনার যেন কোনও ভুল না হয়।*

প্ল্যানটা সহজ অথচ ফুলপ্রুফ। ব্রাদারদের কারও পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে যায়, সে মিথ্যে বলবে; আর অমনি একটা মেকানিজম চালু হয়ে গিয়ে বাকিদেরকে সাবধান করে দেবে। যদিও দেখা যাচ্ছে একজন নয়, আরও বেশি ব্রাদার বিপদে পড়েছে।

'দয়া করে জবাব দিন,' ভয় পাওয়ায় ফিসফিস করছে সিস্টার। 'আপনি কোথায়?'

'রিসিভারটা নামিয়ে রাখুন,' দোরগোড়া থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আঁতকে উঠে ঘুরল সিস্টার। প্রকাণ্ডদেহী সন্ন্যাসীকে দেখে দম বন্ধ হয়ে এল তার। লোহার ভারী মোমদানীটা শক্ত করে ধরে আছে সে।

কাঁপতে কাঁপতে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল সিস্টার।

'সবাই তারা মারা গেছে,' বলল সন্ন্যাসী। 'চারজনই। মারা যাবার আগে আমাকে বোকা বানিয়ে রেখে গেছে তারা। এবার আপনি বলুন আমাকে, কিস্টোনটা কোথায়।'

'জানি না!' সিস্টার ক্যাথেরিন সত্যি কথাই বলছে। 'ওটা একটা গোপন তথ্য, আমার তা জানার কথা নয়।' *যাদের জানার কথা তারা মারা গেছে।*

সন্ন্যাসী কামরায় ঢুকল। এগিয়ে আসছে। তার সাদা মুঠো আরও যেন শক্ত করে চেপে ধরল ভারী মোমদানীটা। 'চার্চের একজন সিস্টার আপনি, তারপরও তাদের হয়ে কাজ করেন?'

'যিশুর সত্যিকার মেসেজ তো একটাই,' প্রতিবাদের সুরে বলল সিস্টার। 'সেই মেসেজটা অপাস ডেই-এর মধ্যে আমি দেখি না।'

সন্ন্যাসীর চোখ অকস্মাৎ প্রচণ্ড রাগে যেন দপ্ জ্বলে উঠল। লোহার মোমদানীটা মাথার পাশে তুলল সে, তারপর সবেগে নামিয়ে আনল বৃদ্ধার মাথায়।

কোনও শব্দ না করে ঢলে পড়ছে সিস্টার। জগৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে হতাশা গ্রাস করল তাকে– চারজনই মারা গেছে! মহামূল্যবান সত্য চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল!

চওড়া পাকা চাতাল ধরে ছুটছে রানা ও সোফিয়া।

'ওই যে আমার স্মার্টকার!' হাত তুলে রাস্তার ওপারের কার পার্কিং-এর জায়গাটা দেখাল সোফিয়া। এটা মিউজিয়ামের পিছন দিক।

সামনের দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে, অ্যালার্মের শব্দকে ছাপিয়ে। বাঁক নিয়ে যে-কোন মুহূর্তে পুলিশ কার চলে আসবে এদিকে।

রক্তবর্ণ গাড়িটার কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে গেল রানা। এত ছোট! ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে সোফিয়া বলল, 'স্মার্টকারের মজা হলো, এক লিটারে একশো কিলোমিটার পার।'

'আমি চালাই?'

'প্লিজ!'

কার পার্কিং থেকে বেরিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল রানা, দশ সেকেন্ডও পেরোয়নি গলির মুখটাকে পাশ কাটাল পুলিশ কার।

এ-গলি ও-গলি হয়ে কয়েক মিনিট পর শম্‌য এলিজে-র উল্টোদিকের রাস্তায় পৌঁছাল ওদের টু-সিটার স্মার্টকার, অন্য পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে লুভার মিউজিয়ামের দিকে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

'দেখতে চাই কী করছে পুলিশ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। 'আপনার এই গাড়ি তো ওরা চেনে না।'

মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির স্পিড একটু কমাল রানা। পুলিশ ওদেরকে ধাওয়া করতে গেছে বলে মনে হলো না, চওড়া চাতালে তাদের বেশ কয়েকটা টহল কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিক থেকে আরও গাড়ি আসতে দেখা গেল।

মিউজিয়াম পিছনে ফেলে এল ওরা। বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। 'কিছু বলছেন না যে?' জিজ্ঞেস করল ও।

পাশেই বসে আছে সোফিয়া, তবে চলে গেছে অন্য কোনও জগতে।

চিন্তা করছে রানা ...

So dark the con of man.

সোফিয়ার মাথায় বিদ্যুচ্চমকের মত বুদ্ধিটা খেলে গেছে।

Madonna of the rocks.

একটা আরেকটার নিখুঁত অ্যানাগ্রাম।

সোফিয়ার জানা ছিল দাদু ওই ছবির পিছনে তার জন্য কিছু একটা রেখে গেছেন। ফাইনাল কোনও মেসেজ? দাদুর অসামান্য বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারছে না সোফিয়া, কিছু লুকাবার জন্য ম্যাডোনা অভ দ্য রকস-এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

আজ সন্ধ্যায় সিম্বলিজমের যে চেইন তৈরি হয়েছে, ম্যাডোনা অভ দ্য রকস তারই একটা লিঙ্ক। রানাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ও ভেঙেচুরে।

মিলান-এর স্যান ফ্রানসেসকো চার্চের বেদিতে সেন্টারপিস হিসাবে রাখবার জন্য ছবিটা আঁকবার ফরমাশ করা হয়েছিল। ছবির মাপ ও বিষয়বস্তু কী হবে তা খুব ভালভাবে নানরা বুঝিয়ে দিয়েছিল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে– কুমারী মাতা মেরি, জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট, ইউরিয়েল আর নবজাতক যিশু একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। ফরমাশ অনুসারেই কাজ করেন দ্য ভিঞ্চি, কিন্তু ডেলিভারির সময় নানদের গ্রুপটা ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। ছবিটা তিনি বিতর্কিত ও বিব্রতকর ডিটেইলস-এ ভরে তুলেছিলেন।

তাদেরকে খুশি করবার জন্য আরেকটা ছবি আঁকেন দ্য ভিঞ্চি। সেটার নাম দেওয়া হয়: ভার্জিন অভ দ্য রকস্।

ছবিটা এখন লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে আছে।

'পেইন্টিংটার পেছনে কি ছিল?' সব শোনার পর সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা।

একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। 'দেখাব আপনাকে। আগে আমরা দূতাবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাই।'

'কোনও জিনিস?' রানা বিস্মিত। 'মসিয়ো বেসন ফিজিকাল কিছু রেখে গেছেন?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। বলল, 'এমবস করা ফ্লুও-দ্য-লি-র সঙ্গে দুটো ইনিশিয়াল।'

রানার সন্দেহ হলো, বোধহয় ভুল শুনছে।

পকেটে রাখা চাবিটার কথা ভাবছে সোফিয়া। ছোটবেলায়, সেই প্রথমবার দেখবার অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। তেকোনা শাফট, যোগচিহ্নের মত ক্রুস, গায়ে বিন্দু বিন্দু দাগ, এমবস করা ফুলের নকশা ও দুটো হরফ– P.S।

চাবিটার কথা বহু বছর সোফিয়ার মনে পড়েনি, তবে ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে কাজ করবার সুবাদে সিকিউরিটি সম্পর্কে প্রচুর শিখেছে সে, তাই চাবিটার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তাকে এখন আর হতভম্ব করে না। দাঁত নেই, তার বদলে লেযার দিয়ে পোড়ানো বিন্দু বিন্দু দাগ আছে; ওগুলো পরীক্ষা করবে একটা ইলেকট্রনিক চোখ। সেই চোখ যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ছয়কোনা দাগগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রাখছে তা হলে সংশ্লিষ্ট তালাটা খুলবে।

এ-ধরনের একটা চাবি দিয়ে কী খোলা যাবে সোফিয়ার কোনও ধারণা নেই। তবে তার বিশ্বাস, রানা বলতে পারবেন। অন্তত কখনও না দেখা সত্ত্বেও চাবিটার এমবস সিল-এর হুবহু বর্ণনা দিতে পেরেছেন তিনি। মাথার দিকে ওই যোগচিহ্ন নাকি কোনও এক খ্রিশ্চান অর্গানাইজেশনের লোগো, অথচ সোফিয়া এমন কোনও চার্চের কথা শোনেনি যেখানে লেযার-টুলড্ ভ্যারিইং মেইট্রিক্স চাবি ব্যবহার করা হয়।

তা ছাড়া, ভাবল সোফিয়া, আমার দাদু খ্রিশ্চান ছিলেন না...

তার প্রমাণ দশ বছর আগেই প্রত্যক্ষ করেছে সোফিয়া। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, সেটাও একটা চাবি ছিল, তবে এটার মত নয়– সেই চাবি সোফিয়ার কাছে দাদুর আসল চেহারাটা মেলে ধরেছিল।

বিকেলটা খুব গরম, প্লেন থেকে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে নেমে

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরছে সোফিয়া। চাপা উত্তেজনা বোধ করছে সে, দাদুকে দারুণ চমকে দেওয়া যাবে। ব্রিটেনের গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে গ্রীষ্মের ছুটিটা নির্দিষ্ট সময়ের দিন কয়েক আগেই পাওয়া গেছে, দাদুর সঙ্গে দেখা করে কোড-ডিকোড কী শিখেছে বলবার জন্য অস্থির হয়ে আছে সোফিয়া।

তবে নিজেদের প্যারিসের বাড়িতে এসে দাদুকে সোফিয়া পেল না। হতাশ হয়ে সে ভাবল, তার আসবার কথা জানা না থাকায় নিশ্চয়ই মিউজিয়ামে কোনও কাজে গেছেন তিনি। কিন্তু আজ শনিবার, আর সময়টা বিকেল! এখন তো দাদুর মিউজিয়ামে থাকবার কথা নয়। ছুটির দিনগুলোয় তিনি সাধারণত...

মুচকি হেসে গ্যারেজের দিকে ছুটল সোফিয়া। গিয়ে দেখে যা ভেবেছে তা-ই, দাদুর গাড়িটা নেই। আজ সাপ্তাহিক ছুটির শুরু। আর ছুটির দিনে এক জায়গাতেই যান কিউরেটার বেসন– উত্তর প্যারিসে, তাঁর শ্যাতোয়। ওখানে যাওয়ার জন্যই শুধু গাড়িটা ব্যবহার করেন তিনি।

ছুটি কাটানোর মেজাজ তো সোফিয়ারও, কাজেই দাদুকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে সন্ধের আগেই এক বান্ধবীর গাড়ি চেয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

পাহাড় টপকে, নদী পেরিয়ে রাত দশটার দিকে গন্তব্যে পৌঁছাল সোফিয়া। প্রাইভেট রোডটা প্রায় এক মাইল লম্বা। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসবার পর গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখতে পেল সে। পাথরের তৈরি পুরানো, প্রকাণ্ড একটা দালান; ছোটখাট পাহাড়ের পাশে বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে।

সোফিয়ার ধারণা ছিল, এত রাতে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে দাদু। তবে বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। তার আনন্দ বিস্ময়ে পরিণত হলো গাড়ি-বারান্দাটা দামি সব গাড়িতে ঠাসা রয়েছে দেখে। মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ, রোলস-রয়েস... কী নেই!

বিস্মিত হলেও, আপনমনে হাসল সোফিয়া। কে বলে তার দাদু নিভৃতচারী? ওটা আসলে তাঁর ভান! দেখা যাচ্ছে ওর স্কুলে থাকার সুযোগে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রীতিমত পার্টির আয়োজন করেন দাদু! আর গাড়ির বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে প্যারিসের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই শুধু উপস্থিত থাকেন সে পার্টিতে।

দাদুকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে, ছুটে সদর দরজার সামনে চলে এল সোফিয়া। কিন্তু দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো সে। নক করল। সাড়া দিচ্ছে না কেউ। বাড়ির পিছনে এসে খিড়কি দরজায় নক করল, তারপরও কারও সাড়া নেই।

কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া। কোনও মিউজিক নেই। কারও গলা পাওয়া যাচ্ছে না। বনভূমিও নীরব।

বাড়ির পাশে চলে এসে কাঠের স্তূপে চড়ল সোফিয়া, তারপর জানালার কাঁচে চোখ রেখে লিভিং রুমের ভিতরে তাকাল। কেউ নেই। গোটা ফার্স্ট ফ্লোর খালি পড়ে আছে।

ব্যাপারটা কী! এত লোক গেল কোথায়?

এক ছুটে উডশেড-এ চলে এল সোফিয়া, জানে স্পেয়ার চাবিটা কোথায় রাখেন দাদু। কাঠের একটা বাক্স থেকে চাবিটা নিয়ে সদর দরজায় ফিরে এল সে, তালা খুলে হল-এ ঢুকল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেলে একটা লাল আলো ঘনঘন জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। ওটা একটা ওয়ার্নিং, দশ সেকেন্ডের মধ্যে যথাযথ কোড টাইপ করতে হবে, তা না হলে বেজে উঠবে সিকিউরিটি অ্যালার্ম।

সোফিয়ার আশ্চর্য লাগল। পার্টি চলার সময় অ্যালার্ম অন করে রেখেছেন দাদু? ঝামেলা এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি কোড টাইপ করতে হলো তাকে।

ভিতরে ঢুকে গোটা একতলা খালি পেল সোফিয়া। উপরতলাও। সিঁড়ি বেয়ে আবার নেমে এসেছে লিভিং রুমে,

মেঝেতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চিন্তা করছে সে, ব্যাপারটা কী!

এই সময় শুনতে পেল সোফিয়া।

ভোঁতা কণ্ঠস্বর। যেন নীচ থেকে উঠে আসছে। ঘাবড়ে গেছে সোফিয়া। তবে সাহস হারায়নি। লিভিং রুমে বসল সে, তারপর নিচু হয়ে মেঝেতে কান ঠেকাল। কোনও সন্দেহ নেই, আওয়াজটা নীচ থেকেই উঠে আসছে। শব্দটা... যেন অনেক মানুষ সুর করে কিছু পড়ছে, কিংবা গান গাইছে।

ভয় পেল সোফিয়া। আওয়াজটার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল এই উপলব্ধি যে বাড়িটায় কোনও বেযমেন্ট নেই। অন্তত সে কোনওদিন কোনও বেযমেন্ট দেখেনি। অথচ সেখান থেকে উঠে আসছে আওয়াজ।

লিভিং রুমটা খুঁটিয়ে দেখছে সোফিয়া। গোটা বাড়িতে মাত্র একটা জিনিসকে মনে হলো জায়গামত নেই– একটা অ্যান্টিক ট্যাপেস্ট্রি, দেয়াল ঢাকার জন্য এমব্রয়ডারি করা পরদা। সাধারণত ফায়ারপ্লেসের পাশে পুব দেয়ালে থাকে। আজও তা-ই রয়েছে, তবে একপাশে সরানো, ফলে ওটার পিছনের দেয়াল নিরাবরণ হয়ে পড়েছে।

কাঠের দেয়ালের দিকে এগোবার সময় সোফিয়া বুঝতে পারল, সুরেলা কোরাসের আওয়াজ আরও বাড়ছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কাঠের গায়ে কান ঠেকাল সে। গলার আওয়াজ এখন আরও পরিষ্কার। কোনও সন্দেহ নেই, বেশ কিছু মানুষ সুর করে কিছু আবৃত্তি করছে। তবে কী আবৃত্তি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

তার মানে, ভাবল সোফিয়া, এই দেয়ালের পিছনটা ফাঁকা। প্যানেলের কিনারায় আঙুল বুলিয়ে কয়েক সেকেন্ড খুঁজতেই একটা খুদে খাঁজ পাওয়া গেল। অত্যন্ত কৌশলে জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে। খাঁজে আঙুল বাধিয়ে টান দিতেই একটা স্লাইডিঙ ডোর খুলে গেল। সেই সঙ্গে কোরাসের আওয়াজ বেড়ে গেল হঠাৎ।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, প্যাঁচানো একটা পাথুরে সিঁড়ি

বেয়ে নামতে শুরু করল সোফিয়া। সেই ছোটবেলা থেকে এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে সে, অথচ আজ পর্যন্ত এই সিঁড়ির অস্তিত্ব সর্ম্পকে তার কোন ধারণাই ছিল না! কিচ্ছু বলেনি কেউ।

যত নামছে ততই ঠাণ্ডা লাগছে বাতাস। কোরাসটা আগের চেয়ে জোরাল। পুরুষ ও নারী কণ্ঠস্বর এখন আলাদা করা যাচ্ছে। সিঁড়িটা প্যাঁচানো বলে তার দৃষ্টি খুব বেশি দূর যাচ্ছে না, তবে শেষ প্যাঁচ ঘুরছে সে, এখনই দেখা যাবে কী হচ্ছে এখানে।

শেষ প্যাঁচটা ঘুরে সামনে বেযমেন্টের অল্প খানিকটা মেঝে দেখতে পেল সোফিয়া। পাথরের উপর ফায়ারপ্লেসের কাঁপা কাঁপা কমলা আভা পড়েছে।

দম আটকে রেখে আরও কয়েকটা ধাপ নামল সোফিয়া, তারপর উবু হয়ে বসে সামনে তাকাল। কী দেখছে বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল তার।

কামরাটা গুহার মত, সম্ভবত পাশের পাহাড়ের গ্র্যানিট কেটে তৈরি করা হয়েছে। আলো আসছে শুধু দেয়ালে আটকানো মশাল থেকে। লালচে আলোর আভায় দেখা গেল, চেম্বারের মাঝখানে ত্রিশ-বত্রিশজন মানুষ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বপ্ন? নিজেকে চিমটি কাটল সোফিয়া। ব্যথা পেয়ে নিঃশব্দে মুখ বাঁকাল। তারপরও ভাবছে, এ স্বপ্ন না হয়ে যায় না।

কামরায় উপস্থিত সবাই মুখোশ পরে আছে। মেয়েরা পরেছে সাদা গাউন, সোনালি জুতো। তাদের মুখোশও সাদা। সবার হাতে একটা করে সোনালি গোলক দেখা যাচ্ছে। পুরুষরা পরেছে লম্বা কালো টিউনিক ও কালো মুখোশ।

তাদের সামনের মেঝেতে কিছু একটা রাখা আছে। সেটার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিতে বৃত্তের সবাই দুলে দুলে, সুর করে কোরাস গাইছে। সোফিয়া ঠিক দেখতে পাচ্ছে না জিনিসটা কী।

কোরাসের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। আওয়াজটা এক সময় প্রচণ্ড হয়ে উঠল। তাঁরা সবাই বৃত্তের ভিতর দিকে এক পা করে

সামনে এগোল, তারপর হাঁটু গাড়ল মেঝেতে। এতক্ষণে সোফিয়া দেখতে পেল তাদের সামনে জিনিসটা কী।

সেই মুহূর্তেই, আতঙ্কে পিছু হটার সময়, সোফিয়া উপলব্ধি করল, ছবিটা চিরকালের জন্য তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। বমি করে ফেলবে বুঝতে পেরে ঘুরল সে, দেয়াল ধরে তাল সামলে ফিরে এল সিঁড়িতে।

ধাপ বেয়ে কীভাবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠেছে বলতে পারবে না সোফিয়া। খালি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে, ভূতে পাওয়া মানুষের মত ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে ফিরে গেল শহরে।

সোফিয়ার মনে হয়েছে সেই রাতটা তার জন্য অভিশপ্ত ছিল। মনে হয়েছে বেঈমানী করা হয়েছে তার সঙ্গে। নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ত্যাগ করল সে। ডাইনিং রুমের টেবিলে একটা চিরকুট রেখে এল:

ওখানে আমি গিয়েছিলাম। আমাকে খুঁজো না।

চিরকুটের পাশে শ্যাতোর উডশেড থেকে নেওয়া স্পেয়ার চাবিটা রেখে এসেছে সোফিয়া।

হঠাৎ সেল ফোনটা বেজে ওঠায় এক নিমেষে বর্তমানে ফিরে এল সোফিয়া। পকেট থেকে সেট বের করে নম্বরটা দেখল। 'আপনার ফোন,' বলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সেটটা।

ঠিক এই সময় স্মার্টকারের ব্রেক কষল রানা।

সামনে তাকিয়ে সোফিয়া দেখল অ্যাভিনিউ গ্যাব্রিয়েল-এ রয়েছে তারা, প্রায় একশো গজ দূরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ দূতাবাসের বড়সড় সুদৃশ্য দালানটা। রানা শুধু ব্রেক করেনি, গাড়িটা ধীরে ধীরে ঘুরিয়েও নিচ্ছে। কারণটা পরিষ্কার– দূতাবাসের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করে পজিশন নিয়েছে পুলিশ। ডিসিপিজে-র দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যারিকেডের এপাশে। কিছু একটা সন্দেহ করে ড্রাইভাররা যে যার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ফোন সেটটা কানে চেপে ধরে এতক্ষণে রানা বলল, 'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই,' রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার প্রধান অর্জনের কণ্ঠস্বর। 'বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে ভুলেও যাবেন না।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ, অর্জন। তোমরা সব ভাল তো?'

'জী, মাসুদ ভাই। আপনার কোনও সাহায্য লাগলে...'

'আপাতত লাগবে না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

ষোলো

ছোট গাড়ি, এবারও সরু একটা গলিতে ঢুকে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিল রানা। পিছু নিয়ে কেউ আসছে না বুঝতে পেরে কাজের কথা পাড়ল সোফিয়া। সোয়েটারের পকেট থেকে তেকোনা চাবিটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'রানা, এটা একবার দেখুন। ম্যাডোনা অভ দ্য রকস-এর পেছনে এটাই দাদু আমার জন্যে রেখে গেছেন।'

চোখে-মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল, জিনিসটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রানা। বেশ ভারী, ক্রুসের মত দেখতে, শাফটটা তেকোনা, গায়ে বিন্দু বিন্দু ছয়কোনা দাগ।

মুখ তুলল রানা। 'এটা লেযার-কাট কি,' বলল ও। 'ছয়কোনা দাগগুলো ইলেকট্রনিক চোখ দিয়ে পড়া যায়।'

'উল্টোদিকটা দেখুন,' বলল সোফিয়া।

বাঁক নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল রানা, এত রাতে ফাঁকা পড়ে আছে। চাবিটা ঘোরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে উঁচু হলো ভ্রূজোড়া। ক্রুস-এর মাঝখানে এমবস করা রয়েছে ফ্লও-দ্য-লি, তার পাশে

একজোড়া ইনিশিয়াল– P.S.

'সোফিয়া,' বলল রানা, গলায় উত্তেজনা, 'এই সিল-এর কথাই আপনাকে আমি বলেছিলাম। প্রায়রি অভ সায়ান-এর অফিশিয়াল সিল।'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে,' বলল সোফিয়া। 'আমিও আপনাকে বলেছি, এই চাবি আমি বহু বছর আগে দেখেছিলাম। দাদু আমাকে নিষেধ করে বলেছিলেন, এ-সম্পর্কে আমি যেন আর কাউকে কিছু না বলি।'

গাড়ি চালাবার ফাঁকে এমবস করা চাবিটা এখনও খুঁটিয়ে দেখছে রানা। জিনিসটার মধ্যে হাই-টেক প্রযুক্তি ও পুরানোদিনের সিম্বলিজম ব্যবহার করে প্রাচীন ও আধুনিক দুনিয়ার ফিউশন ঘটানো হয়েছে।

খুক করে কেশে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোফিয়া। 'দাদু আমাকে বলেছেন, এই চাবি দিয়ে একটা বাক্স খোলা যায়। বাক্সটায় তাঁর অনেক রহস্য আছে।'

ল্যাক বেসনের মত মানুষ কী ধরনের রহস্য রেখে গেছেন, কল্পনা করতে গিয়ে রানার গা শিরশির করে উঠল। প্রায়রি টিকেই আছে শুধুমাত্র অপ্রকাশিত একটা রহস্যকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। এই চাবিটার সঙ্গে কি তার কোনও সম্পর্ক আছে? 'আপনি জানেন না, এটা দিয়ে কোন্ বাক্সটা খোলা যায়?'

জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল সোফিয়া। হতাশ দেখাচ্ছে তাকে। 'আমার ধারণা ছিল আপনি আমাকে জানাবেন।'

একমনে কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল রানা। তারপর আবার দেখল চাবিটা।

'দেখে মনে হচ্ছে খ্রিশ্চান, তাই না?' জানতে চাইল সোফিয়া।

নিশ্চিত নয় রানা। রানার জানামতে কোনও খ্রিশ্চান চার্চ বা সমাজ এ-ধরনের ক্রুস ব্যবহার করে না। টরচার ডিভাইস হিসাবে রোমানরা দীর্ঘ দণ্ডসহ যে ল্যাটিন ক্রুস তৈরি করেছিল তার সঙ্গে

এটার কোনও মিল নেই।

সামনের রাস্তায় চোখ রেখে রানা বলল, 'সোফিয়া, আমি শুধু আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে যোগচিহ্নের মত এই ক্রসকে শান্তির প্রতীক বলে মনে করা হয়। এমনিতেও বোঝা যায় যে তেকোনা কাঠামো ক্রুসিফিকশন-এর জন্যে উপযোগী নয়। এটার খাড়া ও আড়াআড়ি অংশের মধ্যে যে ভারসাম্য দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক মিলন-এর কথা বলতে চাইছে, অর্থাৎ প্রায়রি-র দর্শনের সঙ্গে প্রতীকী অর্থে সঙ্গতি বজায় রাখছে এই ক্রস।'

রানার দিকে সতর্ক চোখে তাকাল সোফিয়া। 'আপনার আসলে কোনও ধারণা নেই, তাই না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বিন্দুমাত্র না।'

'ঠিক আছে, আগে চলুন রাস্তা থেকে সরি। চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে নিরাপদ একটা জায়গা দরকার আমাদের।'

প্রথমেই হোটেলের আরামদায়ক স্যুইটের কথা মনে পড়ল রানার। না, ওখানে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। 'আপনার আপত্তি না থাকলে, আমার এজেন্সির কোনও সেফ হাউসে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল সোফিয়া। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। নিজেও জানেন পুলিশের কাছ থেকে ওগুলোর একটাও এখন আর সেফ নয়,' বলল সে। 'সম্ভাব্য সবগুলো সেফ হাউসের ওপর নজর রাখছে ওরা। আমার জানামতে সিআইএ-রও প্রতিটি সেফ হাউস চেনেন অকটেভ, এটাই তাঁর কাজ।'

'আপনি প্যারিসে বাস করেন, অনেক লোককে চেনেন...'

'অকটেভ আমার ফোন ও ই-মেইল রেকর্ডস চেক করবেন, জেরা করবেন আমার সহকর্মীদেরকে। হোটেলে ওঠাও সম্ভব নয়, কারণ উঠতে হলে পরিচয়-পত্র দেখাতে হবে।'

'আপনার পকেটের কী অবস্থা?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

সোয়েটারের পকেট থেকে ছোট একটা পার্স বের করে খুলল সোফিয়া। 'একশো ইউরো। কেন?'

'ক্রেডিট কার্ড?'

'অবশ্যই।'

জ্যাকেটের আস্তিন সরিয়ে কালেক্টর'স-এডিশন মিকি মাউয রিস্টওয়াচ দেখল রানা। দুটো বেজে পনের মিনিট।

'ইন্টারেস্টিং ওয়াচ,' মন্তব্য করল সোফিয়া।

'এটার একটা লম্বা ইতিহাস আছে,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। তারপর গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল ও। একটু পর বলল, 'পুলিশ এখন এই গাড়িটা খুঁজছে।'

'আপনার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। কী সেটা?'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন।' ডিপ্লোম্যাটিক এরিয়াকে পাশ কাটিয়ে এসে উত্তরে ছুটছে ওদের গাড়ি।

কিছুক্ষণ পর এলাকাটা চিনতে পারল সোফিয়া। ওদের সামনে কাঁচ ঢাকা ট্রেন টার্মিনাল দেখা যাচ্ছে।

এক সারি ট্যাক্সির পিছনে, নিষিদ্ধ এলাকায় স্মার্টকার থামাল রানা, রাস্তায় পার্ক করবার প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও। সোফিয়া কোনও প্রশ্ন করবার আগেই গাড়ি থেকে নেমে গেল রানা। দ্রুত পা চালিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ানো ট্যাক্সির পাশে পৌঁছাল, ঝুঁকে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে।

স্মার্টকার থেকে নামবার সময় সোফিয়া দেখল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এক তাড়া ইউরো দিচ্ছে রানা। ওর কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, তারপর সোফিয়াকে হকচকিয়ে দিয়ে, ওদেরকে না তুলেই ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল।

'কী ব্যাপার?' ফুটপাথে রানার পাশে এসে দাঁড়াল সোফিয়া, রাস্তার বাঁকে ট্যাক্সিটাকে হারিয়ে যেতে দেখছে।

ট্রেন স্টেশনের গেটের দিকে এগোল রানা। 'আসুন, ট্রেনের দুটো টিকিট কাটি। প্রথম কাজ প্যারিস থেকে বেরিয়ে যাওয়া।'

*

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিলেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। ড্রাইভারকে বললেন, 'ক্যাসটেল গ্যানডলফো।'

রোমের ড্রাইভাররা সবাই জানে ওখানে পোপ-এর একটা বাড়ি আছে, গ্রীষ্মকালটা সেখানেই কাটান তিনি।

পরনের কালো পরিচ্ছদটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আরাম করে বসলেন বিশপ বেলমন্ড। পাঁচ মাস আগেও এই পথ দিয়ে ওখানে গেছেন তিনি।

পাঁচ মাস আগে ভ্যাটিকান থেকে ফোনে বিশপ বেলমন্ডকে রোমে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কোনও কারণ দেখানো হয়নি। *আপনার প্লেনের টিকেট এয়ারপোর্টে রাখা আছে।* সবকিছু রহস্যের জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করে না পেইপল অফিস।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটিতে তাদের ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে। বিশপ বেলমন্ড ধারণা করেছিলেন, অপাস ডেই-র এই সাফল্যকে উপলক্ষ করে পোপ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা হয়তো একটা ফটো সেসনের আয়োজন করছেন।

আমন্ত্রণটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করেন বিশপ বেলমন্ড।

হিজ হোলিনেস ব্যক্তি হিসাবে বড় বেশি উদারপন্থী, পেইপ্যাসি দখল করেছেন ভ্যাটিকানের ইতিহাসে চূড়ান্ত রকমের বিতর্কিত ও অস্বাভাবিক গোপন মিটিঙের মাধ্যমে। এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতায় আরোহণের কারণে বিনয়ী হবেন, তা না, হোলি ফাদার কিছু মাত্র সময় নষ্ট না করে খ্রিশ্চান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিসকে নিজের পেশি দেখাতে শুরু করেছেন। কার্ডিনালদের কলেজ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন পেয়ে পোপ এখন ঘোষণা দিচ্ছেন তাঁর মিশন হলো প্রয়োজনীয় সংস্কার করে ক্যাথলিসিজমকে তৃতীয় সহস্রাব্দের উপযোগী করা।

এর মানে হলো, বিশপ বেলমন্ডের সন্দেহ, ব্যক্তি হিসাবে পোপ এত বেশি জেদি যে তাঁর হয়তো ধারণা ঈশ্বরের আইন তিনি নিজেই লিখতে পারবেন, সেই সঙ্গে জিতে নেবেন যারা বলে বেড়াচ্ছে আধুনিক যুগের জন্য ক্যাথলিসিজম অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, তাদের মন।

নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা, অপাস ডেই-এর প্রভাব ও ব্যাঙ্কের বিপুল টাকা ব্যবহার করে বিশপ বেলমন্ড পোপ আর তাঁর উপদেষ্টাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন চার্চের বিধি-বিধান শিথিল করা বেঈমানী ও কাপুরুষোচিত তো বটেই, সেই সঙ্গে পলিটিকাল সুইসাইডও বটে। তিনি তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, এর আগেরবার চার্চের আইন বদল করবার ফল মোটেও ভাল হয়নি– চার্চে আসা লোকজনের সংখ্যা কমে গেছে, চাঁদা থেকে আয় প্রায় নেই বললেই চলে, এমনকী চার্চে দায়িত্ব পালন করবার মত যথেষ্ট ক্যাথলিক প্রিস্ট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশপ বেলমন্ডের কথা হলো, চার্চের কাছ থেকে দৃঢ়তা ও দিক্-নির্দেশনা চায় মানুষ; উদারতা, কোমলতা বা প্রশ্রয় চায় না।

পাঁচ মাস আগের সেই রাতে ফিয়াট কার এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হওয়ার খানিক পরেই অবাক হয়ে বিশপ বেলমন্ড দেখলেন, তাঁকে ভ্যাটিকানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। পাহাড়ী পথ ধরে পুবদিকে ছুটছে গাড়ি। 'কী হে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ড্রাইভার জবাব দিল, 'অলব্যান হিলস-এ। আপনার মিটিং ক্যাসটেল গ্যানডলফোয়।'

পোপের সামার রেসিডেন্সে? আগে ওখানে যাননি বিশপ বেলমন্ড, যাওয়ার কোনও ইচ্ছেও কখনও জাগেনি। ষোলো শো শতাব্দীর দুর্গে শুধু পোপের বাড়ি নয়, ভ্যাটিকান অবযারভেটরি-ও আছে– ইউরোপের অন্যতম আধুনিক অ্যাস্ট্রনমিকাল অবযার-ভেটরি ওটা। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে ভ্যাটিকান

মাঝেমধ্যেই বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মেলাবার প্রবণতা দেখিয়েছে। বিশপ বেলমন্ডের জন্য ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের সঙ্গে এক করবার কি কোনও যুক্তি থাকতে পারে? ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে তার দ্বারা লক্ষ্যহীন বিজ্ঞানের চর্চা করা কখনোই সম্ভব নয়। বিশ্বাসের বস্তুগত কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

দুর্গের বিশাল চাতালে গাড়ি থেকে নামলেন বেলমন্ড, দেখলেন এক তরুণ প্রিস্ট তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। 'বিশপ, স্বাগতম। আমি ফাদার পিকারিয়ো। এখানকার একজন অ্যাস্ট্রনমার।'

অসন্তোষ চেপে রেখে তার পিছু নিলেন বেলমন্ড। দুর্গের ভিতরটা রেনেসাঁ যুগের শিল্পকর্ম ও অ্যাস্ট্রনমি-র ইমেজ দিয়ে সাজানো। মার্বেল পাথরের তৈরি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কনফারেন্স হল, সায়েন্স লেকচার হল ও ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সার্ভিস-এর সাইন দেখলেন দেয়ালে। যত দেখছেন ততই মেজাজ খারাপ হচ্ছে তাঁর। সবকিছুর সঙ্গে আপস করছে চার্চ, ভাবলেন তিনি, যুগোপযোগী হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এটাকে ভ্যাটিকানের পাগলামি ছাড়া আর কী বলা যায়!

টপ ফ্লোরের করিডরটা খুব চওড়া, শুধু একটা দিকে চলে গেছে। সেদিকে একটাই দরজা, তাতে তামার হরফে লেখা:

বিবলিয়োটেকা অ্যাস্ট্রনমিকা

এই জায়গার নাম শুনেছেন বিশপ বেলমন্ড, ভ্যাটিকানের অ্যাস্ট্রনমিকাল লাইব্রেরি। শোনা যায় পঁচিশ হাজার গ্রন্থ আছে এখানে– কপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন ও সেকি-র দুষ্প্রাপ্য কাজ সহ। সেই সঙ্গে এই অভিযোগও আছে যে পোপের প্রভাবশালী কর্মকর্তারা এখানে গোপন বৈঠকে মিলিত হন, যে-সব বৈঠক তাঁরা চান না ভ্যাটিকানের দেয়ালের ভিতরে অনুষ্ঠিত হোক।

এই মুহূর্তে, ট্যাক্সির সিটে বসে, বিশপ বেলমন্ড অনুভব করলেন

প্রথম মিটিংটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তাঁর হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেছে। পেশিতে ঢিল দিলেন তিনি, বড় করে শ্বাস নিলেন।

সব ঠিক হয়ে যাবে, নিজেকে আশ্বস্ত করলেন বিশপ। ভাবলেন, সেল ফোনটা বাজলে খুশি হতাম। *লালিক তাঁকে ফোন করছে না কেন? এতক্ষণে তো কিস্টোনটা পেয়ে যাওয়ার কথা লেবরানের।*

রেলস্টেশনে ঢোকা ও বেরুবার পথে সন্দেহজনক চরিত্র ঘোরাফেরা করছে– কার্ডবোর্ড সাইন হাতে আশ্রয়হীন লোকজন, ব্যাকপ্যাক মাথায় দিয়ে ঘুমাচ্ছে কলেজ ছাত্ররা, নীল ইউনিফর্ম পরা কুলিরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

সোফিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ওভারহেড ডিপারচার বোর্ড-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। তালিকার একদম উপরেই লেখাটা পড়ল ও:

লিলি– র‍্যাপিড– ৩:০৬

'গন্তব্য হিসেবে লিলি মন্দ নয়,' বলল রানা। 'তবে ট্রেনটা আরও আগে ছাড়লে খুশি হতাম।'

আরও আগে? হাতঘড়ি দেখল সোফিয়া। তিনটে বাজতে মাত্র এক মিনিট বাকি। আর সাত মিনিট পর ট্রেন ছাড়বে, অথচ এখনও টিকিট কাটা হয়নি ওদের।

পথ দেখিয়ে সোফিয়াকে টিকিট উইন্ডোর দিকে নিয়ে এল রানা, বলল, 'আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দুটো টিকিট কাটুন।'

'কিন্তু আমার ধারণা ক্রেডিট কার্ড ট্রেস করা সম্ভব–'

'হ্যাঁ, জানি।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

এরপর আর তর্ক চলে না। সোফিয়া সিদ্ধান্ত নিল, রানার চেয়ে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে লাভ নেই। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে লিলির দুটো কোচ টিকিট কাটল সে, তারপর সেগুলো রানার হাতে গুঁজে দিল।

আবার পথ দেখিয়ে সোফিয়াকে ট্র্যাকগুলোর সামনে নিয়ে এল রানা। পি.এ. সিস্টেমে শেষবারের মত ঘোষণা হলো, লিলির ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। ওদের সামনে ষোলোটা আলাদা ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে, বেশ খানিকটা দূরে, তিন নম্বর সেকশনে লিলির ট্রেন ঢেকুর তুলছে আর নাক টানছে। কিন্তু রানা সোফিয়ার একটা হাত বগলদাবা করে হাঁটছে ঠিক উল্টোদিকে।

ছোট এক সাইড লবির ভিতর দিয়ে, লোকজন ঠাসা একটা কাফেকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে স্টেশনের পশ্চিম দিকের নির্জন এক গলিতে বেরিয়ে এল ওরা।

গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা ট্যাক্সি।

রানাকে দেখে হেডলাইট নিভিয়ে আবার জ্বালল ড্রাইভার।

ব্যাকসিটে উঠে বসল রানা। তার পিছু নিল সোফিয়া। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল, সদ্য কেনা টিকিট দুটো পকেট থেকে বের করে ছিঁড়ে ফেলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। একশো ইউরো ভাল কাজেই ব্যয় হয়েছে।

ড্রাইভারকে রানা শুধু বলেছে, শহরের বাইরে চলো। এই মুহূর্তে ওর শক্ত হয়ে ওঠা চোয়াল দেখে সোফিয়া বুঝতে পারছে ওদের পরবর্তী করণীয় নিয়ে চিন্তা করছে ও।

তারপর ক্রুস আকৃতির চাবিটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল রানা। এক মিনিট পর বলল, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।'

ভ্রূ কোঁচকাল সোফিয়া। 'কোন্ ব্যাপারটা?'

'আপনার দাদু এত বুদ্ধি খাটিয়ে এমন একটা চাবি দিয়ে গেলেন আপনাকে, যেটা দিয়ে কী করা হবে আপনি জানেন না।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আপনার সঙ্গে আমি একমত, ব্যাপারটা মেলে না।'

'ছবিটার পেছনে তিনি কিছু লিখে রেখে যাননি তো, যা আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে?'

'প্রতিটি ইঞ্চি আমি সার্চ করেছি। শুধু এই চাবিটাই ছিল। প্রায়রি সিল দেখার পর পকেটে ভরি, তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আসি আমরা।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। তেকোনা শাফটের ভোঁতা মাথাটা ভাল করে পরীক্ষা করল। কিছুই নেই। চোখ কুঁচকে চাবিটা আরও সামনে নিয়ে এল ও, মাথার চারপাশের রিম খুঁটিয়ে দেখছে। ওখানেও কিছু নেই। 'আমার ধারণা চাবিটা দিন কয়েক আগে পরিষ্কার করা হয়েছে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'এটায় আমি অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছি।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'বুঝলাম না।'

'গন্ধ শুঁকে বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার করার জন্যে কেউ এটাকে ক্লিনার দিয়ে পালিশ করেছে।' চাবিটা নাকের সামনে তুলে শুঁকল রানা। 'উল্টোদিকে গন্ধটা আরও বেশি।' হাতের তালুতে ফেলে ওল্টাল ওটা। 'হ্যাঁ, অ্যালকোহল। বোধহয় কোনও ক্লিনার-এর সাহায্যে ঘষা হয়েছে, কিংবা–' থেমে গেল ও।

'কিংবা কী?'

আলোয় ধরে চাবিটা একটু কাত করল রানা, ক্রুস-এর চওড়া বাহুর মসৃণ সারফেস দেখছে। জায়গাটা কোথাও কোথাও চকচক করছে, যেন ভেজা ছিল। 'পকেটে রাখার আগে এটা আপনি ভাল করে দেখেছিলেন?' সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল ও।

'না, কীভাবে! কী ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম মনে নেই?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'ব্ল্যাক-লাইটটা এখনও কি আপনার কাছে?'

পকেট হাতড়ে আলট্রাভায়োলেট পেনলাইটটা বের করল সোফিয়া। সেটা নিয়ে অন করল রানা, রশ্মিটা ফেলল চাবির পিছনে।

পিছনটা সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল করে উঠল। কিছু একটা লেখা

রয়েছে ওখানে। দ্রুত, ব্যস্ত হাতে লেখা হলেও, পাঠযোগ্য।

সিটে হেলান দিয়ে হাসল রানা। 'যাক,' বলল ও। 'বোঝা গেল কেন অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। লেখার আগে সারফেসটা পরিষ্কার করা হয়েছে।'

রানার হাত থেকে চাবি নিয়ে বেগুনি লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া।

24 rue haxo

একটা ঠিকানা, ভাবল সোফিয়া। দাদু আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে গেছেন।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা কোথায় জানেন?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া।

ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। 'খু হ্যাক্সো চেনেন?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, তারপর জানাল জায়গাটা পশ্চিম প্যারিসের ঠিক বাইরেই, টেনিস স্টেডিয়ামের কাছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সেদিকে তাকে যেতে বলল রানা।

চাবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে সোফিয়া, আর ভাবছে– কী আছে এই ঠিকানায়? চার্চ? প্রায়রির কোনও ধরনের আস্তানা?

দশ বছর আগে দাদুর শ্যাতোর বেযমেন্টে দেখা গোপন অনুষ্ঠানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'রানা, আপনাকে আমার অনেক কথা জানাবার আছে।' থেমে ওর চোখে চোখ রাখল সে, অনুভব করল একটা বাঁক ঘুরে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তাদের ট্যাক্সি। 'তবে তার আগে আপনি আমাকে প্রায়রি অভ সায়ান সম্পর্কে যা জানেন বলুন।'

সতেরো

সল দেতা-র বাইরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছেন ভিগো অকটেভ। তাঁর সামনে অসহায় দেখাচ্ছে লুভার-এর ওয়ার্ডেন পেরেট অগাস্টিকে, ম্লান সুরে বর্ণনা করছে রানা ও সোফিয়া কীভাবে তাকে নিরস্ত্র করল।

'ওরা হুমকি দিল ছবিটা নষ্ট করে ফেলবে, আর তাতেই আপনি ভয় পেয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে দিলেন? এরা দেখছি আচ্ছা লোককে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখেছে! আরে, হুমকির জবাবে আপনি ছবিটায় গুলি করলেন না কেন?'

হতভম্ব অগাস্টি জবাবে কিছু বলবার আগেই চিৎকার শোনা গেল। 'ক্যাপটেন!' কমান্ড পোস্টের ওদিক থেকে ছুটে এল লেফটেন্যান্ট রাউল। 'ক্যাপটেন, এইমাত্র জানা গেল, ওরা এজেন্ট সোফিয়ার গাড়ি খুঁজে পেয়েছে।'

'বাংলাদেশ দূতাবাসে পৌঁছাতে পেরেছে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল রাউল। 'না। গাড়িটা ট্রেন স্টেশনের কাছে পাওয়া গেছে। দুটো টিকিট কেটেছেন ওঁরা। ট্রেনটা এই একটু আগে ছেড়ে গেছে।'

ওয়ার্ডেন অগাস্টিকে হাত ঝাপটা দিয়ে বিদায় করে দিলেন অকটেভ, তারপর রাউলকে নিয়ে একটা কুলঙ্গিতে চলে এলেন। 'গন্তব্য?'

'লিলি।'

'সম্ভবত বোকা বানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে,' বললেন অকটেভ, মনে মনে একটা প্ল্যান তৈরি করছেন। 'ঠিক আছে, পরের

স্টেশনকে অ্যালার্ট করো, বলা তো যায় না, ট্রেন দাঁড় করিয়ে সার্চ করতে বলো। স্মার্টকার যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, সারাক্ষণ নজর রাখার জন্যে সাদা পোশাকে দুজন লোক রাখো আশপাশে। স্টেশনের চারপাশের রাস্তাতেও লোক পাঠাও, খোঁজ নিয়ে দেখুক পায়ে হেঁটে পালিয়েছে কি না। স্টেশন থেকে বাস ছাড়ে?'

'এত রাতে ছাড়ে না, মসিয়ো। শুধু ট্যাক্সি পাওয়া যায়।'

'বেশ। ড্রাইভারদের প্রশ্ন করো। তারা কিছু দেখে থাকতে পারে। চেহারার বর্ণনা দিয়ে যোগাযোগ করো ট্যাক্সি কোম্পানির ডিসপ্যাচার-এর সঙ্গে। আমি ইন্টারপোলের সঙ্গে আবার একবার যোগাযোগ করছি।'

'ওদের সঙ্গে ইতোমধ্যে...'

'হ্যাঁ, ইন্টারপোলের কাছ থেকেই তো জেনেছি কোথায় কোথায় রানা এজেন্সির সেফ হাউস আছে।'

'আমরা শুধু মসিয়ো রানাকে ধরার চেষ্টা করছি, তাই না, মসিয়ো? সোফিয়া আমাদের এজেন্ট, তাকে নিশ্চয়ই আমরা অ্যারেস্ট করব না?'

'কেন তাকে অ্যারেস্ট করব না?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন অকটেভ। 'মসিয়ো রানাকে অ্যারেস্ট করে লাভ কী, সোফিয়া যদি তাঁর সব নোংরা কাজগুলো করতে থাকে? সোফিয়ার এমপ্লয়মেন্ট ফাইলটা দেখব আমি– ব্যক্তিগত বন্ধু, আত্মীয় যে যেখানে আছে তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দেখা হবে আশ্রয় পাবার আশায় ওদের কারও কাছে গেছে কিনা। তার উদ্দেশ্য কী আমি জানি না, তবে পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার জন্যে শুধু চাকরি নয়, আরও অনেক কিছুই হারাতে হবে তাকে।'

'মসিয়ো, আপনি চান আমি ফিল্ডে থাকি?'

'হ্যাঁ। স্টেশনে গিয়ে টিমটাকে নেতৃত্ব দাও। লাগামটা তোমার হাতে দিলাম, তবে আমার সঙ্গে আলাপ না করে কোনও চাল দেবে না।'

'জী, মসিয়ো।' লেফটেন্যান্ট রাউল বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কুলঙ্গিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। ভাবছেন, আমার হাত গলে বেরিয়ে গেল ওরা। তবে ইন্টারপোল যখন দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে, ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে।

ওদের ট্যাক্সি গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে। হেডলাইটের আলোয় মাঝে-মধ্যে দেখা গেল দু'একটা নিশাচর প্রাণী রাস্তা পার হচ্ছে।

সোফিয়া বলল, 'প্রায়রি অভ সায়ান সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি?'

'খুব বেশি নয়। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে গডফ্রই দে বুইঅঁ নামে একজন ফরাসী রাজা,' শুরু করল রানা, 'জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠা করেন দি প্রায়রি অভ সায়ান, শহরটা তিনি দখল করে নেয়ার পরপরই।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রহস্য জানা ছিল রাজা গডফ্রই-এর, সেটা নাকি তাঁর পরিবারে যিশুর সময় থেকে আছে। তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রহস্যটা হারিয়ে যাবে, এই ভয়ে তিনি একটা গোপন ব্রাদারহুড গঠন করেন– প্রায়রি অভ সায়ান– এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দায়িত্ব দেন, তারা যাতে চুপিচুপি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জানিয়ে রহস্যটা রক্ষা করার ব্যবস্থা করে।

'জেরুজালেমে থাকার সময় প্রায়রি জানতে পারে, হেরোড-এর সমাধির নীচে কিছু গোপন দলিল বা প্রমাণ-পত্র লুকানো আছে। প্যালেস্টাইনের এই শাসকের সমাধিটা তৈরি করা হয়েছিল সলোমন-এর বিধ্বস্ত সমাধির ওপর। প্রমাণ-পত্রগুলোয়, তাদের বিশ্বাস, রাজা গডফ্রই-এর রহস্যের সমর্থনে প্রচুর তথ্য আছে, এবং

তা নাকি এতই গুরুতর ও বিপজ্জনক যে ওগুলো পাবার জন্যে এমন কোনও কাজ নেই যা চার্চ করতে পারে না।'

চোখ মিটমিট করল সোফিয়া, অনিশ্চিত দেখাচ্ছে তাকে।

'প্রায়রি শপথ নিল, যত সময়ই লাগুক, সমাধির ধ্বংসস্তূপ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করবে তারা। এই কাজের জন্যে একটা সামরিক শাখা গঠন করে তারা, নয়জন নাইট-এর একটা গ্রুপ, নাম দেয়া হয়– অর্ডার অভ দ্য পুওর নাইটস্ অভ ক্রাইস্ট অ্যান্ড দ্য টেমপল অভ সলোমন।' একটু দম নিল রানা। 'নাইটস্ টেম্পলার হিসেবেই বেশি পরিচিত।'

নামটা চিনতে পেরে বিস্মিত সোফিয়া, মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'পায় তারা ডকুমেন্টগুলো?' জানতে চাইল সুফিয়া।

'পায় তো বটেই,' বলল রানা, 'তবে যা খুঁজছিল তা পেতে এক দুই করে নয়টা বছর পার করতে হয়েছে নাইটদের। সমাধি থেকে ট্রেজারটা বের করে এনে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে তারা।

'প্যারিসের একটা টেম্পলার ভবনে ছিল ওগুলো। ভ্যাটিকানের সৈন্যরা কাছে চলে আসছে বুঝতে পেরে প্রায়রি তাদের ওই ট্রেজার রাতের অন্ধকারে লা রোশে থেকে একটা টেম্পলার জাহাজে তুলে দেয়।'

'কোথায় পাঠানো হলো?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'এই প্রশ্নের জবাব প্রায়রি অভ সায়ান ছাড়া আর কেউ জানে না।' কাঁধ ঝাকাল রানা। 'আজকাল বলা হচ্ছে ওগুলো নাকি ইউনাইটেড কিংডমে আছে।'

সোফিয়া অস্বস্তি বোধ করছে।

'হাজার বছর ধরে,' বলে চলেছে রানা, 'এই রহস্য হাতবদল হয়ে আসছে। সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা একটি মাত্র শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়– স্যাংগ্রিয়াল।'

'স্যাংগ্রিয়াল? ফ্রেঞ্চ শব্দ sang বা স্প্যানিশ শব্দ sangre-র

সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি? এর অর্থ তো রক্ত?'

'স্যাংগ্রিয়াল শব্দটা খুব প্রাচীন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওটার অর্থও বদলেছে।' একটু থেমে সোফিয়ার দিকে তাকাল ও। 'আপনাকে আমি শব্দটার আধুনিক অর্থ বলছি। শুনলে বুঝতে পারবেন, বিষয়টা সম্পর্কে আপনিও অনেক কিছু জানেন।'

সোফিয়াকে সন্দিহান দেখাল।

'আমরা সবাই আসলে স্যাংগ্রিয়ালের বদলে হোলি গ্রেইল শুনতে অভ্যস্ত।'

'হোলি গ্রেইল?' ট্যাক্সির পিছনে বসে রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে সোফিয়া। 'আমি তো জানি হোলি গ্রেইল একটা কাপ। লাস্ট সাপার-এ বসে যে কাপ থেকে পান করেছিলেন যিশু, এবং পরে যে কাপে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর রক্ত ধারণ করেছিলেন আরিমাথেয়া-র জোসেফ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রায়রি অভ সায়ান বলছে, হোলি গ্রেইল আসলে কোনও কাপ নয়। তারা বলছে প্রবাদ– একটা পানপাত্র– আসলে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তৈরি করা একটা রূপক মাত্র।'

'কিন্তু হোলি গ্রেইল যদি কাপ না হয়,' বলল সোফিয়া, এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না, 'তা হলে কী ওটা?'

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ফেলো ওটা!'

রানা সিটের উপর দিয়ে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়তেই লাফিয়ে উঠল সোফিয়া। দেখল, ড্রাইভার তার ওয়ায়্যারলেস সেটের মাউথপিসটা মুখের সামনে ধরে কথা বলছে।

ইতোমধ্যে রানার হাতে পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে সেটা ড্রাইভারের মাথার পিছনে চেপে ধরা। প্রাণের মায়া কার না আছে, সঙ্গে সঙ্গে রেডিওটা ছেড়ে দিল সে, খালি হাতটা মাথার উপর তুলল।

'কী ব্যাপার, রানা?' জানতে চাইল সোফিয়া।

‘গাড়ি থামাও!’ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রানা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর নির্দেশ পালন করল ড্রাইভার।

এতক্ষণে ড্যাশবোর্ড থেকে আসা ট্যাক্সি কোম্পানির ডিসপ্যাচার-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সোফিয়া। ‘...সঙ্গে আছে আমাদের এজেন্ট সোফিয়া ক্লাউডেল... এবং মনে রাখতে হবে মাসুদ রানা অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র...’

রানার শরীরের পেশিতে টান পড়ল। এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল ওদেরকে?

‘গাড়ি থেকে নামো তুমি,’ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রানা।

ড্রাইভার কাঁপছে, হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল সে, তারপর চার-পাঁচ পা পিছু হটল।

‘সোফিয়া,’ শান্তসুরে বলল রানা। ‘আপনি চালান।’

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল সোফিয়া, তারপর সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে হুইলের পিছনে বসল।

স্বল্পবসনা নিশাচর জনাকয়েক তরুণী খদ্দেরের খোঁজে আশপাশে ঘুরঘুর করছিল, কী ব্যাপার দেখবার জন্য ওদের দিকে এগিয়ে এল তারা। তাদের একজন সেল ফোন অন করে নম্বর টিপছে।

‘কুইক!’ তাগাদা দিল রানা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সোফিয়া। কানে ফোন চেপে ধরা মেয়েটা লাফ দিয়ে সরে গেল বলে রক্ষে, তা না হলে নির্ঘাত চাপা পড়ত সে।

আঠারো

রেডিও থেকে ডিসপ্যাচার-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'তুমি এখন কোথায়? সাড়া দিচ্ছ না কেন? সাড়া দাও!'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সোফিয়া। রাস্তাটার নাম অ্যালি দো লংশ্যাম্প। 'খু হ্যাক্সো যেন কোন্‌দিকে?' জানতে চাইল সে, দেখল স্পিডোমিটারের কাঁটা একশো কিলোমিটার ছুঁই ছুঁই করছে।

'ড্রাইভার বলছিল পশ্চিম প্যারিসের ঠিক বাইরেই, টেনিস স্টেডিয়ামের কাছে।'

'স্টেডিয়ামটা তো চিনিই।'

পকেট থেকে আবার ভারী চাবিটা বের করল রানা, তালুতে ফেলে ওজন অনুভব করছে। ওর মন বলছে, জিনিসটার বিশাল কোনও তাৎপর্য আছে। ও যে কঠিন বিপদে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, হয়তো তা থেকে মুক্তিরও চাবিকাঠি এটাই।

গন্তব্যে পৌঁছে কী পাবে কল্পনা করতে গিয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করছে রানা, নিজেকে মনে হচ্ছে ফ্যান্টাসির শিকার।

হোলি গ্রেইল!

গোটা ব্যাপারটা এত অসম্ভব বলে মনে হলো যে গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। গুজব হলো গ্রেইলটা ইংল্যান্ডে কোথাও আছে, অসংখ্য টেম্পলার চার্চের কোনও একটার গোপন চেম্বারের নীচে। ওটা নাকি কমকরেও ১৫০০ সাল থেকে ওখানে লুকানো আছে।

সেটা ছিল গ্র্যান্ড মাস্টার দ্য ভিঞ্চির যুগ।

প্রথম কয়েক শতাব্দী নিরাপত্তার স্বার্থে মহামূল্যবান ডকুমেন্টগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে বাধ্য হয়েছে প্রায়রি। হিস্টরিয়ানরা ধারণা করেন, জেরুজালেম থেকে ইউরোপে নিয়ে আসার পর ছয়টা আলাদা জায়গায় সরাতে হয় গ্রেইলকে। শেষবার ওটাকে 'দেখা গেছে' ১৪৪৭ সালে।

একটা আগুন লাগে, সেই আগুনে ডকুমেন্টগুলো পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে চারটে বিরাট আকারের চেস্ট-এ ভরে সরিয়ে ফেলা হয় সব।

তারপর মাঝে মধ্যে শুধু শোনা গেছে অস্ফুট ফিসফাস– ওটা গ্রেট ব্রিটেনে আছে, নাইটস্ অভ দ্য রাউন্ড টেবিল ও কিং আর্থার-এর জমিনে।

যেখানেই থাকুক, ভাবল রানা, দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে:

জীবদ্দশায় লিওনার্দো জানতেন গ্রেইলটা কোথায় আছে।

লুকানোর সেই জায়গাটা আজও বোধহয় বদলায়নি।

কেউ কেউ মনে করে ম্যাডোনা অভ দ্য রকস্-এর পাহাড়ী ব্যাকগ্রাউন্ড গুহাবহুল স্কটল্যান্ডের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায়। আবার অনেকে বলে, লাস্ট সাপার-এ শিষ্যদেরকে বসতে দেওয়ার সন্দেহজনক ধরনটা বোধহয় একটা কোড। আরেক দলের বক্তব্য, মোনা লিসার এক্স-রে করলে দেখা যায় তাকে প্রথমে একটা ল্যাপিস ল্যাজুলাই পরা অবস্থায় আঁকা হয়েছিল, কিন্তু পরে দ্য ভিঞ্চি সেটাকে ঢাকার জন্য ছবির উপর রঙ চড়িয়েছেন।

মোনা লিসার গলায় রানা কখনও কোনও লকেট দেখেনি বা আভাসও পায়নি, ওর মাথায় এ-ও ঢুকছে না যে কোনও লকেট যদি থেকেও থাকে কীভাবে সেটা হোলি গ্রেইল রহস্যের সমাধান এনে দেবে।

ষড়যন্ত্র সবাই পছন্দ করে। একের পর এক এগুলো হতেও

থাকে। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে একটা আবিষ্কার দুনিয়া কাঁপিয়ে দিল– জানা গেল, দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত "অ্যাডরেশন অভ দ্য মেইজাই"-এর রঙের নীচে গভীর একটা রহস্য লুকানো আছে। ইটালিয়ান চিত্র-সমালোচক মাউরিযিয়ো সেরাসিনি মাথা ঘোরানো সত্যটা উদ্ঘাটিত করেন, নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন "দ্য লিওনার্দো কাভার-আপ" নাম দিয়ে একটা লেখায় সেটা প্রকাশ করে।

সেরাসিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে অ্যাডরেশন-এর গ্রে-গ্রিন স্কেচ আন্ডারড্রইং অবশ্যই দ্য ভিঞ্চির কাজ, কিন্তু মূল পেইন্টিংটা তাঁর নয়। আসল সত্য হলো অজ্ঞাতনামা কোনও পেইন্টার দ্য ভিঞ্চি মারা যাওয়ার পর বেশ কয়েকবারই স্কেচটার উপর রঙ চড়িয়েছে। আরও মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়, ভুয়া পেইন্টারের রঙের নীচে যে জিনিসটা আছে। এক্স-রে ও ইনফ্রারেড রিফ্লেক্টোগ্রাফি-র সাহায্যে তোলা ফটোগ্রাফ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই অসৎ পেইন্টার দ্য ভিঞ্চির স্কেচে রঙ চড়াবার সময় আন্ডারড্রইং-এর বেশ কিছু অংশ মুছে ফেলেছে, যেন মহান শিল্পীর মূল বক্তব্য উল্টে দেওয়ার অভিপ্রায়ে। আন্ডারড্রইং-এর সত্যিকার ধরন যা-ই হোক, এখনও সবার জন্য তা প্রকাশ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও ফ্লোরেন্স গ্যালারির বিব্রত কর্মকর্তারা সঙ্গে সঙ্গে ছবিটাকে রাস্তার ওপারের একটা ওয়্যারহাউসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আধুনিক যুগের গ্রেইল ভক্ত ও তদন্তকারীদের জন্য দ্য ভিঞ্চি আজও দুর্ভেদ্য রহস্য হয়ে রয়েছেন। তাঁর শিল্পকর্ম গোপন কী যেন বলবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, অথচ জিনিসটা উন্মোচিত হচ্ছে না। হয়তো কয়েক স্তর রঙের নীচে লুকিয়ে আছে, হয়তো কোড করা অবস্থায় চোখের সামনেই পড়ে আছে, কিংবা হয়তো কোথাও কিছু নেই– সবই মিথ্যে জল্পনা। মোনা লিসার হাসির অর্থ যদি ধরা হয়, 'একটা গোপন কথা জানি আমি', তা হলে সেই গোপন কথাটা হয়তো এই: 'কারও জন্যেই দ্য ভিঞ্চি কিছু লুকিয়ে রেখে যাননি!'

'এ কি সম্ভব?' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বলল সোফিয়া, সেই সঙ্গে

রানাকে ফিরিয়ে আনল বর্তমানে, 'আপনার হাতের ওই চাবি হোলি গ্রেইলের সন্ধান দেবে?'

'তা আমি বলতে পারি না,' বলল রানা। 'অনেকেরই ধারণা, গ্রেইলটা ইংল্যান্ডে আছে, ফ্রান্সে নয়।'

'তবে এটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না কি চাবিটা শেষ পর্যন্ত হোলি গ্রেইলের কাছে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে?' বলল সোফিয়া। 'ভেবে দেখুন না, কী আশ্চর্য কৌশলে চাবিটা আমার জন্যে রেখে গেছেন দাদু– প্রায়রির একজন সদস্য। প্রায়রির সিলও আছে ওটায়, তাই না? এমন একটা ব্রাদারহুড, আপনি আমাকে বলেছেন, নিজেদেরকে যারা হোলি গ্রেইলের অভিভাবক বলে মনে করে।'

রানা জানে সোফিয়ার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু তবু মেনে নিতে পারছে না ও। এমন গুজব আছে বটে যে প্রায়রি শপথ নিয়েছিল একদিন তারা গ্রেইলকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে এনে নিজেদের পছন্দমত কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখবে, তবে ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি যা দেখে মনে হতে পারে সেরকম কিছু ঘটেছে। এমনকী প্রায়রি যদি কোনওভাবে গ্রেইলকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে এনেও থাকে, টেনিস স্টেডিয়ামের কাছে ২৪ নম্বর খু হ্যাক্সোয় ওটাকে লুকিয়ে রাখবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। পবিত্র মনে করা হয় এমন কোনও জিনিস ওখানে রাখবার কথা কেউ ভাবতে পারে না।

'সোফিয়া, আমার মাথায় ঢুকছে না গ্রেইলের সঙ্গে এই চাবির কী সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'যেহেতু বলা হচ্ছে ওটা ইংল্যান্ডে আছে?'

'শুধু সে কারণে নয়। ইতিহাসে দেখা যায় খুব কম জিনিসই ওটার মত এত নিশ্ছিদ্র গোপন লোকেশনে রাখা হয়েছে। প্রায়রি পরিবার আকারে বিরাট হলেও, সব সময় মাত্র চার ব্যক্তি জানবে গ্রেইলটা কোথায় লুকানো আছে– গ্র্যান্ড মাস্টার ও তিনজন সেনিশাল। আপনার দাদুর ওই টপ চারজনের একজন হবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

ওখানে আমি ছিলাম, দাদুর শ্যাতের বেযমেন্টে দেখা ছবিটা

স্মরণ করছে সোফিয়া। শিউরে উঠল সে। ভাবছে সেই রাতে নরমান্ডির শ্যাতোয় কী চাক্ষুষ করেছিল তা কি রানাকে বলার সময় হয়েছে? আজ দশ বছর হয়ে গেল, শুধু লজ্জাবশত দুনিয়ার কাউকে কথাটা বলতে পারেনি সে। দৃশ্যটা কল্পনা করা মাত্র তার শরীর কেঁপে ওঠে।

দূরে কোথাও সাইরেন বাজছে। ক্লান্তি অনুভব করল সোফিয়া।

'ওদিকে,' ওদের সামনে ঝুলে থাকা টেনিস স্টেডিয়ামটা হাত তুলে দেখাল রানা।

বাঁক নিয়ে খু হ্যাক্সোয় ঢুকল ওরা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল এলাকা। দালানগুলোর নম্বর দেখে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। চব্বিশ নম্বর খুঁজছি আমরা, ভাবল রানা, উপলব্ধি করল চুপি চুপি দিগন্তে চার্চের চূড়া খুঁজছে ও। *বোকামি করো না। এরকম এলাকায় টেম্পলার চার্চ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।*

'ওই যে চব্বিশ নম্বর,' বলল সোফিয়া, হাত তুলে দেখাল।

দালানটা দেখল রানা। কী আশ্চর্য! এটা আধুনিক একটা ভবন। চওড়া, ছোটখাট একটা টাওয়ার; টাওয়ারের গায়ে সমবাহু নিয়ে নিওন ক্রস জ্বলছে। ক্রসটার নীচে লেখা:

ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ

রানা খুশি, কারণ সোফিয়ার মত টেম্পলার চার্চ দেখতে না পেয়ে হতাশ হতে হয়নি ওকে। তবে ও আসলে প্রফেশনাল সিম্বলজিস্ট নয় বলে ভুলে গিয়েছিল যে নিরপেক্ষ সুইটজারল্যান্ডের ফ্ল্যাগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শান্তিময় সমবাহু বিশিষ্ট ক্রস।

অবশেষে রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল।

ওদের কাছে যে চাবিটা রয়েছে সেটা দিয়ে একটা সুইস ব্যাঙ্কের ডিপজিট বক্স খোলা যাবে।

রোমের দক্ষিণ-পুব। ক্যাসটেল গ্যানডলফো, পোপের সামার রেসিডেন্স।

পাহাড় প্রাচীরের মাথায় দমকা একটা বাতাস বয়ে গেল, ফিয়াট থেকে নামবার সময় বিশপ মার্সেল বেলমন্ডের গা শিরশির করে উঠল। কালো আলখেল্লার উপর আরও কিছু পরা উচিত ছিল, ভাবলেন তিনি, কাঁপুনিটাকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। আজ রাতে কোনও অবস্থাতেই তাঁকে অসহায় কিংবা দুর্বল দেখালে চলবে না।

দুর্গটা অন্ধকার, শুধু উপরদিকের কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ওটা লাইব্রেরি, ভাবলেন বিশপ বেলমন্ড। রাত জেগে অপেক্ষা করছে ওরা।

দরজায় একজন প্রিস্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করল, চোখে ঘুম ঘুম ভাব। পাঁচ মাস আগে এই প্রিস্টই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাঁকে। 'আপনাকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম আমরা, বিশপ,' বলল সে, হাতঘড়ির উপর একবার চোখ বুলাল, চেহারায় উদ্বেগের চেয়ে বিরক্তিই বেশি।

'ক্ষমাপ্রার্থী। এয়ারলাইন্স সার্ভিস আগের মত আর ভাল নেই।'

বিড়বিড় করে কী বলল প্রিস্ট বোঝা গেল না, তারপর স্বাভাবিক গলায় জানাল, 'ওপরতলায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ওঁরা। চলুন আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিই।'

চৌকো লাইব্রেরিটা বিরাট, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত পালিশ করা গাঢ় রঙের কাঠ। চারদিকের বুককেসগুলো মোটা মোটা ভলিউমে ভর্তি হয়ে আছে। হলুদ মার্বেলপাথরের তৈরি মেঝেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এক সময় এই দুর্গ রাজপ্রাসাদ ছিল।

'স্বাগতম, বিশপ,' কামরার ওদিক থেকে এক লোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

কে কথাটা বলল দেখবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বিশপ বেলমন্ড, কারণ লাইব্রেরিতে আলো খুবই কম। প্রথমবার যখন এসেছিলেন, আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল এখানে। আজ রাতে ছায়ায় বসেছেন সবাই, যেন এখন যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য তাঁরা লজ্জিত।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে ধীর ভঙ্গিতে ঢুকলেন বিশপ বেলমন্ড। কামরার অপরপ্রান্তের টেবিলে তিনজন মানুষের কাঠামো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। মাঝখানে বসা মানুষটার আকার-আকৃতি সহজেই চেনা যাচ্ছে– ভ্যাটিকানের মোটাসোটা সেক্রেটারি। ভ্যাটিকানের সমস্ত আইনী ব্যাপারগুলো দেখেন তিনি।

বাকি দুজন খুবই উঁচু পদের কার্ডিনল।

টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন বিশপ। 'আমার বোধহয় পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমরা আলাদা টাইম জোনে রয়েছি। নিশ্চয়ই খুব বিরক্তি বোধ করছেন।'

'মোটেও না,' বলল সেক্রেটারি, বিশাল বপুতে হাত দুটো বাঁধা। 'আপনি কষ্ট করে এত দূরে আসতে পারায় আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাকে কফি দিতে বলব?'

'এটাকে সোশাল ভিজিট হিসেবে না ধরলেই ভাল হয়। আমাকে আরেকটা প্লেন ধরতে হবে। আসুন, আমরা বরং কাজের কথা শুরু করি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল সেক্রেটারি। 'আমরা যতটা আশা করেছিলাম তারচেয়ে দ্রুত তৎপর হয়েছেন আপনি।'

'তাই কি?'

'আপনার হাতে এখনও এক মাস সময় আছে।'

'আপনারা উদ্বেগ প্রকাশ করার পর পাঁচ মাস কেটে গেছে,' বেলমন্ড বললেন। 'কাজেই আমি অপেক্ষা করব কেন?'

'তা ঠিক। আপনার প্ল্যানে আমরা খুব খুশি।'

টেবিলটার দৈর্ঘ্য অনুসরণ করে বিশপ বেলমন্ডের দৃষ্টি স্থির হলো বড় আকারের কালো একটা ব্রিফকেসের উপর। 'আমি অনুরোধ করেছিলাম... সেটাই কি ওটা?'

'হ্যাঁ।' সেক্রেটারির কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি। 'তবে, বলতেই হচ্ছে, অনুরোধটা আমাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা...'

'বিপজ্জনক,' কার্ডিনলদের একজন বললেন। 'আমরা যদি

আপনার নামে অন্য কোনওভাবে টাকাটা পাঠাই? অঙ্কটা বড় তো।'

'নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করি না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর আছেন।'

উপস্থিত তিনজনকেই সন্দিহান দেখাল।

'টাকার অঙ্ক ঠিক আছে তো? যা বলেছিলাম?' জিজ্ঞেস করলেন বিশপ বেলমন্ড।

মাথা ঝাঁকাল সেক্রেটারি। 'বড় অঙ্কের বেয়ারার বন্ড, ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ক থেকে তোলা। দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় ভাঙানো যাবে।'

টেবিলের শেষ মাথায় হেঁটে এসে ব্রিফকেসটা খুললেন বিশপ। ভিতরে বন্ডের মোটা দুটো তাড়া রয়েছে, দুটোতেই ভ্যাটিকানের সিল এমবস করা।

উত্তেজিত সেক্রেটারিকে আড়ষ্ট লাগছে। 'বিশপ, না বলে পারছি না, এই ফান্ড নগদ হলে আমরা এতটা নার্ভাস বোধ করতাম না।'

কিন্তু নগদ হলে আমি বহন করতে পারতাম না, ব্রিফকেসটা বন্ধ করবার সময় ভাবলেন বিশপ বেলমন্ড। 'বন্ড তো যে-কোনও সময় ক্যাশ করা যায়। আপনি নিজেই তো বললেন।'

কার্ডিনলরা চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর একজন বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু এই বন্ডগুলো সরাসরি ভ্যাটিকান ব্যাঙ্কের বলে চেনা যাবে।'

মনে মনে হাসলেন বিশপ। ঠিক এই কারণেই তো লালিক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে নিতে হবে ভ্যাটিকানের ব্যাঙ্ক বন্ড। এটা আসলে বিমা হিসাবে কাজ করবে। *এখন আমরা সবাই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত।* 'লেনদেনটা পুরোপুরি বৈধ,' নিজের সমর্থনে যুক্তি দিলেন তিনি।

'তা ঠিক, কিন্তু তবু...' সামনের দিকে একটু ঝুঁকল সেক্রেটারি, চেয়ারটা যেন ককিয়ে উঠল, 'এই ফান্ড নিয়ে আপনি কী করবেন তা কিন্তু আমাদের জানা নেই... এমন যদি হয় যে বেআইনী কিছু...'

'আপনারা আমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিতে চাইছেন,' বললেন বিশপ বেলমন্ড, 'তারপর আর জানতে চাওয়া উচিত নয় যে টাকাটা দিয়ে আমি কী করব।'

কামরার ভিতর দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল।

ওরা জানে আমার কথায় যুক্তি আছে, ভাবলেন বিশপ। 'এবার বোধহয় আপনারা আমাকে দিয়ে কিছু সই করিয়ে নিতে চাইবেন?'

সবাই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। সেক্রেটারি ব্যস্ত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে একটা কাগজ ঠেলে দিল।

কাগজটার উপর চোখ বুলালেন বিশপ বেলমন্ড। তাতে পেইপল সিল রয়েছে। 'আমাকে যে কাগজ পাঠিয়েছিলেন, এটা কি সেটারই কপি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কাগজটায় সই করলেন বিশপ। উপস্থিত কার্ডিনলরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

'ধন্যবাদ, বিশপ,' সেক্রেটারি বলল।

ব্রিফকেসটা তুললেন বিশপ, ওটার ওজনে প্রতিশ্রুতি ও কর্তৃত্ব অনুভব করছেন। কার্ডিনলদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, মনে হলো তাঁরা যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ মুখ খুললেন না। ঘুরে দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন বেলমন্ড।

'বিশপ?' দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন বিশপ, এই সময় পিছন থেকে একজন কার্ডিনল ডাকলেন।

ঘুরে দাঁড়ালেন বেলমন্ড। 'ইয়েস?'

'এখান থেকে কোথায় যাবেন আপনি?'

'প্যারিসে,' বলে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেলেন বিশপ বেলমন্ড।

উনিশ

ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সুইস ব্যাঙ্কের সবরকম সুবিধেই পাওয়া যাবে এখানে। ব্যাঙ্ক ক্লায়েন্টকে চেনে না, শুধু অ্যাকাউন্ট নম্বর চেনে। নিজের পরিচয় না জানিয়ে এখানে সেফ-ডিপজিট বক্স ভাড়া নেওয়া যায়, সেই বক্সে স্টক সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে মূল্যবান পেইন্টিং পর্যন্ত যা খুশি জমা রাখা যায়, আবার পরিচয় প্রকাশ না করে সব তোলাও যায়।

গন্তব্যের সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল সোফিয়া। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রানা দেখল জানালাবিহীন টাওয়ার বিল্ডিংটা ইস্পাত দিয়ে মোড়া। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ত্রিশ ফুট উপরে সমবাহু নিয়ে ক্রসটা, প্রায় পনের ফুট লম্বা।

ড্রাইভওয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা গেট। ড্রাইভওয়ে মানে দু'পাশে সিমেন্টের দেয়ালের মাঝ দিয়ে একটা র‍্যাম্প, ক্রমশ ঢালু হয়ে দালানটার নীচের দিকে নেমে গেছে। গেটের উপর থেকে ড্রাইভওয়ের দিকে তাক করা রয়েছে একটা ভিডিও ক্যামেরা।

জানালার কাঁচ নামিয়ে ড্রাইভার সাইডের ইলেকট্রনিক পডিয়াম পরীক্ষা করল সোফিয়া। একটা এল.সি.ডি স্ক্রিন সাতটা ভাষায় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। তালিকার সবচেয়ে উপরের ভাষাটা ইংরেজি।

INSERT KEY

সোনালি লেযার-খচিত চাবিটা পকেট থেকে বের করল

সোফিয়া, তারপর পডিয়াম-এর দিকে তাকাল। স্ক্রিনের নীচে তেকোনা একটা ফুটো রয়েছে।

'যেন মনে হচ্ছে ফিট করবে,' মন্তব্য করল রানা।

চাবিটা ফুটোয় ঢোকাল সোফিয়া, ধীরে ধীরে পুরোটা শাফট ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোঝা গেল চাবিটা ঘোরাবার প্রয়োজন নেই, তার আগেই গেট খুলে যাচ্ছে। সচল হলো গাড়ি, দ্বিতীয় গেট ও দ্বিতীয় পডিয়ামের দিকে এগোচ্ছে। ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল প্রথম গেট। দুই গেটের মাঝখানে আটকা পড়ল ওরা।

রানা ভাবল, আশা করা যায় দ্বিতীয় গেটও খুলবে।

দ্বিতীয় পডিয়ামেও সেই একই রকম দিক-নির্দেশনা দেওয়া আছে।

INSERT KEY

আবার গর্তের ভিতর চাবি ঢোকাল সোফিয়া, দ্বিতীয় গেটও সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। এক মুহূর্ত পর র‍্যাম্প বেয়ে কাঠামোটার পেটের ভিতর নেমে এল ওরা।

প্রাইভেট গ্যারেজটা বড় নয়, খুব বেশি হলে দশ-বারোটা গাড়ির জায়গা হবে, আলোও খুব কম। শেষ মাথার দিকে বিল্ডিঙে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথটা দেখতে পেল রানা। পাকা মেঝেতে লাল কার্পেট, নিরেট ধাতব দরজা ভিজিটরদের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রবেশপথের কাছাকাছি গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল সোফিয়া। বলল, 'পিস্তলটা বোধহয় এখানে রেখে গেলেই ভাল হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ত্রটা সিটের নীচে চালান করে দিল রানা।

গাড়ি থেকে নেমে লাল কার্পেটের উপর দিয়ে এগোল দুজন। ইস্পাতের দরজায় কোনও হাতল নেই, তবে ওটার পাশের দেয়ালে আরেকটা তেকোনা ফুটো আছে। তবে এবার কোনও দিক-নির্দেশনা নেই।

'শিখতে যাদের দেরি হয়, তারা এখান থেকেই ফিরে যাবে,' বলল রানা।

হেসে উঠল সোফিয়া, নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। 'চিচিং ফাঁক!' বলে ফুটোয় চাবিটা ঢোকাল সে। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে ভিতর দিকে খুলে গেল দরজা। দৃষ্টি বিনিময় করে সামনে এগোল ওরা। ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

রানা দেখল ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর ফয়ে-র এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত শুধু মেটাল ও রিভিট-এর সমষ্টি।

লবিতে চোখ বুলিয়ে রানার মত সোফিয়াও বিস্মিত। মেঝে, দেয়াল, কাউন্টার, দরজা, এমনকী লবির চেয়ারগুলো পর্যন্ত ধূসর মেটাল দিয়ে তৈরি। তাতে মেসেজটা অবশ্য সহজেই ধরা যাচ্ছে–তুমি একটা ভল্টে ঢুকতে যাচ্ছ।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে কাউন্টারের পিছনে বসা লম্বা-চওড়া এক লোক চোখ তুলে তাকাল। সামনে রাখা টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিয়ে ওদের উদ্দেশে মৃদু হাসল সে। শুধু শরীরই প্রকাণ্ড নয়, সঙ্গে সাইডআর্মস্‌ও আছে, তা সত্ত্বেও তাঁর হারভাবে সুইস নম্রতার কোনও অভাব নেই। 'প্লিজ, বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি আমি?'

কথা না বলে হাতের চাবিটা শুধু লোকটার সামনে কাউন্টারের উপর রাখল সোফিয়া।

সেটার দিকে একবার তাকিয়েই শিরদাঁড়া আরও খাড়া করল লোকটা। 'ওয়েলকাম। হল-এর শেষ মাথায় এলিভেটর। ওদের কাউকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা রওনা হয়ে গেছেন।'

চাবিটা কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'কোন্ ফ্লোর?'

তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা। 'আপনার চাবিই এলিভেটরকে জানিয়ে দেবে কোন্ ফ্লোর।'

হাসল সোফিয়া। 'ও, হ্যাঁ।'

*

এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, পিছন থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাটেনড্যান্ট। চাবি ঢুকিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা। তারপর যেই দরজাটা বন্ধ হয়েছে, অমনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল অ্যাটেনড্যান্ট।

ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে কাউকে সতর্ক করছে না লোকটা। তার আসলে কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ বাইরের এন্ট্রি গেটের ফুটোয় চাবি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে ভল্ট জুড়ে একটা অ্যালার্ট সিস্টেম আপনাআপনি চালু হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কের নাইট ম্যানেজারকে ফোন করছে লোকটা। রিঙ হচ্ছে শুনে টেলিভিশনটা আবার চালু করল সে। সংবাদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। টিভির পরদার দিকে একটু ঝুঁকে মুখ দুটো আরও ভাল করে দেখল সে।

'বলুন,' অপরপ্রান্ত থেকে নাইট ম্যানেজারের পরিচিত গলা ভেসে এল।

'এখানকার পরিস্থিতি ভাল নয়।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'ফ্রেঞ্চ পুলিশ দুজন আসামিকে খুঁজছে।'

'তাতে আমাদের কী?'

'দুজনই তারা এইমাত্র আমাদের ব্যাঙ্কে এসে ঢুকেছে।'

শান্তসুরে কাকে যেন অভিশাপ দিলেন ম্যানেজার। 'ঠিক আছে। এখনই আমি মসিয়ো জ্যাক ড্যালক্রোজ-কে খবর দিচ্ছি।'

রানা অবাক হয়ে খেয়াল করল, এলিভেটর উপরে না উঠে নীচে নামছে। ওর কোনও ধারণাই নেই ইতোমধ্যে ব্যাঙ্কের ক'তলা নীচে নেমে এসেছে ওরা।

একসময় থামল এলিভেটর। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

তার ফ্ল্যানেল-এর সুট পরিবেশের সঙ্গে বেমানান লাগল। 'গুড ইভনিং। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরল, তারপর সরু করিডর ধরে হাঁটা ধরল।

লোকটার পিছু নিয়ে কয়েকটা করিডর পার হলো ওরা। বড় বড় কয়েকটা কামরাকে পাশ কাটিয়ে এল, ভিতরে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মেইনফ্রেম কমপিউটার।

একটা ইস্পাতের দরজার সামনে থামল লোকটা। কবাট মেলে ধরে বলল, 'আপনারা পৌঁছে গেছেন।'

সোফিয়ার সঙ্গে যেন আরেক জগতে পা দিল রানা। ওদের সামনে ছোট কামরাটা যেন কোনও পাঁচতারা হোটেলের বিলাসবহুল সিটিং রুম। মেটাল ও রিভিট অদৃশ্য হয়েছে, তার বদলে দেখা যাচ্ছে পারশিয়ান কার্পেট, গাঢ় রঙের ওক ফার্নিচার, গদি মোড়া চেয়ার। কামরার মাঝখানে চওড়া ডেস্ক, শিভাস রিগাল-এর খোলা বোতলের পাশে দুটো ক্রিস্টাল গ্লাস দেখা যাচ্ছে। পাশেই কফি ভর্তি চিনামাটির কেটলি, নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ঘড়ির কাঁটা ধরে কিছু করতে হলে, ভাবল রানা, ব্যাপারটা সুইসদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

হাসিমুখে লোকটা বলল, 'আমার যেন মনে হচ্ছে এবারই প্রথম এলেন আপনারা?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

'বুঝতে পেরেছি। চাবিগুলো অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রেও পাওয়া হয়। প্রথমবার যারা ব্যবহার করে, জানা কথা, আমাদের প্রোটোকল সম্পর্কে তারা জানে না।' ইঙ্গিতে ডেস্কের বোতল ও গ্লাসগুলো দেখাল সে। 'এই কামরাটা আপনাদের, যতক্ষণ খুশি ব্যবহার করতে পারবেন।'

'আপনি বললেন চাবি অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রেও পাওয়া হয়?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'হয় বইকি। আপনার চাবি আসলে একটা সুইস নাম্বারড

অ্যাকাউন্টের মত, যেটা উইল করে দেয়া যায় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। আমাদের গোল্ড অ্যাকাউন্টে সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদি সেফ-ডিপজিট লিজ হলো পঞ্চাশ বছর। চার্জ অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। কাজেই পরিবারের লোকজনকে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে দেখি আমরা।'

'কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর?' জানতে চাইল রানা।

'কমপক্ষে,' বলল লোকটা। 'অবশ্যই আপনি আরও দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিতে পারেন, তবে নতুন ব্যবস্থা না করলে, পঞ্চাশ বছর পর সেফ-ডিপজিট বক্স নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বক্সটা পাওয়ার প্রসেসটা আমি কি ব্যাখ্যা করব?'

'প্লিজ।' মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

হাত নেড়ে সুন্দর করে সাজানো কামরাটার চারদিক দেখাল লোকটা। 'এটা আপনাদের প্রাইভেট ভিউইং রুম। আমি কামরা ছেড়ে চলে যাবার পর সেফ-ডিপজিট বক্সে রাখা জিনিস পরীক্ষা, কিংবা ওটা থেকে কিছু নিতে বা ভরতে পারবেন আপনারা। বক্সটা আসবে... ওখানে।'

ওদেরকে নিয়ে আরেক প্রান্তের দেয়ালের কাছে হেঁটে এল লোকটা, যেখানে বাঁক নিয়ে কামরায় ঢুকেছে চওড়া একটা কনভেয়ার বেল্ট। 'এই ফুটোয় চাবি ঢোকাবেন।' হাত তুলে কনভেয়ার বেল্টের উল্টোদিকের বড়সড় ইলেকট্রনিক পডিয়ামটা দেখাল। ওটাতেও ইতোমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা একটা তেকোনা গর্ত দেখা যাচ্ছে।

'কমপিউটার আপনাদের চাবির মার্কিং কনফার্ম করলে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঢোকাবেন,' বলল লোকটা। 'ভল্টের নীচ থেকে রোবোটিক পদ্ধতিতে চলে আসবে সেফ-ডিপজিট বক্সটা। কাজ শেষ হলে বক্সটা কনভেয়র বেল্টে রাখবেন, আবার চাবি ঢোকাবেন, ব্যস। সবই স্বয়ংক্রিয়, কাজেই আপনাদের প্রাইভেসি এতটুকু বিঘ্নিত হবে না। কিছু যদি দরকার হয়, ডেস্কে রাখা কল বাটনটা

টিপলেই হবে।'

কিছু জিজ্ঞেস করবার জন্য মুখ খুলতে যাবে সোফিয়া, এই সময় একটা টেলিফোন এল। বিব্রত ও বিমূঢ় দেখাল লোকটাকে। 'এক্সকিউজ মি, প্লিজ,' বলে ফোনের কাছে চলে এল সে, ডেস্কের উপর কফি ও শিভাস রিগালের পাশেই রয়েছে সেটা। 'হ্যালো?' রিসিভার তুলে বলল। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে, মন দিয়ে অপরপ্রান্তের কথা শুনছে। প্রায় এক মিনিট পর বলল, 'ঠিক আছে, জী, ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আড়ষ্ট একটু হাসল লোকটা। 'দুঃখিত। এবার আমাকে যেতে হয়। আপনারা ধীরেসুস্থে কাজ করুন।' ঘুরে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল সে।

'মাফ করবেন,' বলল সোফিয়া। 'যাবার আগে একটা ব্যাপার একটু খুলে বলবেন? আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঢোকাতে হবে?'

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল লোকটা, চেহারা ম্লান হয়ে গেছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। বেশিরভাগ সুইস ব্যাঙ্কের মতই আমাদের সেফ-ডিপজিট বক্স একটা সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত, কোনও নামের সঙ্গে নয়। আপনার কাছে চাবি ছাড়াও একটা পারসোনাল অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে। এই নাম্বার একা শুধু আপনি জানেন। চাবিটা আপনার আইডেনটিফিকেশনের মাত্র অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেক আপনার পারসোনাল অ্যাকাউন্ট নাম্বার। তা না হলে, চাবিটা যদি হারিয়ে ফেলেন, যে-কেউ ওটা ব্যবহার করতে পারে।'

ইতস্তত করছে সোফিয়া। 'কিন্তু আমার বন্ধু যদি আমাকে কোনও অ্যাকাউন্ট নাম্বার না দেন?'

ব্যাঙ্কার লোকটার বুক ধক ধক করছে। *সেক্ষেত্রে এখানে আপনাদের কোনও কাজ নেই।* শান্ত ভঙ্গিতে হাসল সে। 'সাহায্য করার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু পরেই পৌঁছে যাবে সে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে কপালের ঘাম মুছল লোকটা, তারপর ব্যস্ত হাতে ভারী একটা তালার হাতল ঘোরাল, ভিতরে

আটকে ফেলল ওদের দুজনকে।

শহরের মাঝখানে, ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল, এই সময় তার সেল ফোনটা বেজে উঠল। ডিসপ্লেতে নাম্বার দেখেই বুঝতে পারল, ষাঁড় মহাশয়ের ফোন।

'ইন্টারপোল একটা টিপ পেয়েছে,' বললেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'ট্রেনের কথা ভুলে যাও। মসিয়ো রানা ও এজেন্ট সোফিয়া এইমাত্র ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর প্যারিস শাখায় ঢুকেছে। আমি চাই তোমার লোকজন এখনই পৌঁছে যাক ওখানে।'

'কিউরেটর ভদ্রলোক এজেন্ট সোফিয়া আর মসিয়ো রানাকে কী বলে গেছেন তার কোনও হদিস করা গেল, ক্যাপটেন?'

অকটেভের কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা। 'আগে ওদেরকে তুমি অ্যারেস্ট করো, লেফটেন্যান্ট রাউল, তারপর ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে ওদেরকে জিজ্ঞেস করব।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে একটা ঢোক গিলল রাউল। 'ইয়েস, মসিয়ো! চব্বিশ নম্বর খু হ্যাক্সো। এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি, ক্যাপটেন।' যোগাযোগ কেটে দিয়ে নিজের লোকদের মেসেজ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর প্যারিস শাখার প্রেসিডেন্ট এমেলি জ্যাকুইস ড্যালক্রোজ ব্যাঙ্ক ভবনের টপ ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাটে বাস করেন। অত্যন্ত সৌখিন মানুষ তিনি, দুর্লভ ফার্নিচার ও দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা তাঁর নেশা।

মাত্র সাড়ে ছ'মিনিট আগে ঘুম ভাঙলেও, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ব্যাঙ্কের আন্ডারগ্রাউন্ড করিডর ধরে হনহন করে হেঁটে চলেছেন ভদ্রলোক। পরনে সিল্ক সুট, হাঁটার গতি এতটুকু না কমিয়ে মুখের ভিতর খানিকটা ব্রেথ স্প্রে করলেন, আঁটো করলেন টাইয়ের গিঁট। আলাদা টাইম জোন থেকে আসা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের মাঝে

মধ্যেই সঙ্গ দিতে হয়, তাই নিজের ঘুমের ধরন বদলে নিয়েছেন ড্যালক্রোজ। অভ্যাস করিয়ে নিলে শরীর অনেক কিছুই সয়ে নেয়, ঘুম ভাঙার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাপড়চোপড় পরে যে-কোনও কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে পারেন তিনি।

সোনার চাবি নিয়ে কেউ এলে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু তাকে যদি জুডিশিয়াল পুলিশ খোঁজে তা হলে তো ব্যাপারটা খুবই নাজুক। ক্লায়েন্টদের প্রাইভেসি রক্ষার অধিকার নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করেছে ব্যাঙ্ক। নিজের জেদে তিনি অটল, কেউ ক্রিমিনাল হিসাবে প্রমাণিত না হলে ব্যাঙ্ক তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য নয়।

পাঁচ মিনিট সময় দরকার, ভাবলেন ড্যালক্রোজ, পুলিশ পৌঁছানোর আগেই লোকগুলোকে ব্যাঙ্ক থেকে বের করে দেব আমি।

তাঁর যদি দেরি হয়ে না যায়, সঙ্কটটা এড়ানো সম্ভব। পুলিশকে তিনি বলবেন, আলোচ্য আসামিরা ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু যেহেতু তারা ক্লায়েন্ট নয়, তাদের কোনও অ্যাকাউন্ট নাম্বার নেই, তাই বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

ভাল হত বোকা ওয়াচম্যান ইন্টারপোলকে খবর না দিলে। ঘণ্টায় পনের ইউরো বেতন পাওয়া ওয়াচম্যানের অভিধানে ব্যাঙ্কিং সতর্কতা বলে বোধহয় কিছু নেই।

'গুড ইভনিং!' দরজায় নক করে সহাস্যে ভিতরে ঢুকলেন ড্যালক্রোজ, তাঁর দৃষ্টি আগন্তুকদের খুঁজে নিচ্ছে। 'আমি জ্যাক ড্যালক্রোজ। বলুন কীভাবে আপনাদের সাহায্য...' বাক্যের বাকি শব্দগুলো তাঁর গলার ভিতরে কোথাও আটকে গেল। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির মত এমন অপ্রত্যাশিত আগন্তুক তাঁর জীবনে আর কখনও আসেনি।

'আচ্ছা, আমরা কি পরস্পরকে চিনি?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাকে চিনতে পারছে না সে, তবে মুহূর্তের জন্য মনে

হলো তাকে দেখে ভূত দেখবার মতই চমকে উঠেছেন ভদ্রলোক।

'না...' ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। 'চিনি বলে... মনে হয় না।' জোর করে হাসলেন একটু। 'আমার সহকারী বলল, আপনাদের কাছে গোল্ড কি আছে, অথচ অ্যাকাউন্ট নাম্বার নেই। দয়া করে বলবেন কি, চাবিটা কীভাবে পেলেন আপনারা?'

'আমার দাদু আমাকে দিয়েছেন,' বলল সোফিয়া, ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক আগের চেয়েও বেশি অস্বস্তি বোধ করছেন।

'তাই? তিনি আপনাকে চাবিটা দিলেন, অথচ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিতে ভুলে গেলেন?'

'দাদু আসলে সময় পাননি,' শান্ত, ম্লান সুরে বলল সোফিয়া। 'আজ রাতে তিনি খুন হয়েছেন।'

যেন অদৃশ্য কারও ধাক্কা খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন ড্যালক্রোজ। 'ল্যাক বেসন খুন হয়েছেন?' নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় গলার আওয়াজ চড়ে গেল, তাঁর চোখ দুটোয় আতঙ্কের কালো ছায়া পড়েছে। 'কিন্তু... কীভাবে?'

এবার চমকে উঠে পিছিয়ে এল সোফিয়া, অবশ লাগছে নিজেকে। 'আপনি আমার দাদুকে চিনতেন?'

টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখলেন ড্যালক্রোজ। 'আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এটা কখনকার কথা?'

'আজ রাতের প্রথমদিকে। লুভার মিউজিয়ামের ভেতরে।'

হেঁটে এসে একটা লেদার চেয়ারে বসলেন ড্যালক্রোজ। 'আপনাদের দুজনকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করছি আমি।' চোখ তুলে রানাকে দেখলেন, তারপর সোফিয়াকে। 'তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আপনারা কেউ জড়িত কি না।'

'না!' বলল সোফিয়া।

ড্যালক্রোজ গম্ভীর। 'ইন্টারপোল আপনাদের ফটো বিলি করেছে। সেই ফটো দেখে আপনাদেরকে আমি চিনেছি। খুনের

অভিযোগে পুলিশ আপনাদেরকে খুঁজছে।'

সর্বনাশ, ভাবল সোফিয়া, ক্যাপটেন অকটেভ এত তাড়াতাড়ি ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছেন! রানার পরিচয়, সেই সঙ্গে আজ রাতে লুভার মিউজিয়ামে কী ঘটেছে সংক্ষেপে ড্যালক্রোজকে জানাল সে।

ড্যালক্রোজ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 'আর আপনার দাদু মারা যাবার সময় একটা মেসেজ রেখে গেলেন– মসিয়ো মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো?'

'হ্যাঁ। আর এই চাবিটা।' কফি টেবিলের উপর চাবিটা এমনভাবে রাখল সোফিয়া প্রায়রি সিলটা যাতে নীচের দিকে থাকে।

চোখ নামিয়ে চাবিটা দেখলেন ড্যালক্রোজ, তবে ধরলেন না। 'তিনি শুধু এই চাবিটা রেখে গেছেন? আর কিছু না? কোন চিরকুট নয়?'

'না। শুধু এই চাবিটাই।'

অসহায় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড্যালক্রোজ। 'প্রতিটি চাবির সঙ্গে টেন ডিজিট অ্যাকাউন্ট নাম্বারও থাকে, ওটা পাসওয়ার্ড হিসেবে কাজ করে। ওই নম্বর ছাড়া আপনার চাবির কোনও মূল্য নেই।'

টেন ডিজিট। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রিপ্টগ্রাফিক ধাঁধাটা নিয়ে হিসাব কষছে সোফিয়া। দশ বিলিয়ন সম্ভাব্য সংখ্যা। এমনকী সে যদি ডিসিপিজে-র অত্যন্ত শক্তিশালী প্যারালাল প্রসেসিং কমপিউটারও নিয়ে বসে, কোডটা ভাঙতে কয়েক হপ্তা সময় লাগবে। 'কিন্তু আপনি তো, মসিয়ো, অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।'

'দুঃখিত। সত্যি আমার কিছু করার নেই। ক্লায়েন্টরা যে যার নিজের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সংগ্রহ করে নিরাপদ একটা টার্মিনাল-এর মাধ্যমে, অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা শুধু ক্লায়েন্ট ও কমপিউটার জানে

সমস্যাটা বুঝল সোফিয়া। ধীরে ধীরে রানার পাশে বসল সে। একবার চাবি, একবার ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাচ্ছে। 'আপনার কোনও ধারণা আছে, আপনাদের ব্যাঙ্কে কি রেখে গেছেন আমার দাদু?'

মাথা নাড়লেন ড্যালক্রোজ। 'প্রশ্নই ওঠে না,' জোর দিয়ে বললেন তিনি।

এতক্ষণে শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা। 'মসিয়ো ড্যালক্রোজ,' বলল ও। 'অনেক রাত হয়েছে, আমাদের হাতে সময়ও খুব কম। যদি অনুমতি দেন তো প্রসঙ্গটা সরাসরি তুলতে পারি আমি।' হাত বাড়িয়ে সোনালি চাবিটা নিয়ে ওল্টাল ও, প্রায়রির সিলটা সামনে আনার সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাঁর প্রতিক্রিয়া। 'চাবিতে যে সিম্বল রয়েছে, এটার অর্থ আপনার জানা আছে, প্লিজ?'

চোখ নামিয়ে ফ্লও-দ্য-লি সিলটা দেখলেন ড্যালক্রোজ, চেহারায় কোনও ভাব ফুটল না। 'না, তবে আমাদের অনেক ক্লায়েন্টই নিজেদের চাবিতে করপরেট লোগো এমবস করিয়ে নেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, এখনও তাকিয়ে আছে ড্যালক্রোজের দিকে। 'এই সিল একটা সিক্রেট সোসাইটি, প্রায়রি অভ সায়ান-এর সিম্বল।'

ড্যালক্রোজের চেহারায় কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। 'এ বিষয়ে কিছুই আমি জানি না।' অসহায় দৃষ্টিতে সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার দাদু বন্ধু ছিলেন বটে, তবে আমাদের মধ্যে শুধু ব্যবসা নিয়েই কথাবার্তা হত।' ভদ্রলোক নিজের টাই অ্যাডজাস্ট করলেন, এখন তাঁকে একটু নার্ভাস লাগছে।

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ,' চাপ বাড়াচ্ছে রানা, কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে দৃঢ়। 'ল্যাক বেসন আজ রাতে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন, মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন সোফিয়া। বলেছিলেন, ওঁকে কিছু দেবেন তিনি। কিছু মানে আপনার ব্যাঙ্কের এই চাবিটা। এখন যেহেতু ওঁর দাদু মারা গেছেন, যা-ই আপনি

বলতে পারুন, সেটা আমাদের উপকারে লাগবে।'

ড্যালক্রোজের শরীর ঘাম ছেড়ে দিয়েছে। 'প্রথমে এই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত আপনাদের। ভয় পাচ্ছি এখনই না পুলিশ এসে পড়ে। আমার ওয়াচম্যান ইন্টারপোলকে মেসেজ পাঠিয়েছে।'

এই ভয়টা আগেই হয়েছে সোফিয়ার। সময় নেই জানে, তবু শেষ একটা প্রশ্ন না করে পারল না সে। 'টেলিফোনে দাদু বললেন, আমার পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা আমাকে জানানো দরকার। এর কোনও ব্যাখ্যা আপনার জানা আছে?'

'মাদামোয়াজেল, আপনার মা-বাবা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান, আপনি তখন খুব ছোট ছিলেন। দুঃখিত। আমি জানি দাদু আপনাকে খুব ভালবাসতেন। আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় খুব ব্যথা পেতেন, সেই ব্যথার কথা বলতেনও আমাকে।'

সোফিয়া চুপ করে থাকল, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

রানা জানতে চাইল, 'এই অ্যাকাউন্টে যা আছে তার সঙ্গে কি সাংগ্রিয়াল-এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?'

ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন প্রেসিডেন্ট ড্যালক্রোজ। 'আমার কোনও ধারণা নেই ওটা কী।' ঠিক এই সময় তাঁর সেল ফোনটা বেজে উঠল। বেল্ট থেকে ছোঁ দিয়ে সেটা তুললেন তিনি। 'হ্যালো?' এক মুহূর্ত শুনলেন, চেহারায় বিস্ময়ের সঙ্গে উদ্বেগের ছাপও ফুটল। 'পুলিশ? চলে এসেছে?' কাকে যেন অভিশাপ দিলেন, সম্ভবত ভাগ্যকে; তারপর দ্রুত বলে গেলেন কী করতে হবে, সবশেষে জানালেন এক মিনিটের মধ্যে লবিতে উঠছেন তিনি।

ফোন বন্ধ করে সোফিয়ার দিকে তাকালেন ড্যালক্রোজ। 'পুলিশ একটু আগেভাগেই পৌঁছে গেছে।'

সোফিয়ার ইচ্ছে নয় খালি হাতে ফেরে। 'ওদেরকে জানান আমরা এসেছিলাম ঠিকই, তবে চলে গেছি। ব্যাঙ্কে তল্লাশি চালাতে চাইলে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখতে চাইবেন। তাতে ওদেরকে দেরি করিয়ে দেয়া হবে।'

'শুনুন,' বললেন ড্যালক্রোজ। 'বেসন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তা ছাড়া ব্যবসার সুনাম-দুর্নামের কথাও ভাবতে হচ্ছে আমাকে। আমার ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে, এটা আমি হতে দিতে পারি না। একটু সময় দিন, দেখছি কারও চোখে ধরা না পড়ে কীভাবে ব্যাঙ্ক থেকে আপনাদেরকে সরিয়ে দেয়া যায়। শুধু এটুকুই, ঠিক আছে? এসব ব্যাপারে এরচেয়ে বেশি আমি জড়াতে চাই না।' দরজার দিকে এগোলেন তিনি। 'এখান থেকে নড়বেন না। একটা ব্যবস্থা করে এখনই ফিরছি আমি।'

'কিন্তু আমাদের সেফ-ডিপজিট বক্স?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা ছাড়া তো আমরা ফিরতে পারি না।'

'আমার কিছু করার নেই,' বললেন ড্যালক্রোজ, ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। 'দুঃখিত।'

ঘাড় ফিরিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা।

সোফিয়া ভাবছে, বছরের পর বছর ধরে দাদু তাকে যে-সব এনভেলাপ ও প্যাকেজ পাঠিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা নেই তো? ওগুলো তো ভুলেও কখনও খোলেনি সে।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ওর চোখে অপ্রত্যাশিত আলোর একটা ঝিলিক দেখতে পেয়ে সোফিয়ার দৃষ্টি অপলক হয়ে উঠল। 'রানা? আপনি হাসছেন?'

'আপনার দাদু আসলে একটা জিনিয়াস।'

'ঠিক কী বলছেন বুঝতে—'

'টেন ডিজিট!'

সোফিয়ার কোনও ধারণা নেই কী ভাবছে রানা।

'আমি প্রায় নিশ্চিত অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা,' বলল রানা, ঠোঁটের কোণে বাঁকা এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে, 'আমাদেরকে দিয়ে গেছেন তিনি।'

'কোথায়?'

ক্রাইম সিন ফটোর প্রিন্টআউটটা বের করে কফি টেবিলে মেলল রানা। শুধু প্রথম লাইনটা পড়তে যা দেরি, সোফিয়া বুঝতে পারল রানা ঠিক কথাই বলছে।

13-3-2-21-1-1-8-5
O, Draconian devil!
Oh, lame saint!
P.S. Find Masud Rana

বিশ

'টেন ডিজিট,' বলল সোফিয়া, প্রিন্টআউটের দিকে তাকাতেই তার ক্রিপটলজিক অনুভূতিতে ঢেউ উঠল।

13-3-2-21-1-1-8-5

দাদু তা হলে লুভার মিউজিয়ামের মেঝেতে অ্যাকাউন্ট নম্বরটা লিখে রেখে গেছেন!

জ্যামিতিক নকশা কাটা মেঝেতে প্রথম যখন ফিবোনাচি সিকোয়েন্সটা দেখল সোফিয়া, ধরে নিয়েছিল দাদু চেয়েছেন ওটা দেখে ডিসিপিজে তাদের ক্রিপটগ্রাফারদের ডেকে পাঠাবে, ফলে এই মার্ডার কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে সোফিয়া। পরে সে বুঝতে পারে সংখ্যাটা বাকি লাইনগুলো ডিসাইফার করবার সূত্রও বটে— বিশৃংখল একটা সিকোয়েন্স... একটা নিউমেরিক অ্যানাগ্রাম।

এই মুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উপলব্ধি করছে সোফিয়া, সংখ্যাগুলোর আরও গুরুত্বপূর্ণ মানে আছে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে

নেওয়া যায় তার দাদুর রহস্যময় সেফ-ডিপজিট বক্স খোলার সর্বশেষ চাবি এগুলো।

'দাদু ছিলেন একের ভেতর বহু-র ভক্ত,' রানার দিকে ঘুরে বলল সোফিয়া। 'কোডের ভেতরে কোড তাঁর খুব পছন্দ ছিল।'

এরইমধ্যে ইলেকট্রনিক পডিয়ামের দিকে এগোতে শুরু করেছে রানা। ছোঁ দিয়ে কমপিউটার প্রিন্টআউটটা তুলে নিয়ে ওর পিছু নিল সোফিয়া।

পডিয়ামে একটা কিপ্যাড, অর্থাৎ ডিসপ্লে ইউনিট রয়েছে। স্ক্রিনে ব্যাঙ্কের ক্রুসিফর্ম লোগো দেখা যাচ্ছে। কিপ্যাডের পাশে তেকোনা একটা ফুটো। দেরি না করে ওটার ভিতর চাবিটা ঢোকাল সোফিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ডিসপ্লে।

ACCOUNT NUMBER

কারসার মিটমিট করছে। অপেক্ষায় আছে।

টেন ডিজিট। প্রিন্টআউটের সংখ্যাগুলো পড়ল সোফিয়া, শুনে টাইপ করে গেল রানা।

ACCOUNT NUMBER
1332211185

শেষ ডিজিট টাইপ করা মাত্র আবার বদলে গেল স্ক্রিন। কয়েকটা ভাষায় একটা মেসেজ এসেছে, সবচেয়ে উপরে ইংরেজি। বাংলা করলে দাঁড়ায়—

সাবধানঃ

এন্টার কি-তে চাপ দেওয়ার আগে দয়া করে আপনার

অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঠিক আছে কিনা ভাল করে দেখে নিন। কমপিউটার আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার চিনতে না পারলে সিস্টেমটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠোঁট কামড়াল সোফিয়া। 'দেখা যাচ্ছে মাত্র একবারই সুযোগ পাব আমরা।' এ-ধরনের অন্যান্য সিস্টেমে তিনবার সুযোগ পাওয়া যায়।

'সংখ্যাগুলো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে,' বলল রানা, এতক্ষণ যা টাইপ করল প্রিন্টআউটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে কোথাও কোনও ভুল করেছে কি না। কাজটা শেষ করে ইঙ্গিতে এন্টার কি-টা দেখাল সোফিয়াকে। 'ফায়ার!'

কিপ্যাডের দিকে তর্জনী বাড়াল সোফিয়া, কিন্তু ইতস্তত করছে, একটা অদ্ভুত চিন্তা ঢুকেছে তার মাথায়।

'তাড়াতাড়ি করুন,' দ্রুত বলল রানা। 'ড্যালক্রোজ এসে পড়বেন।'

'না।' হাতটা টেনে নিল সোফিয়া। 'এটা সঠিক অ্যাকাউন্ট নাম্বার নয়।'

'কেন বলছেন এ-কথা? টেন ডিজিট। আর কী হতে পারে?'

'এটা বড় বেশি এলোমেলো,' বলে রানা যা টাইপ করেছিল সব মুছে ফেলল সোফিয়া।

রানার মনে পড়ল এর আগে এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারকে নতুন করে সাজিয়ে ফিবোনাচি সিকোয়েন্স-এ পরিণত করেছিল সোফিয়া।

ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে সোফিয়া, যেন স্মৃতি থেকে নিয়ে একটা আলাদা সংখ্যা টাইপ করল কিপ্যাডে। 'তা ছাড়া,' বলল সে, 'সিম্বলিজম ও কোড দাদু যেরকম ভালবাসতেন, তাতে এটা ধরে নেয়া চলে যে অর্থবহ একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার বাছাই করবেন তিনি, যেটা সহজেই মনে রাখা যায়।' টাইপ শেষ করে মৃদু হাসল সে। 'এমন কিছু, দেখে মনে হবে এলোমেলো... কিন্তু আসলে তা নয়।'

স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা।

ACCOUNT NUMBER
1123581321

এক মুহূর্ত সময় লাগল, তবে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রানা, সোফিয়া ঠিকই বলছে।

ফিবোনাচি সিকোয়েন্স।

1-1-2-3-5-8-13-21

এলোমেলো করে দিলে ফিবোনাচি সিকোয়েন্স চেনা প্রায় অসম্ভব। সহজে মনে থাকবে, অথচ দেখে মনে হবে তাৎপর্যহীন। টেন ডিজিটের এই কোড যে-কেউ সহজেই স্মরণ করতে পারবে।

হাত বাড়িয়ে 'এন্টার কি' চাপল সোফিয়া।

কিছুই ঘটল না।

তারপর পরম স্বস্তির পরশ অনুভব করল ওরা কনভেয়ার বেল্টটাকে সচল হতে দেখে। সরে এসে বেল্টটার পাশে দাঁড়াল দুজন, রহস্যময় বক্সটার জন্য অপেক্ষা করছে, জানে না সেটার ভিতর কী আছে।

সরু একটা ফাটল দিয়ে কামরার ভিতর ঢুকছে কনভেয়ার বেল্ট, ফাটলটা চৌকো একটা দরজার নীচে। ধাতব দরজার কবাট উপরে উঠল, বেল্ট বয়ে নিয়ে এল বড়সড় এক প্লাস্টিকের বাক্স।

বাক্সটা কালো, পুরু প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া। গায়ে মেটাল ক্লাস্প, বারকোড স্টিকার ও মোটা হাতল আছে। জিনিসটা বড়সড় একটা টুলবক্সের মত দেখতে, খুব ভারী হবারই সম্ভাবনা।

ঠিক ওদের সামনে স্থির হলো বাক্স সহ বেল্টটা।

রানা আর সোফিয়া একচুল নড়ছে না, রহস্যময় বাক্সটার দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। তারপর খুক করে কাশল সোফিয়া, যেন

রানাকে মনে করিয়ে দিল সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।

ক্লাম্প দুটো হুক মুক্ত করল রানা। তারপর দুজন মিলে ভারী ঢাকনিটা তুলে উল্টোদিকে ছেড়ে দিল।

সামনে এগিয়ে উঁকি দিয়ে বাক্সের ভিতর তাকাল ওরা।

প্রথমে সোফিয়ার মনে হলো বাক্সটা খালি। তারপর কিছু একটা দেখতে পেল। বাক্সের তলায় বসে আছে। নিঃসঙ্গ একটা বাক্স।

অর্থাৎ বাক্সের ভিতর আরেকটা বাক্স। দ্বিতীয়টা পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি, আকারে জুতোর বাক্সের মত, গাঢ় লালচে-বেগুনি রঙ চকচক করছে। রোজউড, চিনতে পারল সোফিয়া। তার দাদুর প্রিয় ছিল। ঢাকনিতেও ভারি সুন্দর একটা গোলাপের ডিজাইন করা।

বোকার মত দৃষ্টি বিনিময় করল দুজন। তারপর শ্রাগ করে ঝুঁকল রানা, বড় বাক্সের ভিতর হাত ভরে ছোট বাক্সটা তুলে আনল।

ওহ্, গড, কী ভারী!

বাক্সটা বয়ে নিয়ে এসে বড় একটা টেবিলে সাবধানে নামিয়ে রাখল রানা। এরপর ঢাকনির ডিজাইনটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল– পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট গোলাপ। এ-ধরনের গোলাপ আগেও অনেক দেখেছে ও। 'পাঁচ পাপড়ির গোলাপকে,' পাশে দাঁড়ানো সোফিয়াকে ফিসফিস করে বলল, 'হোলি গ্রেইলের সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করে প্রায়রি।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। রানা জানে কী ভাবছে সে, ও নিজেও তা-ই ভাবছে। বাক্সটার আকৃতি, ভিতরের জিনিসটার আন্দাজ পাওয়া ওজন, গ্রেইলের জন্য বাছাই করা প্রায়রির সিম্বল, সব মিলিয়ে চিন্তার অতীত একটা উপসংহারে পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। *এই বাক্সে যিশুর কাপটা আছে।*

নিজেকে রানা আবার বলল, এ সম্ভব নয়।

'আকারটা নিখুঁত,' ফিসফিস করল সোফিয়া, '...একটা পানপাত্র রাখার জন্যে।'

যিশুর কাপ? নাহ, অসম্ভব!

বাক্সটা নিজের দিকে টেনে আনল সোফিয়া, খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে ওই একটু নাড়াচাড়াতেই অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার চমকে দিল ওদের। বাক্সটা থেকে অদ্ভুত একটা কুলকুল আওয়াজ বেরিয়ে এল।

হকচকিয়ে গেল রানা। ভাবল, ভিতরে তরল কিছু আছে নাকি?

সোফিয়াকেও হতচকিত দেখাচ্ছে। বাক্স থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়েছে সে। 'আপনি কি এইমাত্র কিছু শুনতে...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তরল পদার্থ বলে মনে হলো।'

আবার হাত বাড়িয়ে ক্লাস্পগুলো হুক থেকে ধীরে ধীরে ছাড়াল সোফিয়া। তারপর ঢাকনিটা তুলল।

ভিতরের জিনিসটা রানার দেখা কোনও কিছুর সঙ্গে মেলে না। একটা ব্যাপার অবশ্য দুজনের কাছেই এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। যিশু খ্রিস্টের পানপাত্র নয় এটা।

'সমস্যা গুরুতর,' ড্যালক্রোজ বললেন, ত্রস্ত পায়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকছেন। 'রাস্তা ব্লক করছে পুলিশ। আপনাদেরকে সরিয়ে দেয়া কঠিন হবে।' নিজের পিছনে দরজা বন্ধ করে এগোতে যাবেন, কনভেয়ার বেল্টের উপর প্লাস্টিকের বড় বাক্সটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ওহ্, গড! বের্সন অ্যাকাউন্টটার অ্যাকসেস পেয়ে গেছে ওরা?

চোখ ঘুরিয়েই দেখতে পেলেন রানা ও সোফিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চকচকে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে কী যেন করছে। সোফিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনি বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল। 'শেষ পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট নাম্বরটা আমরা পেয়েছি।'

ড্যালক্রোজ বোবা হয়ে গেছেন। এই ব্যাপারটা সব কিছু বদলে

দিল। ভদ্রতাবশত বাক্সটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি, পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবছেন। প্রথম কাজ ব্যাঙ্ক থেকে ওদেরকে বের করে নিয়ে যাওয়া। পুলিশ রোডব্লক তৈরি করায় মাত্র একটি উপায়ে তা সম্ভব।

'মাদামোয়াজেল সোফিয়া,' বললেন তিনি। 'আমি যদি আপনাদেরকে ব্যাঙ্ক থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিই, আইটেমটা আপনারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, নাকি ভল্টে রেখে যাবেন?'

প্রথমে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া, তারপর ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের দিকে। 'ওটা আমাদের দরকার।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকালেন ড্যালক্রোজ। 'আইটেমটা যা-ই হোক, করিডরে বেরুবার আগে জ্যাকেটে মুড়ে নিন। আমি চাই আর যেন কেউ না দেখে ওটা।'

গা থেকে জ্যাকেট খুলছে রানা, দ্রুত পায়ে কনভেয়ার বেল্টের কাছে চলে এলেন ড্যালক্রোজ। বড় বাক্সটা বন্ধ করলেন তিনি, তারপর সহজ একটা কমান্ড টাইপ করলেন। আবার চালু হলো বেল্ট, প্লাস্টিক কনটেইনারটাকে ভল্টে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোনালি চাবিটা পডিয়াম থেকে বের করে সোফিয়ার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'এদিক দিয়ে, প্লিজ। জলদি!'

ওদেরকে নিয়ে ব্যাঙ্ক ভবনের পিছনদিকে, লোডিং ডক-এ চলে এলেন ড্যালক্রোজ। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজের তলা দিয়ে পুলিশ কারের আলোর ঝলক ঢুকতে দেখা গেল। ভ্রূ কোঁচকালেন তিনি। শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মোছার সময় ভাবলেন, কাজটা তিনি করতে পারবেন তো?

অনেকগুলো ছোট আর্মারড় ট্রাক দেখা যাচ্ছে, ইঙ্গিতে সেগুলোর একটা দেখালেন তিনি। ব্যাঙ্কের প্যারিস শাখা কার্গো ডেলিভারি সার্ভিসও দিয়ে থাকে। 'কার্গো হোল্ডে ঢুকে পড়ুন,' বলে আর্মারড

ট্রাকের পিছনের ভারী দরজাটা টান দিয়ে খুললেন, ইঙ্গিতে চকচকে স্টিল কমপার্টমেন্টটা দেখালেন ওদেরকে। 'এখনই আসছি আমি।'

সোফিয়াকে নিয়ে কার্গো হোল্ডে ঢুকছে রানা, লোডিং ডক পার হয়ে ডক ওভারশিয়ারের অফিসে ঢুকলেন ড্যালক্রোজ। একটা দেরাজ খুলে ট্রাকের চাবি নিলেন। খুঁজে বের করলেন জ্যাকেট ও ক্যাপ সহ ড্রাইভারের ইউনিফর্ম। নিজের কোট-টাই খুলে ড্রাইভারের জ্যাকেট পরলেন। ইউনিফর্মের নীচে একটা শোল্ডার হোলস্টারও পরলেন। অফিস থেকে বেরুবার আগে র‍্যাক থেকে এক ড্রাইভারের পিস্তল নিলেন, একটা ক্লিপ ভরলেন তাতে, তারপর হোলস্টারে গুঁজে রাখলেন।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে নতুন পরা ক্যাপটা চোখের সামনে নামিয়ে এনে রানা ও সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি, দেখলেন খালি ইস্পাতের বাক্সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

'এটা আপনাদের দরকার হবে,' বললেন ড্যালক্রোজ, হোল্ডের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে নিঃসঙ্গ আলোটা জ্বেলে দিলেন। 'দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ুন আপনারা। সাবধান, গেট দিয়ে বেরুবার সময় কোনও আওয়াজ করবেন না।'

রানা ও সোফিয়া ধাতব মেঝেতে বসে পড়ল। জ্যাকেটে মোড়া ট্রেজারটা রয়েছে রানার হাতে। ভারী দরজা বন্ধ করে ভিতরে ওদেরকে আটকে ফেললেন ড্যালক্রোজ, তারপর হুইলের পিছনে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন।

চাপা গর্জন তুলে র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে আর্মারড ট্রাক, ড্যালক্রোজ অনুভব করলেন তাঁর ক্যাপের নীচে এরইমধ্যে ঘাম জমতে শুরু করেছে। সামনে পুলিশ কারের উজ্জ্বল লাইট দেখা যাচ্ছে। ট্রাক যখন র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে, ওটার পথ মুক্ত করে দিয়ে ভিতর দিকে খুলে গেল প্রথম গেটটা।

সামনে এগিয়ে থামলেন ড্যালক্রোজ। তাঁর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট, সেই সঙ্গে পরবর্তী সেনসর অ্যাকটিভেট হলো, ফলে খুলে

গেল দ্বিতীয় গেট। সেই সঙ্গে সামনে খুলে গেছে পালাবার পথও। শুধু র‍্যাম্পের মাথায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ কার।

আরেকবার কপালের ঘাম মুছে সামনে এগোলেন ড্যালক্রোজ।

রোগা-পাতলা একজন পুলিশ অফিসার রোডব্লক থেকে কয়েক মিটার দূরে হেঁটে এসে হাত তুলে থামার নির্দেশ দিল। তার পিছনে সব মিলিয়ে চারটে পুলিশ কার দেখতে পাচ্ছেন ড্যালক্রোজ।

ট্রাক থামালেন তিনি। ড্রাইভারের ক্যাপটা চোখের কাছাকাছি নামিয়ে আনলেন, তারপর তাঁর অভিজাত চেহারায় যতটা সম্ভব রুক্ষ ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। ড্রাইভিং সিট না ছেড়ে গেট খুলে অফিসারের দিকে তাকালেন। 'এত রাতে কী চান আপনারা?' প্রশ্ন করলেন তিনি, কণ্ঠস্বর কর্কশ।

'আমি ডুফি রাউল,' অফিসার বলল। 'লেফটেন্যান্ট, পুলিশ জুডিশিয়ারি।' ইঙ্গিতে কার্গো হোল্ডটা দেখাল। 'কী আছে ওখানে?'

'ধ্যাত, কীভাবে জানব!' অমার্জিত ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিলেন ড্যালক্রোজ। 'আমি তো স্রেফ একজন ড্রাইভার।'

রাউলকে গম্ভীর ও কঠিন দেখাচ্ছে। 'দুজন ক্রিমিনালকে খুঁজছি আমরা।'

হেসে উঠলেন ড্যালক্রোজ। 'তা হলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, লেফটেন্যান্ট। কার্গোর সঙ্গে মাঝে-মধ্যে যাদেরকে বয়ে নিয়ে যাই তাদের এত টাকা, ক্রিমিনাল না হয়েই যায় না।'

রানার একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো দেখাল এজেন্ট লেফটেন্যান্ট রাউল। 'আজ রাতে এই ভদ্রলোক তোমাদের ব্যাঙ্কে এসেছিলেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড্যালক্রোজ। 'আমার জানা নেই। কী করে জানব, ক্লায়েন্টদের কাছে আমাদেরকে ওরা ঘেঁষতে দিলে তো। আপনার উচিত ভেতরে ঢুকে সামনের ডেস্ককে জিজ্ঞেস করা।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া ঢুকতে দিতে চাইছে না ওরা।'

'শালার প্রশাসন!' মুখ বাঁকালেন ড্যালক্রোজ। 'কী বলব বলুন।'

'কার্গো হোল্ডটা খোলো, প্লিজ,' বলল রাউল।

তার দিকে তাকিয়ে মিছিমিছি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন ড্যালক্রোজ। 'কার্গো হোল্ড খুলব? আপনার ধারণা, আমার কাছে চাবি আছে? আপনার ধারণা, ওরা ড্রাইভারদেরকে বিশ্বাস করে? খাতাটা একবার দেখলে বুঝতেন ক'পয়সা বেতন পাই।'

মাথাটা একদিকে কাত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে রাউল, চোখে সন্দেহ। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো নিজের ট্রাকের চাবি নেই তোমার কাছে?'

মাথা নাড়লেন ড্যালক্রোজ। ট্রাকের চাবি থাকবে না কেন। কার্গো এরিয়ার চাবি নেই। এই ট্রাকগুলো লোডিং-ডকে সিল করে দেয় ওভারশিয়াররা। তারপর, ট্রাক ডকে থাকতেই, কেউ একজন ড্রপ অফ-এ ফেলে দিয়ে আসে কার্গোর চাবি। গ্রাহকের কাছে চাবি পৌঁছেছে, টেলিফোনে এই খবর পাবার পর ট্রাক ছাড়ি আমরা, তার এক সেকেন্ড আগে নয়। কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা থাকে না।'

'এই ট্রাক কখন সিল করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টা আগে। আজ রাতে আমাকে সেই সেইন্ট থুরিয়াল পর্যন্ত যেতে হবে। কার্গোর চাবি কখন সেখানে পৌঁছে গেছে।'

লেফটেন্যান্ট কথা বলছে না, তার গভীর দৃষ্টি বলে দিচ্ছে ড্যালক্রোজের মন বোঝার চেষ্টা করছে সে।

এক ফোঁটা ঘাম ড্যালক্রোজের নাক বেয়ে গড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'কিছু মনে করবেন, মসিয়ো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, আস্তিন দিয়ে নাক মুছে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'আমার শেডিউল খুব টাইট।'

'মাত্র ক'পয়সার বেতনের ড্রাইভাররা সবাই কি রোলেক্স পরে?' জানতে চাইল রাউল, ড্যালক্রোজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখ নামিয়ে ড্যালক্রোজ দেখলেন আস্তিনের তলা থেকে তাঁর

দামি হাতঘড়িটা উঁকি দিচ্ছে। *সেরেছে!* 'এটা? হাহ্! এটা তো নকল। ফুটপাথ থেকে বিশ ইউরো দিয়ে কিনেছি। চল্লিশ ইউরো পেলে বেচে দিই।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রাউল। তবে কয়েক সেকেন্ড পর সরে দাঁড়াল সে। 'না, ধন্যবাদ। তুমি যেতে পার।'

রাস্তা ধরে পঞ্চাশ মিটার এগোবার পর দম ফেললেন ড্যালক্রোজ। এখন তিনি আরেকটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁর কার্গো! *ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়?*

নিজের কামরায়, ক্যানভাস ম্যাট-এর উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে লেবরান; পিঠের ক্ষতগুলোকে শুকাবার সুযোগ দিচ্ছে। আজ রাতের দ্বিতীয় দফার আত্মপীড়ন আচ্ছন্ন ও দুর্বল করে ফেলেছে তাকে।

উরুর বেল্টটা এখনও খোলেনি সে। ভিতর দিকে রক্ত গড়ানোর স্পর্শ অনুভব করছে, তবু সেটা তার খুলতে ইচ্ছে করছে না।

চার্চের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি আমি।

হায়, এই ব্যর্থতা নিয়ে বিশপকে মুখ দেখাব কীভাবে!

আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস আগে একটা মিটিঙে যোগ দিতে ভ্যাটিকান অর্বজারভেটরিতে গিয়েছিলেন বিশপ বেলমন্ড। সেই মিটিঙে কিছু একটা জানতে পারেন, যার ফলে তাঁর মধ্যে গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। কয়েক হপ্তা বিষণ্ণ থাকবার পর, অবশেষে লেবরানকে সব কথা খুলে বলেন তিনি।

'কিন্তু এ তো অসম্ভব! অপাস ডেইকে দেয়া অনুমোদন কী কারণে প্রত্যাহার করবে ভ্যাটিকান!' চেঁচিয়ে উঠেছিল লেবরান। 'এ আমি মানি না!'

'ব্যাপারটা সত্যি,' তাকে বলেছেন বিশপ। 'চিন্তার অতীত, তবে সত্যি। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে। এটাই বাস্তবতা, কাজেই মেনে নিতে হবে আমাদেরকে। তবে আমরা প্রার্থনা করব। ঈশ্বর নিশ্চয়ই

আমাদের প্রার্থনা শুনবেন।'

বিশপের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল লেবরান। মুক্তির জন্য প্রার্থনায় বসেছে সে। সে-সব কালো দিনেও ঈশ্বর ও 'দ্য ওয়ে'-র প্রতি তার বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরেনি। মাত্র মাসখানেক পর জাদুর মত ফাটল ধরল ঘন কালো মেঘে, তার ভিতরে সম্ভাবনার আলোর ঝলক দেখা গেল। অলৌকিক হস্তক্ষেপ, বিশপ ওটার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

'লেবরান,' ফিসফিস করে বলেছেন তিনি, 'ঈশ্বরের তরফ থেকে "দ্য ওয়ে"-কে রক্ষা করার একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। আমাদের যুদ্ধে, আর সব যুদ্ধের মতই, আত্মত্যাগ দরকার হবে। তুমি কি ঈশ্বরের একজন সৈনিক হতে রাজি?'

বিশপ বেলমন্ডের সামনে নতজানু হলো লেবরান– যে মানুষটি তাকে নতুন জীবন দান করেছেন– তারপর বলল, 'আমি ঈশ্বরের অনুগত মেষশাবক। আপনার মন যেভাবে চায় সেভাবেই আপনি আমাকে ব্যবহার করুন।'

'এই কাজে আমাদেরকে হয়তো রক্ত ঝরাতেও হতে পারে,' সাবধান করে দেওয়ার সুরে বললেন বিশপ বেলমন্ড। 'ভাল করে ভেবে দেখো।'

'মানুষ খুন?' জিজ্ঞেস করল লেবরান।

'ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে।'

'আমি রাজি,' নির্দ্বিধায় সম্মতি দিয়েছে লেবরান। 'তবে একটু যদি শোনান কীভাবে খুশি করব ঈশ্বরকে!'

কী সুযোগ, কীভাবে পাওয়া গেছে ইত্যাদি যখন ব্যাখ্যা করে বললেন বেলমন্ড, লেবরান বুঝল শুধুমাত্র ঈশ্বর নিজের হাতে করলে এরকমটি হতে পারে।

প্ল্যানটা যিনি প্রস্তাব করেছেন তাঁর সঙ্গে লেবরানের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন বিশপ বেলমন্ড, যে নিজের পরিচয় দেয় লালিক বলে। যদিও লালিক ও লেবরান কখনও মুখোমুখি দেখা করেনি,

প্রতিবার তারা ফোনে কথা বলে, তারপরও লেবরান বিস্ময়ে স্তম্ভিত– লালিকের ক্ষমতার বিস্তার ও বিশ্বাসের গভীরতা দেখে।

লেবরানের কাছে এমন একজন মানুষ লালিক, যে সমস্ত কিছু জানে, সবখানে যার চোখ ও কান আছে। লালিক কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করে লেবরানের তা জানা নেই, তবে তার উপর অন্ধের মত আস্থা রাখেন বিশপ, তাকেও তা-ই রাখতে বলেছেন। 'লালিকের আদেশ মেনে চলবে তুমি,' নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। 'তা হলেই আমরা বিজয়ী হব।'

বিজয়। মন খারাপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে লেবরান ভাবছে, বিজয় তাকে ন্য ফাঁকি দেয়। লালিক প্রতারণার শিকার হয়েছে। কিস্টোন স্রেফ একটা ধোঁকাবাজি, একটা কানাগলি। তার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

লেবরানের ইচ্ছে হচ্ছে বিশপ বেলমন্ডকে ফোন করে সতর্ক করে দেয়, কিন্তু আজ রাতে তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সব লাইন বন্ধ করে দিয়েছে লালিক। *আমাদেরই নিরাপত্তার জন্য।*

অবশেষে ক্লান্তি ও উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে সিধে হলো লেবরান, মেঝেতে ফেলে রাখা আলখেল্লার কাছে ফিরে এল। পকেট থেকে নিজের সেল ফোনটা বের করল সে, লজ্জায় মাথাটা নিচু করে চাপ দিচ্ছে নম্বরে।

'লালিক,' ফিসফিস করল লেবরান, 'সব শেষ হয়ে গেছে।' তারপর ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল কীভাবে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস হারাও,' বললেন লালিক। 'এইমাত্র আমি কিছু খবর পেলাম। যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি শুভ। গোপন রহস্যটা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যায়নি। ল্যাক বেসন মারা যাবার আগে তথ্যটা হস্তান্তর করে গেছেন। তোমাকে আমি শিগগিরই ফোন করব। আমাদের আজ রাতের কাজ এখনও কিছু বাকি আছে।'

একুশ

আর্মারড ট্রাকের কার্গো হোল্ডে আলোটা ম্লান। বদ্ধ জায়গার ভিতর আটকে থাকায় চাপ পড়ছে রানার মনে। ড্যালক্রোজ কী বলেছেন মনে পড়ছে ওর– শহরের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দেবেন ওদেরকে। কোথায়? কত দূরে?

ছোট্ট ধাতব মেঝেতে গুটিসুটি হয়ে বসতে হয়েছে, রক্ত চলাচলে বাধা পড়ায় ব্যথা করছে পা দুটো। ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া রহস্যময় জিনিসটা এখনও ওর হাতে রয়েছে, জ্যাকেটে মোড়া।

'আমরা বোধহয় হাইওয়েতে উঠে এসেছি,' বলল রানা। ব্যাঙ্ক র‍্যাম্পে মিনিট দুই শ্বাসরুদ্ধকর বিরতির পর ডানে-বাঁয়ে বেশ কয়েকটা বাঁক ঘুরে ট্রাক এখন সরল রাস্তা ধরে বেশ দ্রুতবেগে ছুটছে বলে মনে হলো। ওদের নীচে বুলেটপ্রুফ টায়ার একটানা গুঞ্জন তুলছে।

জ্যাকেটের মোড়ক খুলে বাক্সটা বের করল রানা। নিজের পজিশন বদলে নিল সোফিয়া, দুজন যাতে পাশাপাশি বসতে পারে। হঠাৎ করে তার মনে হলো ওরা যেন দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, ক্রিসমাস প্রেজেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

রানা খ্রিশ্চান নন, মুসলমান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনে করিয়ে দিল সোফিয়া। খ্রিশ্চান ছিলেন না আমার দাদুও, ভাবল সে। সেজন্যই খ্রিশ্চান নন এমন একজনকে এই ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়েছেন তিনি।

'নিন, খুলুন বাক্সটা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সোফিয়া।

বড় করে শ্বাস নিল রানা, ক্লাস্প হুক মুক্ত করল, তারপর

ঢাকনি খুলে ফেলল– ভিতরের জিনিসটা দেখা যাচ্ছে।

বাক্সের ভিতর কী পাওয়া যাবে কল্পনা করতে গিয়ে এটা-সেটা অনেক কিছুর কথা ভেবেছে রানা, তবে এটার কথা নিশ্চয়ই ভাবেনি। বাক্সটার ভিতর লাল রঙের সিল্ক প্যাড দেখা যাচ্ছে, তাতে পালিশ করা সাদা একটা মার্বেল পাথরের সিলিন্ডার রয়েছে; চওড়ায় টেনিস বল ক্যান-এর মত হবে। সাধারণ পাথরের কলাম নয়, বরং বেশ জটিল আকৃতি। যেন অনেকগুলো আলাদা অংশ জোড়া দিয়ে সিলিন্ডারটা বানানো হয়েছে। তামার ফ্রেমওঅর্ক-এ রিং আকৃতির পাঁচটা মার্বেল ডিস্ক একটার উপর আরেকটা সেট করা হয়েছে। জিনিসটা দেখতে টিউব আকৃতির বহু চাকা বিশিষ্ট কলাইডেস্কোপ-এর মত। সিলিন্ডারের দুই প্রান্তই একটা করে ক্যাপ দিয়ে বন্ধ করা, সেগুলোও মার্বেল পাথরের, ফলে ভিতরে কী আছে দেখবার কোনও উপায় নেই। ভিতরে পানির আওয়াজ পাওয়ায় সিলিন্ডারটা ফাঁপা বলে ধরে নিল রানা।

সিলিন্ডারের গঠন যেমন জটিল ও রহস্যময়, টিউবটার চারধারের খোদাইয়ের কাজও ঠিক তাই। প্রতিটি ডিস্কে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এক প্রস্থ করে বর্ণমালা খোদাই করা হয়েছে।

'অদ্ভুত, তাই না?' ফিসফিস করল সোফিয়া।

চোখ তুলল রানা। 'জানি না। কী এটা?'

এবার সোফিয়ার চোখে আলোর একটু ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। 'দাদু শখ করে এগুলো খোদাই করতেন। এগুলোর ডিজাইন করেছেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।'

'দ্য ভিঞ্চি?' বিড়বিড় করল রানা, চোখ নামিয়ে সিলিন্ডারটার দিকে আবার তাকাল।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হ্যাঁ। এগুলোকে ক্রিপটেক্স বলে। দাদুর বক্তব্য অনুসারে ব্লুপ্রিন্টগুলো পাওয়া গেছে দ্য ভিঞ্চির গোপন ডায়েরি থেকে।'

'কী কাজে লাগে?' জানতে চাইল রানা।

'এটা একটা ভল্ট,' বলল সোফিয়া। 'গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখার জন্যে।'

একটু বড় হলো রানার চোখ।

সোফিয়া ব্যাখ্যা করল, দ্য ভিঞ্চির উদ্ভাবিত যে-কোনও জিনিসেরই মডেল তৈরি করাটা তার দাদুর সবচেয়ে প্রিয় হবি ছিল। রীতিমত মেধাবি কারিগর ছিলেন ল্যাক বেসন, নিজের উড ও মেটাল কারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে নকল তৈরি করতেন বিখ্যাত সব শিল্পীদের ভাস্কর্য ও ডিজাইন। তাঁদের মধ্যে দ্য ভিঞ্চির কাজগুলো তেমন শিল্পগুণসমৃদ্ধ না হলেও, অবশ্যই অনেক বেশি প্র্যাকটিকাল।

দ্য ভিঞ্চির জার্নালগুলোয় দ্রুত একবার চোখ বুলালেও ধরা পড়বে আলোকিত মানুষটা ধারাবাহিকতা বজায় না রাখবার ব্যাপারে কেন অতটা কুখ্যাত ছিলেন, আর কেন বিখ্যাত ছিলেন দুর্লভ ইন্টেলিজেন্স-এর জন্য। দ্য ভিঞ্চি কয়েক শো ইনভেনশন-এর ব্লুপ্রিন্ট এঁকেছেন, কিন্তু সেগুলোর একটাও তৈরি করেননি।

ল্যাক বেসনের প্রিয় কাজ ছিল দ্য ভিঞ্চির উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরুনো অস্পষ্ট ও রহস্যময় কিছু ব্লুপ্রিন্টকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা– টাইমপিস, ওয়াটার পাম্প, ক্রিপটেক্স, এমনকী সামন্ত যুগের একজন ফরাসী নাইট-এর একটা মডেলও। আলাদা আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগিয়ে তৈরি সেই মডেল এখনও তাঁর অফিসের ডেস্কে গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডিজাইন করা দ্য ভিঞ্চির এই রোবট নাইটের ইন্টারনাল মেকানিজম-এ থাকা জয়েন্ট, নার্ভ, টিস্যু, ঝিল্লি সব একেবারে নিখুঁত মাপমত দেখানো হয়েছে। দ্য ভিঞ্চির প্রথমদিকের অ্যানাটমি ও মেকানিকস্ অভ হিউম্যান বডি মুভমেন্ট-এর উপর পড়াশোনার ফসল ওই ডিজাইন, আর সেটার বৈশিষ্ট্য হলো– বসা অবস্থায়, হাত নাড়া ও মাথা ঘোরানোর সময়, চোয়াল খোলা ও বন্ধ করবার সময় কোন পেশি কতটা প্রসারিত হবে, জয়েন্টগুলো কত

ডিগ্রি ঘুরবে, এ-সবও এঁকে দেখিয়ে দেওয়া। আর্মার সজ্জিত এই নাইট, এতদিন সোফিয়ার ধারণা ছিল, দাদু যত জিনিস নিজের হাতে তৈরি করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। তবে, তার সামনের রোজউড বাক্সের ভিতর এই ক্রিপটেক্স দেখবার আগের কথা সেটা।

'আমি তখন খুব ছোট, এগুলোর একটা দাদু আমাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন,' বলল সোফিয়া। 'তবে এত বড় ও এরকম সুন্দর ডিজাইন আগে কখনও দেখিনি।'

বাক্সটার দিকে আবার তাকাল রানা। 'ক্রিপটেক্স কী আমি জানি না।'

শুনে মোটেও অবাক হলো না সোফিয়া। তৈরি না করা দ্য ভিঞ্চির উদ্ভাবনগুলো বেশিরভাগই পরীক্ষা করা হয়নি, এমনকী নামও দেওয়া হয়নি। ক্রিপটেক্স সম্ভবত তার দাদুর দেওয়া নাম, ক্রিপটলজিতে ব্যবহারযোগ্য একটা ডিভাইসের উপযোগী নামই বলতে হবে। এই পদ্ধতি পার্চমেন্ট কিংবা কোডেক্স-এ লিপিবদ্ধ তথ্য সংরক্ষণ করে।

সোফিয়া জানে দ্য ভিঞ্চিকে সচরাচর কৃতিত্ব দেওয়া না হলেও ক্রিপটলজিতে তাঁর বিরাট অবদান আছে। তার ভার্সিটি ইনস্ট্রাকটাররা ডাটা সংগ্রহের জন্য কমপিউটার এনক্রিপশন পদ্ধতি বর্ণনা করবার সময় যিমারম্যানসহ আধুনিক অনেক ক্রিপটলজিস্ট-এর নাম বললেও, এ-কথা বলতে ভুলে যান যে এনক্রিপশন-এর প্রথম মৌলিক ছকটা কয়েক শো বছর আগে দ্য ভিঞ্চি-ই আবিষ্কার করেছিলেন। দাদু এ-ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন তাকে।

ওদের আর্মার ট্রাক হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে, সেই ফাঁকে সোফিয়া রানাকে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও গোপন মেসেজ পাঠানোর যে সমস্যা ছিল তার সমাধান এনে দেয় দ্য ভিঞ্চির ক্রিপটেক্স। টেলিফোন ও ই-মেইল না থাকায় দূরে কোথাও কেউ যদি ব্যক্তিগত কোনও তথ্য কারও কাছে পাঠাতে চাইত, হাতে লেখা চিঠি বিশ্বাস করে কোনও বাহকের হাতে ধরিয়ে

না দিয়ে তার উপায় ছিল না। বাহক যদি সন্দেহ করত চিঠিতে মূল্যবান তথ্য আছে, সেটা জায়গামত বিলি না করে প্রতিপক্ষের কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করে দিতে পারত সে।

তথ্যকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক প্রতিভা ক্রিপটলজিক সমাধান উদ্ভাবন করেছেন: জুলিয়াস সিজার কোড-রাইটিং একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেন, নাম দেওয়া হয় সিজার বক্স; স্কটল্যান্ডের রানি মেরি "সাবস্টিটিউশন সাইফার" সৃষ্টি করে কারাগার থেকে গোপনে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন; এবং আরব দেশের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আবু ইউসুফ ইসমাইল আল-কিন্দি নিজের তথ্য গোপন রাখবার ব্যবস্থা করেন পলি-অ্যালফাবেটিক সাবস্টিটিউশন সাইফার উদ্ভাবন করে।

দ্য ভিঞ্চি অবশ্য গণিত বা ক্রিপ্টোলজির সাহায্য না নিয়ে যান্ত্রিক সমাধান বের করেন– ক্রিপটেক্স, একটা পোর্টেবল কন্টেইনার; যেটা চিঠি, ম্যাপ, ডায়াগ্রাম ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ক্রিপটেক্স-এর ভিতরে একবার কোনও তথ্য সিল করা হয়ে গেলে, শুধু যথাযথ পাসওয়ার্ড দিয়ে আবার ওটাকে বের করা সম্ভব।

হরফসহ ডায়ালগুলোর দিকে আঙুল তুলল সোফিয়া। 'আমাদের একটা পাসওয়ার্ড দরকার। ক্রিপটেক্স অনেকটা বাইসাইকেলের কমবিনেশন লক-এর মত কাজ করে, ডায়ালগুলোকে আপনি যদি নির্দিষ্ট পজিশনে আনতে পারেন, তালাটা খুলে যাবে। এই ক্রিপটেক্সে হরফ খোদাই করা পাঁচটা ডায়াল রয়েছে। ওগুলোকে ঘুরিয়ে সঠিক সিকোয়েন্সে আনতে পারলে ভিতরের টাম্বলারগুলো নির্দিষ্ট সারিতে চলে আসবে, সেই সঙ্গে গোটা সিলিন্ডার খুলে যাবে।'

'তারপর?'

'সিলিন্ডার খুলে গেলে ফাঁপা একটা সেন্ট্রাল কমপার্টমেন্ট দেখতে পাব আমরা, সেখানে হয়তো গোল পাকানো কাগজ থাকতে পারে।'

'আপনার ছোটবেলায় এগুলো বানিয়েছিলেন দাদু, আপনারই

জন্যে?' রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আকারে আরও ছোট, হ্যাঁ। দু'বার আমার জন্মদিনে। প্রথমে ক্রিপটেক্স দিলেন, তারপর একটা ধাঁধা বললেন। আমি ধাঁধার সমাধান বের করতে পারলে ক্রিপটেক্স খুলে একটা কার্ড পাব।'

'একটা কার্ডের জন্যে এত খাটনি!'

'না, ওই কার্ডে সব সময় আরও একটা ধাঁধা কিংবা সূত্র থাকত। বাড়ির চারধারে ট্রেজার হান্ট-এর আয়োজন করে ভারি মজা পেতেন দাদু। সূত্রের একটা চেইন তৈরি করতেন, অবশেষে আমাকে সেগুলো পৌঁছে দিত আমার আসল উপহারের কাছে। কোনও হান্টই সহজ ছিল না। এভাবেই আমার ধৈর্য ও বুদ্ধির পরীক্ষা নিতেন দাদু।'

'মার্বেল খুব একটা শক্ত পাথর নয়,' বলল রানা। 'ভেঙে ফেলতে অসুবিধে কী?'

হাসল সোফিয়া। 'অসুবিধে হলো দ্য ভিঞ্চি খুব বেশি স্মার্ট ছিলেন। ক্রিপটেক্সের ডিজাইনটা এমনভাবে করা হয়েছে, জোর করে খুলতে চেষ্টা করলে ভেতরে রাখা তথ্য নষ্ট হয়ে যাবে। দেখুন।' বাক্সের ভিতর হাত ভরে সিলিন্ডারটা বের করে আনল সে। 'যে তথ্যই ঢোকানো হোক, প্রথমে একটা প্যাপিরাস স্ক্রোল-এ লিখতে হবে সেটা।'

'পশুর চামড়ায় নয়?'

'না।' মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'প্যাপিরাস হতে হবে।'

'বেশ।'

'ক্রিপটেক্স কমপার্টমেন্টে প্যাপিরাস ঢোকানোর আগে ওটাকে গোল পাকিয়ে একটা কাঁচের ভায়াল-এ জড়াতে হবে।' ক্রিপটেক্সটা কাত করল সোফিয়া, ভিতরের প্যানি কুলকুল করে উঠল। 'তরল পদার্থ ভর্তি একটা ভায়াল।'

'আসলে জিনিসটা কী?'

হাসল সোফিয়া। 'ভিনিগার।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানা বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট।'

সোফিয়া ভাবছে, ভিনিগার ও প্যাপিরাস। ক্রিপটেক্সকে জোর করে কেউ ভাঙতে চেষ্টা করলে কাঁচের ভায়াল ভেঙে যাবে, আর প্যাপিরাসটাকে খুব তাড়াতাড়ি গলিয়ে ফেলবে ভিনিগার। গোপন মেসেজ হাতে পাওয়ার আগেই ছাতু হয়ে যাবে সেটা।

'দেখতেই পাচ্ছেন,' রানাকে বলল সোফিয়া, 'ভেতরের তথ্য পেতে হলে পাঁচ অক্ষরের একটা পাসওয়ার্ড জানতে হবে। পাঁচটা ডায়াল রয়েছে, প্রতিটিতে ছাব্বিশটা করে হরফ।' দ্রুত একটা হিসাব করল সে। 'কমবেশি বারো মিলিয়ন সম্ভাব্য পাসওয়ার্ড তৈরি করা যায়।'

রানার ঠোঁটে ক্লান্ত হাসি। 'আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি না,' বলল ও। 'আন্দাজ করতে পারছেন ভেতরে কী ধরনের তথ্য আছে?'

'তথ্য যা-ই হোক, দাদু নিশ্চয়ই সেটাকে লুকিয়ে রাখাটা খুব জরুরি বলে মনে করেছিলেন।' থেমে বাক্সের ঢাকনিটা বন্ধ করল সোফিয়া, ওটার গায়ে আঁকা পাঁচ পাপড়িসহ গোলাপটা দেখছে। কী যেন একটা বিরক্ত করছে তাকে। 'গ্রেইলের সিম্বল গোলাপ, তাই না?'

'হ্যাঁ। প্রায়রির সিম্বলিজম অনুসারে গোলাপ ও গ্রেইল সমার্থক।'

নীচের ঠোঁট কামড়াল সোফিয়া। 'আশ্চর্যই বলতে হবে, কারণ দাদু আমাকে সব সময় বলতেন, গোলাপ মানে হলো গোপনীয়তা। জরুরি কোনও ফোন এলে যখন চাইতেন না আমি তাঁকে বিরক্ত করি, বাড়িতে তাঁর যে অফিস কামরা ছিল সেটার দরজায় তখন একটা গোলাপ ঝুলিয়ে রাখতেন। আমাকেও তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্যে উৎসাহ দিতেন।' দাদুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে– *সুইটি, প্রাইভেসি দরকার হলে কামরা থেকে আমরা কাউকে বেরিয়ে যেতে না বলে আমাদের দরজায় একটা গোলাপ ঝুলিয়ে দিলেই পারি। এভাবে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে শিখব। গোলাপ ঝোলানো প্রাচীন রোমানদের একটা রীতি।*

'সাব রোজা,' বলল সোফিয়া। 'রোমানরা গোলাপ ঝোলাত মিটিং শুরু হওয়ার সময়, এ-কথা বোঝাবার জন্যে যে মিটিংটা গোপনীয়। অংশগ্রহণকারীরা বুঝে নিত গোলাপের নীচে- সাব রোজা- যা কিছু বলা হবে বাইরের কাউকে তা জানানো চলবে না।'

গোলাপকে গ্রেইলের সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করবার আরও কারণ আছে প্রায়রির। গোলাপের অন্যতম প্রাচীন প্রজাতি রোজা রুগোজা। ওটার পাঁচটা পাপড়ি রয়েছে, ঠিক যেন গাইডিং স্টার ভিনাস-এর মত, পঞ্চভূজের সঙ্গে মিলে যায়- গোলাপটাকে দিয়েছে নারীত্বের সঙ্গে মজবুত আইকন-গ্রাফিক বন্ধন। এ ছাড়া, সঠিক দিক-নির্দেশনা পাওয়ার সঙ্গেও গোলাপের সম্পর্ক আছে। এ সব কারণে গোলাপ এমন একটা সিম্বল, গ্রেইলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা স্তরের কথা প্রকাশ করে- গোপনীয়তা, নারীত্ব ও নেতৃত্ব।

হঠাৎ করে রানার চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

'রানা?' উদ্বিগ্ন দেখাল সোফিয়াকে। 'আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?'

রানার দৃষ্টি রোজউড বক্সটার দিকে ফিরে গেল। 'সাব... রোজা,' বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো ওর, চোখে-মুখে বিমূঢ় ভাব।

'কী ব্যাপার, রানা?' আবার জানতে চাইল সোফিয়া।

ধীরে ধীরে চোখ তুলল রানা। 'গোলাপ প্রতীকের নীচে,' বিড়বিড় করল ও। 'এই ক্রিপটেক্স কী আমি জানি।'

বাইশ

ধারণাটা রানার নিজেরই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। তারপরেও, কে ওদেরকে এই পাথুরে সিলিন্ডারটা দিয়েছেন,

দেওয়ার জন্য কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে, এ-সব স্মরণ করে এবং এখন কন্টেইনারের ঢাকনিতে আঁকা গোলাপটা দেখে, একটি মাত্র উপসংহারেই পৌছাতে পারছে ও।

আমার হাতে এটা প্রায়রির কিস্টোন।

নির্দেশনায় পরিষ্কার বলা আছে–

গুপ্ত সংকেত সহ গোলাপ প্রতীকের নীচে লুকানো আছে কিস্টোনটা।

'রানা? কী ব্যাপার বলুন তো?' ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া।

নিজের চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সময় নিল রানা। 'আপনার দাদু লা ক্লেফ দো ভোত সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

সোফিয়া তরজমা করল, 'ভল্টের চাবি?'

'না, ওটা আক্ষরিক অনুবাদ। লা ক্লেফ দো ভোত একটা আর্কিটেকচারাল টার্ম। ভোত বলতে ব্যাঙ্কের ভল্ট বোঝায় না, বোঝায় খিলানের ভল্ট। যেমন ধরুন, একটা ভল্টেড সিলিং।'

'কিন্তু ভল্টেড সিলিঙে চাবি থাকে না।'

দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। 'আসলে থাকে। প্রতিটি পাথুরে খিলানের জন্যে একেবারে মাথায় একটা গোঁজ আকৃতির পাথর দরকার হয়, যেটা বাকি অংশগুলোকে এক করে আটকে রাখে। এই পাথরটা, আর্কিওলজিকাল অর্থে, ওই খিলান বা গম্বুজের তালা। ইংরেজিতে বলা হয় কিস্টোন।' চিনতে পারার ফলে আলোর ঝিলিক দেখা যাবে, এই আশায় সোফিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

ক্রিপটেক্স-এর দিকে চোখ রেখে কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'কিন্তু এটা যে কিস্টোন নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

রানা জানে কিস্টোন তৈরির কৌশল গোপন রাখবার ঐতিহ্য বহুকাল ধরে চলে আসছে। 'প্রায়রি কিস্টোন সম্পর্কে বেশি কিছু

আমার জানা নেই,' বলল ও। 'হোলি গ্রেইলের ব্যাপারে কৌতূহল থাকলেও, ওটা পাবার উপায় নিয়ে যে-সব লোকগাথা প্রচলিত আছে সেগুলো আমার পড়া নেই।'

'হোলি গ্রেইল পাবার উপায়?' ভ্রূ কপালে তুলল সোফিয়া।

চোখে অস্বস্তি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, কথা বলছে সাবধানে। 'সোফিয়া, প্রায়রির প্রবাদ অনুসারে তাদের কিস্টোন একটা কোডেড ম্যাপ... এমন একটা মানচিত্র, যেটা দেখিয়ে দেবে হোলি গ্রেইল কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

সোফিয়ার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'আর আপনি বলছেন, এটাই সেটা?'

কী বলবে বুঝতে পারছে না রানা। ওর নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে, অথচ তারপরও একমাত্র যৌক্তিক উপসংহার কিস্টোন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না ও। *গুপ্ত সংকেত সহ গোলাপ প্রতীকের নীচে লুকানো আছে কিস্টোনটা।*

গত এক যুগ ধরে ঐতিহাসিকেরা ফরাসী চার্চে কিস্টোনটা খুঁজছেন। প্রায়রির ক্রিপটিক হেঁয়ালি সম্পর্কে সচেতন গ্রেইল শিকারীরা সিদ্ধান্তে আসে লা ক্লেফ দো ভোত আক্ষরিক অর্থেই কিস্টোন– সরু V আকৃতির একটা আর্কিওজিকাল গোঁজ– খোদাই করা কোড সহ একটা পাথর, কোনও চার্চের খিলান আকৃতির সিলিঙে ঢোকানো আছে। গোলাপ প্রতীকের নীচে। আর্কিটেকচারে গোলাপের কোনও অভাব নেই, চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে। অনেক গম্বুজ বা খিলানের মাথায় পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট খোদাই করা গোলাপ আছে, সরাসরি কিস্টোনের উপরে।

লুকানোর জায়গাটা দৃষ্টিকটু রকমের সাধারণ বলে মনে হয়। কোনও একটা ভুলে-যাওয়া চার্চের মাথায় রয়েছে হোলি গ্রেইলের ম্যাপ, যে-সব অজ্ঞ লোক ওটার নীচ দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ব্যঙ্গ করছে।

'এই ক্রিপটেক্সটা কিস্টোন হতে পারে না,' বলল সোফিয়া

'এটাকে আমার খুব বেশি পুরানো বলে মনে হচ্ছে না। আমি শিওর, দাদুই এটা বানিয়েছেন। প্রাচীন কোনও গ্রেইল প্রবাদের অংশ এটা হতে পারে না।'

রানা কিছু বলছে না।

সোফিয়ার চোখে অবিশ্বাস ছায়া ফেলল। 'এই ক্রিপটেক্সটা যদি হোলি গ্রেইলের ঠিকানা বলে দিতে পারে, দাদু এটা আমাকে কেন দিয়ে যাবেন? আমার তো কোনও ধারণাই নেই কীভাবে এটাকে খুলতে হয় বা এটা নিয়ে কী করব আমি। হোলি গ্রেইল কী, তা-ই তো আমি জানি না!'

বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করল রানা, সোফিয়া ঠিক বলছে।

ওদের নীচ থেকে ভেসে আসছে বুলেটপ্রুফ টায়ারের গুঞ্জন, সেটাকে চাপা দিচ্ছে রানার কণ্ঠস্বর। কিস্টোন সম্পর্কে কী শুনেছে দ্রুত ও সংক্ষেপে সোফিয়াকে তা ব্যাখ্যা করছে ও।

কয়েক শো বছর ধরে প্রায়রির সবচেয়ে বড় রহস্য- হোলি গ্রেইলের লোকেশন- কোথাও লেখা হয়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে গোপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কাউকে মৌখিকভাবে জানানো হত তথ্যটা। তবে গত শতাব্দীর কোনও এক সময় এরকম ফিসফাস শোনা গেছে যে প্রায়রির পলিসি পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত এই পরিবর্তনের কথা ভাবা হয় ইলেকট্রনিক আড়িপাতা যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর। প্রায়রি শপথ নেয় গোপন লোকেশনের কথা আর কখনও তারা মুখে উচ্চারণ করবে না।

সুফিয়া জানতে চাইল, 'তা হলে রহস্যটা তারা কাউকে বলে যায় কীভাবে?'

রানা ব্যাখ্যা করল, 'এখানেই কিস্টোনের কথা চলে আসে। তালিকার সবচেয়ে ওপরের চারজন সদস্যকে সেনিশাল বলা হয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায়, বাকি তিনজন নীচের স্তর থেকে পরবর্তী একজনকে তুলে এনে নিজেদের সংখ্যা ঠিক রাখে। গ্রেইল কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে নতুন সেনিশালকে তা না জানিয়ে,

তাকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পায় সে।'

সোফিয়ার চোখে আলোর ঝিলিক দেখে রানার মনে পড়ল, তার জন্য কীভাবে ট্রেজার হান্ট-এর আয়োজন করতেন ল্যাক বেসন। এই একই ধারণা কিস্টোনের বেলাতেও খাটে। সিক্রেট সোসাইটিগুলোতে এ-ধরনের পরীক্ষা একটা সাধারণ ব্যাপার।

'তারমানে নতুন প্রায়রি সেনিশালকে ক্রিপটেক্সটা খুলতে হবে। তা খুলতে পারলে ধরে নেয়া হবে ভেতরের তথ্য জানার যোগ্যতা আছে তার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার তো এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আছেই।'

'শুধু দাদুর কাছ থেকে শিখিনি,' বলল সোফিয়া। 'শিখেছি ক্রিপটলজি পড়তে গিয়েও।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানা বলল, 'সোফিয়া, এটা যদি সত্যি কিস্টোন হয়, তার তাৎপর্য আপনি বুঝতে পারছেন তো? আপনার দাদুর কাছে এটা ছিল, তাই না? তার মানে প্রায়রি অভ সায়ান-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিলেন তিনি। তালিকার প্রথম চারজনের একজন হবার কথা তাঁর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া। 'সিক্রেট একটা সোসাইটির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন দাদু। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সিক্রেট সোসাইটিটা প্রায়রি-ই হবে।'

দম আটকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তা হলে জানতেন?'

'দশ বছর আগের কথা, দেখা উচিত নয় এমন একটা কিছু দেখে ফেলি আমি,' বলল সোফিয়া। 'সেই থেকে আমরা কথা বলা, দেখা করা বন্ধ করে দিই। দৃশ্যটা দেখার পর বুঝেছিলাম দাদু শুধু প্রথম সারির সদস্য নন, তিনিই বোধহয় সবার নেতা।'

সোফিয়ার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। 'গ্র্যান্ড মাস্টার? কিন্তু... সেটা তো কোনওভাবেই আপনার জানার কথা নয়!'

'থাক, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।' অন্যদিকে তাকাল সোফিয়া। তার চেহারায় দৃঢ়তা যেমন আছে, তেমনি আছে বেদনাও।

থমথমে নীরবতার মধ্যে বসে থাকল রানা। *ল্যাক বেসন? গ্র্যান্ড মাস্টার?*

তারপর রানার মনে পড়ল, এর আগের গ্র্যান্ড মাস্টাররাও বিখ্যাত সব ব্যক্তি ছিলেন; ছিলেন পণ্ডিত, শিল্পী ও বিজ্ঞানী। এটা যে সত্যি, সেটা বহু বছর আগেই [১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে] প্যারিসের বিবলিওট্যাক ন্যাশনাল প্রমাণ করেছে "ডসিয়াস সিক্রেটস" নামে প্রায়রির একটা দলিল আবিষ্কার করে।

প্রায়রির প্রত্যেক হিস্টরিয়ান ও গ্রেইল ভক্তরা ওই ডসিয়া পড়েছে। ঐতিহাসিকরা অনেকদিন ধরে যেটা সন্দেহ করছিলেন, নামকরা সব বিশেজ্ঞরা ওই ডসিয়া পরীক্ষা করে সেটাই নিশ্চিত করেছেন যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে শুরু করে বটিচেলি, স্যার আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হিউগো এবং ইদানীংকালে প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী জাঁ ককটো-র মত ব্যক্তিরা ছিলেন প্রায়রির গ্র্যান্ড মাস্টার।

তা হলে ল্যাক বেসনের গ্র্যান্ড মাস্টার হতে অসুবিধে কী?

কিন্তু ল্যাক বেসনের আচরণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর জানার কথা যে এই গোপন রহস্যের সাক্ষী আছে আরও তিনজন, কাজেই প্রায়রির সিকিউরিটি নির্বিঘ্ন ও অটুট থাকবে। সেক্ষেত্রে নাতনিকে কিস্টোনটা দিয়ে যাওয়ার জন্য অমন মারাত্মক ঝুঁকি কেন তিনি নিতে গেলেন, বিশেষ করে যেখানে দুজনের সম্পর্ক ভাল ছিল না? আর রানাকেই বা কেন জড়ালেন... ওর মত সম্পূর্ণ একজন অচেনা মানুষকে?

ধাঁধার একটা অংশ পাওয়া যাচ্ছে না, ভাবল রানা।

ট্রাক ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে আসায় দুজনেই মুখ তুলে তাকাল। টায়ারের নীচে কাঁকর গুঁড়ো হচ্ছে। রানা বিস্মিত– কি

ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি ড্যালক্রোজ থামছেন কেন? ওদেরকে না বললেন শহর থেকে যথেষ্ট দূরে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেবেন?

ট্রাক শম্বুকগতিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। রাস্তাটা খানাখন্দে ভরা, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে ওরা। চোখে অস্বস্তি নিয়ে চট করে একবার রানার দিকে তাকাল সোফিয়া, তারপর দ্রুত হাতে ক্রিপটেক্স বক্সটা বন্ধ করে ঢাকনি লাগিয়ে দিল। নিজের জ্যাকেটটা পরে নিল রানা।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। ইঞ্জিন অলস। শব্দ শুনে বোঝা গেল কার্গো হোল্ডের তালা খোলা হচ্ছে। কবাট ফাঁক হওয়ার পর চারপাশে জঙ্গল দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। রাস্তা ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে ট্রাকটা। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জ্যাকুইস ড্যালক্রোজ। মুখে হাসি নেই, চোখে কঠিন দৃষ্টি। তাঁর হাতে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

'আমি দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'সত্যি আমার আর কোনও উপায় ছিল না।'

*

পিস্তল হাতে আড়ষ্ট লাগছে জ্যাকুইস ড্যালক্রোজকে, তবে চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে দৃঢ়তার কোনও অভাব নেই। 'বাক্সটা হোল্ডের মেঝেতে নামিয়ে রাখুন,' বেসুরো গলায় নির্দেশ দিলেন তিনি।

সেটাকে বুকের সঙ্গে আরও শক্ত করে চেপে ধরল সোফিয়া। 'তখন না বললেন দাদু আর আপনি বন্ধু ছিলেন!'

'আপনার দাদুর সম্পত্তি রক্ষা করছি আমি, এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে,' জবাব দিলেন ড্যালক্রোজ। 'যা বলছি শুনুন, বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখুন।'

'না!' গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করল সোফিয়া। 'আমার দাদু আমাকে বিশ্বাস করে দিয়ে গেছেন এটা...'

'আমি কিন্তু...' পিস্তল তুললেন ড্যালক্রোজ, '...গুলি করতে বাধ্য হব।'

বাক্সটা নিজের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখল সোফিয়া।

রানা দেখল অস্ত্রের মাজলটা এবার ওর দিকে ঘুরে গেল।

'মসিয়ো রানা,' বললেন ড্যালক্রোজ। 'বাক্সটা আপনি আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কাজটা আপনাকে করতে বলার কারণ হলো, আপনাকে আমি গুলি করতে একটুও ইতস্তত করব না।'

ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'আপনার উদ্দেশ্য কী বলুন তো?'

'কী আবার,' ধমকে উঠলেন ড্যালক্রোজ, 'আমার ক্লায়েন্টের সম্পত্তি রক্ষা করা।'

'এখন তো আমরাই আপনার ক্লায়েন্ট,' বলল সোফিয়া।

ড্যালক্রোজের চেহারা আরও কঠিন হয়ে উঠল। 'মাদামোয়াযেল সোফিয়া, ওই চাবি ও অ্যাকাউন্ট নাম্বার কীভাবে আপনি পেয়েছেন তা আমি জানি না, তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে নিশ্চয়ই কোথাও প্রতারণা ও চাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আপনাদের ক্রাইম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে পালাতে অবশ্যই আমি সাহায্য করতাম না।'

'আপনাকে তো আমি জানিয়েছি,' বলল সোফিয়া, 'দাদুর মৃত্যুর সঙ্গে আমরা কোনও ভাবে জড়িত নই!'

রানার দিকে তাকালেন ড্যালক্রোজ। 'তা হলে যে রেডিও থেকে বলা হচ্ছে শুধু ল্যাক বেসনের খুনি হিসেবে নয়, আরও তিনজনকে খুন করার অপরাধে পুলিশ আপনাদেরকে খুঁজছে?'

'হোয়াট!' রানাকে বজ্রাহত দেখাল। *আরও তিনটে খুন?* ও-ই মূল সন্দেহভাজন, এই উপলব্ধির চেয়ে বেশি আঘাত করল সংখ্যাটা। ব্যাপারটা কাকতালীয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তিন সেনিশাল? ওর চোখের দৃষ্টি রোজউড বাক্সটায় নেমে এল। ব্রাদারহুডের তিন সদস্য যদি আগেই মারা গিয়ে থাকে, তা হলে তো ল্যাক বেসনের কোনও উপায় ছিল না। বাধ্য হয়েই কিস্টোনটা কাউকে দিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করতেই হয়েছে তাঁকে।

'পুলিশের সমস্যা পুলিশ সমাধান করবে, আমি আমার কাজ করি– আপনাদেরকে তাদের হাতে তুলে দিই,' বললেন ড্যালক্রোজ। 'আমি এরইমধ্যে আমার ব্যাঙ্ককে অনেক বেশি জড়িয়ে ফেলেছি।'

তাঁর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে সোফিয়া। 'মিথ্যেকথা, আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার কোনও ইচ্ছেই আপনার নেই,' বলল সে। 'সেক্ষেত্রে সরাসরি ব্যাঙ্কে ফিরে যেতেন, নয়তো কোনও পুলিশ স্টেশনে। তা না করে জঙ্গলে এনে পিস্তল ধরেছেন কেন?'

'আপনার দাদু আমার সার্ভিস ভাড়া নিয়েছিলেন একটি মাত্র কারণে, তাঁর জিনিস নিরাপদে ও নিভৃতে থাকবে। বাক্সটায় যা-ই থাকুক, আমি চাই না পুলিশের খাতায় সেটা লেখা হোক। মসিয়ো রানা, বাক্সটা আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

'রানা, না!' মাথা নাড়ল সোফিয়া।

পিস্তল গর্জে উঠল। রানার মাথার উপর ইস্পাতের দেয়ালে লাগল বুলেটটা। খরচ হওয়া শেলটা ছিটকে পড়ল কার্গো হোল্ডের মেঝেতে।

স্থির হয়ে গেল রানা।

ড্যালক্রোজকে আগের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। 'মসিয়ো রানা, বাক্সটা তুলুন।'

তুলল রানা।

'এবার ওটা আমার কাছে নিয়ে আসুন।' ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে সরাসরি লক্ষ্যস্থির করেছেন ড্যালক্রোজ, লম্বা করা হাতের পিস্তলটা এখন কার্গো হোল্ডের ভিতরে কিছুটা ঢুকে পড়েছে।

বাক্সটা নিয়ে খোলা দরজার দিকে এগোল রানা। ও ভাবছে, কিছু করলে এখনই, তা না হলে প্রায়রির কিস্টোন হাতে পেয়েও খোয়াতে হবে।

মেঝেটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে, এটাকে কাজে লাগাবার কথা

ভাবছে রানা। প্রতিপক্ষ পিস্তল ধরে আছে ওর হাঁটুর লেভেলে। নাগালের মধ্যে পাওয়া গেলে প্রচণ্ড একটা লাথি মারা যেতে পারে।

ভাগ্য খারাপ, যেন বিপদটা টের পেয়েই ছয় ফুট পিছিয়ে গেলেন ড্যালক্রোজ। নাগালের একেবারে বাইরে। নির্দেশ দিলেন তিনি, 'বাক্সটা দরজার কাছে মেঝেতে নামিয়ে রাখুন।'

আর কোনও উপায় না দেখে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, রোজউড বক্সটা কার্গো হোল্ডের কিনারায় নামিয়ে রাখল, সরাসরি খোলা দরজার সামনে।

'এবার দাঁড়ান।'

দাঁড়াতে শুরু করেও মুহূর্তের জন্য থামল রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধাতব দোরগোড়াটা দেখে নিল। তারপর আবার যখন সিধে হচ্ছে, ড্যালক্রোজের চোখে ধরা না পড়ে খালি শেলটা জুতোর ডগা দিয়ে চৌকাঠের সরু ফাঁকে ফেলে দিল। তারপর পিছিয়ে হোল্ডের একটু ভিতরে সরে এল।

'পিছু হটে একেবারে পেছনের দেয়ালের কাছে চলে যান, তারপর ঘুরে দাঁড়ান।'

নির্দেশ পালন করল রানা।

ড্যালক্রোজ নিজের হার্টের ধক্‌ধক্‌ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। পিস্তলটা ডান হাতে, বাম হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলতে গেলেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল না এত ভারী হবে ওটা। বুঝলেন দু'হাতে না ধরে তোলা যাবে না। বন্দিদের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকিটা আন্দাজ করতে চাইছেন। অন্তত দশ ফুট দূরে ওরা, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, হাত দুটো ব্যবহার করা যেতে পারে।

পিস্তলটা বাম্পারে রেখে বাক্সটা দু'হাতে ধরে তুললেন তিনি, তারপর মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। পরমুহূর্তে পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে আবার হোল্ডের দিকে তাক করলেন। তাঁর বন্দিরা কেউ একচুল নড়েনি।

বেশ। এবার শুধু বাকি দরজা বন্ধ করে তালা লাগানো। ধাতব দরজা বন্ধ করবার জন্য ঠেললেন ড্যালক্রোজ। তাঁকে পাশ কাটাচ্ছে কবাট, হাত উঁচু করে নিঃসঙ্গ বোল্টটা ধরলেন অপর হাতে। এটাকে ঠেলে জায়গামত বসাতে হবে।

ধাতব আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বোল্টটা বাম দিকে টানলেন ড্যালক্রোজ। কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল বোল্ট, স্লিভ-এর সঙ্গে একই রেখায় আসছে না ওটা। কী আশ্চর্য, এরকম হচ্ছে কেন? আবার টানলেন তিনি, কিন্তু বোল্ট লাগছে না। ওটার মেকানিজম যেন খাপে খাপে জোড়া না লাগার পণ করেছে। যতভাবেই চেষ্টা করুন না কেন, দরজা পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না।

আতঙ্কিত হয়ে কবাটের বাইরের দিকটায় খুব জোরে ধাক্কা মারলেন ড্যালক্রোজ। উঁহুঁ, তবু আটকাচ্ছে। কিছু একটা বাধা দিচ্ছে ওটাকে। ঘুরলেন, কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারবেন। মারলেন ঠিকই, কিন্তু এবার বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হলো কবাট।

মুখে বাড়ি খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়লেন ড্যালক্রোজ। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কপাল ফুলে উঠছে, চোখে কিছু দেখছেন না।

সোফিয়ার চিৎকার শুনতে পেলেন তিনি। একটু পরেই ধুলো ও ধোঁয়ার ধাক্কা অনুভব করলেন, কাঁকরে টায়ার ঘষা খাওয়ার আওয়াজও কানে এল। কোনও রকমে উঠে বসলেন ড্যালক্রোজ, এখনও চোখে ঝাপসা দেখছেন, তবে আগের চেয়ে কম।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁক নিতে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেল ট্রাকটা। ইঞ্জিন গর্জে উঠল, গাছটা নুয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত বাম্পারই হার মানল, ভেঙে রয়ে গেল অর্ধেকটা। ঝাঁকি খেতে খেতে চলে যাচ্ছে আর্মার ট্রাক, সামনের বাম্পার মাটিতে ঘষা খাচ্ছে।

ট্রাকটা পাকা অ্যাকসেস রোডে পৌঁছাবার পর অন্ধকারে রাশি রাশি আগুনের ফুলকি দেখা গেল, ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে মাটির দিকে তাকালেন ড্যালক্রোজ. গাড়িটা যেখানে পার্ক করা ছিল। চাঁদের আলো ম্লান হলেও, পরিষ্কার দেখলেন সেখানে কিছু নেই।

কাঠের বাক্সটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তেইশ

পোপ-এর গ্রীষ্মকালীন নিবাস ক্যাস্টেল গ্যানডলফো থেকে রওনা হয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নামছে ফিয়াট গাড়িটা। ব্যাকসিটে বসে আপনমনে হাসছেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড, কোলের উপর পড়ে থাকা বন্ড ভর্তি ব্রিফকেসটার ওজন অনুভব করে আনন্দে আপ্লুত হচ্ছেন, সেই সঙ্গে ভাবছেন লালিকের সঙ্গে বিনিময়ের কাজটা আর কতক্ষণের মধ্যে সারতে পারবেন।

বিশ মিলিয়ন ইউরো।

এই টাকা দিয়ে এরচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী জিনিস কিনতে যাচ্ছেন তিনি। রোমের দিকে ছুটছে গাড়ি, বিশপ বেলমন্ড আরেকবার ভাবলেন, লালিক এখনও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না কেন! আলখেল্লার পকেট থেকে সেল ফোন বের করে ক্যারিয়ার সিগনাল চেক করলেন, খুবই অস্পষ্ট।

'এদিকে সেল সার্ভিস পেতে অসুবিধে হয়,' বলল ড্রাইভার. রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে দেখছে তাঁকে। 'মিনিট পাঁচেক পর পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে যাব আমরা, তখন সার্ভিসের অবস্থা কিছুটা ভাল হবে।'

'ধন্যবাদ।' হঠাৎ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন বেলমন্ড। *পাহাড়ি এলাকায় সার্ভিস পাওয়া যাবে না?* হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর

সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছেন লালিক। হয়তো কোথাও মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

তাড়াতাড়ি ফোনের ভয়েস মেইল চেক করলেন বেলমন্ড। কিছু নেই। তবে, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, যোগাযোগ সম্পর্কে এত সতর্ক লালিক, রেকর্ড হয়ে থাকবে এমন কোনও মেসেজ কখনওই তিনি পাঠাবেন না। এই অতিমাত্রায় সতর্কতার জন্য কোনও ধরনের কনট্যাক্ট নাম্বার পর্যন্ত দেননি তাঁকে। *একা শুধু আমি যোগাযোগ করব*, স্পষ্ট জানিয়েছেন লালিক।

অপসন অফ করে রেখেছেন লালিক, ফলে কোন্ নাম্বার থেকে ফোন করা হলো তা জানা যাবে না।

বেলমন্ড ভাবছেন, ফোন সার্ভিস কাজ না করায় লালিক হয়তো চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে কী ভাবছেন তিনি?

ভাবছেন কিছু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কিংবা বন্ডগুলো আমি পাইনি।

বিশপ বেলমন্ড ঘামতে শুরু করেছেন।

তিনি হয়তো মনে করবেন টাকা নিয়ে আমি পালাচ্ছি!

ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার স্পিডে ছুটছে আর্মার কার, ঝুলন্ত ফ্রন্ট বাম্পার শহরতলির নির্জন রাস্তায় ঘষা খেয়ে একটানা কর্কশ আওয়াজ করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে রাশি রাশি আগুনের ফুলকি।

সামনের রাস্তা কোনও রকমে দেখতে পাচ্ছে রানা। ট্রাকের একটা হেডলাইট গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে গেছে, অপরটা বাঁকা হয়ে গেছে, ফলে হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে আড়াআড়িভাবে পড়ছে আলোটা।

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে কোলের উপর পড়ে থাকা কাঠের বাক্সটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া।

'আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?' জানতে চাইল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস করেন?'

'আরও তিনটে খুন? অবশ্যই। এখন অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে– কিস্টোনটা কাউকে দিয়ে যাবার জন্যে আপনার দাদুর মরিয়া চেষ্টা, আমাকে ধরার জন্যে ক্যাপটেন অকটেভের উঠেপড়ে লাগা।'

'না, আমি জানতে চাইছি ড্যালক্রোজ কিস্টোনটা নিজের কাছে রাখতে চাইছেন ব্যাঙ্কের স্বার্থের কথা ভেবে, নাকি...'

ব্যাপারটা আগে রানা ভেবে দেখেনি। 'তিনি জানবেন কীভাবে এই বাক্সে কী আছে?'

'তাঁর ব্যাঙ্কে ছিল এটা। আমার দাদুকে তিনি চিনতেন। বিষয়টা সম্পর্কে কিছু কিছু জানা থাকতে পারে তাঁর। কাজেই হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রেইলটা নিজের জন্যে রেখে দেবেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার ধারণা, দুটো কারণে মানুষ গ্রেইল পেতে চায়,' বলল ও। 'হয় তারা অতি সরল, বিশ্বাস করে বহুকাল আগে হারানো যিশুর কাপ খুঁজছে তারা...'

'আর?'

'কিছু লোক আসল সত্যটা জানে, আর সেই সত্যকে তারা চার্চের প্রতি হুমকি বলে মনে করে।'

ওরা চুপ করে থাকল বাম্পারের আওয়াজ মারাত্মক লাগছে কানে। মাত্র কয়েক কিলোমিটার ড্রাইভ করেছে ওরা। এভাবে গাড়ি চালানো উচিত হচ্ছে না, ভাবল রানা। যে-কোনও মুহূর্তে এক-আধটা গাড়ি ওদেরকে পাশ কাটাতে পারে।

'দেখি বাম্পারটার কিছু করা যায় কি না,' রাস্তার পাশে ট্রাক দাঁড় করিয়ে বলল রানা। অবশেষে কান ঝালাপালা করা শব্দদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

ট্রাক থেকে নেমে সামনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় নির্মল বাতাসে বড় করে শ্বাস নিল রানা। সেই সঙ্গে বিরাট একটা দায়িত্ব অনুভব করল। ও আর সোফিয়া গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে এমন কিছু

দিক-নির্দেশনা পেয়ে গেছে যেগুলো হয়তো দুনিয়ার সবচেয়ে স্পর্শকাতর ধর্মীয় রহস্যের কাছে পৌঁছে দেবে ওদেরকে।

আরেকটা কথা ভাবল রানা। কিস্টোনটার মালিক প্রায়রি। কিন্তু এটা এখন আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় নেই। অতিরিক্ত তিনটে খুনের খবর পরিস্থিতিকে মারাত্মক জটিল করে তুলেছে। সবাই বুঝবে যে প্রায়রির ভিতরে শত্রু ঢুকে পড়েছে। তাদের কেউ একজন আপস করেছে। ব্রাদারহুডের উপর নজর রাখা হচ্ছিল, কিংবা উপরের স্তরে লুকিয়ে ছিল একজন গুপ্তচর। এ থেকেই বোধহয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কী কারণে ল্যাক বেসন রানা ও সোফিয়াকে কিস্টোনটা দিয়ে গেছেন– ব্রাদারহুডের বাইরের দুজনকে, যে দুজন আপস করবে না বলে বিশ্বাস করতেন তিনি।

তবে কিস্টোনটা ওরা ব্রাদারহুডকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। প্রায়রির কোনও সদস্যকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই রানার। তেমন কাউকে যদি পাওয়া যায়ও, নিশ্চয়তা কী ওই লোকটাই প্রায়রির ভিতরে লুকিয়ে থাকা গুপ্তচর নয়?

ওরা চাক বা না চাক, অন্তত আপাতত কিস্টোনটা ওদের কাছেই থাকবে।

যতটা আন্দাজ করেছিল ট্রাকের সামনের অবস্থা তারচেয়ে অনেক খারাপ দেখল রানা। বাম দিকের হেডলাইট ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর ডান পাশেরটা দেখতে হয়েছে কোটর থেকে বেরিয়ে ঝুলে পড়া চোখের মত। টেনে ওটাকে জায়গামত বসাল রানা, কিন্তু ছেড়ে দিতেই আগের অবস্থায় ফিরে গেল আবার।

ফ্রন্ট বাম্পার কোনও রকমে ঝুলে আছে, কষে দু'একটা লাথি মারলেই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দোমড়ানো-মোচড়ানো ধাতব বাম্পারে লাথি মারছে রানা, এই সময় সোফিয়ার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে ওকে বলেছে, *দাদু আমাকে একটা ফোন মেসেজ পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে তিনি সত্যি*

কথাটা বলতে চান। সে সময় সোফিয়ার কথাটার কোনও তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু এখন, প্রায়রি অভ সায়ান এটার সঙ্গে জড়িত জানবার পর, নতুন একটা সম্ভাবনা বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন।

হঠাৎ করেই বিকট শব্দে বিচ্ছিন্ন হলো বাম্পারটা। সেটা তুলে রাস্তার পাশের ঝোপের ভিতর রেখে এল রানা, ভাবছে এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায়।

রানা এজেন্সির কোনও সেফ হাউসে যাওয়া চলবে না। ওগুলোর মধ্যে কোন্‌টার উপর জুডিশিয়ারি পুলিশ নজর রাখছে বলা মুশকিল।

ক্রিপটেক্সটা কীভাবে খুলতে হয় ওদের তা জানা নেই। জানা নেই ল্যাক বেসন কেন এটা ওদেরকে দিয়ে গেছেন। অদ্ভুত শোনালেও, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার উপর নির্ভর করছে আজ রাতে ওদের টিকে থাকা।

আমাদের সাহায্য দরকার, সিদ্ধান্ত নিল রানা। ব্যক্তিগত সাহায্য।

রানার জানামতে– হোলি গ্রেইল ও প্রায়রি অভ সায়ান-এর জগতে– সাহায্য করবার মত মানুষ মাত্র একজনই আছেন। তবে আগে দেখতে হবে আইডিয়াটা সোফিয়া গ্রহণ করে কি না।

রানার ফেরার অপেক্ষায় আর্মার কারের ভিতর বসে রয়েছে সোফিয়া, কোলে পড়ে থাকা রোজউড বাক্সটার ওজন অনুভব করছে আর ভাবছে, দাদু এটা তাকে কী কারণে দিয়ে গেলেন? এটা নিয়ে কী করবে সে?

চিন্তা করো, সোফিয়া! মাথা ঘামাও। দাদু তোমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন! খুব জরুরি কিছু।

কিস্টোন আসলে একটা মানচিত্র।

বাক্স খুলে ক্রিপটেক্স ডায়ালগুলো দেখল সোফিয়া। তারপর

বাক্সের ভিতর থেকে বের করল, হাত বুলাচ্ছে ডায়ালে। পাঁচ প্রস্থ বর্ণমালা। ডায়ালগুলো এক এক করে ঘোরাল ও। মেকানিজম-এর নড়াচড়া সাবলীল। সিলিন্ডারের দুই প্রান্তে তামার তৈরি দুটো অ্যালাইনমেন্ট তীরচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ডিস্কগুলো এমনভাবে সাজাল সোফিয়া, ওর বাছাই করা হরফগুলো যাতে ওই তীরচিহ্নের মাঝখানে লাইনবন্দি হয়। ডায়ালগুলো এখন পাঁচ হরফের একটা শব্দ তৈরি করেছে।

G-R-A-I-L

নরম হাতে সিলিন্ডারের দুই প্রান্ত ধরে টানল সোফিয়া। ক্রিপটেক্স নড়ে না। শুনতে পেল ভিতরের ভিনিগার কুলকুল করছে। টানাটানি বন্ধ করল ও। তারপর আবার চেষ্টা করল।

V-I-N-C-I

এবারও ক্রিপটেক্স নড়ানো গেল না।

V-O-U-T-E

এরপর শক্ত হয়ে থাকল ক্রিপটেক্স, একচুল নড়ে না। ভ্রূ কুঁচকে বাক্সের ভিতর রেখে দিল সোফিয়া। মুখ তুলে বাইরে, রানার দিকে তাকাল। এরকম একটা রাতে বিদেশি এই আশ্চর্য ভদ্রলোকটি তার সঙ্গে থাকায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।

P.S. FIND MASUD RANA.

এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে কী কারণে তার দাদু রানাকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। এই কাজে বিপদ আছে ভেবে রানাকে তার রক্ষক হিসেবে দিয়ে গেছেন তিনি।

ষাঁড়, অর্থাৎ ক্যাপটেন অকটেভ-এর টার্গেটে পরিণত হয়েছে সোফিয়ার রক্ষক।

এবং অদৃশ্য একটা অশুভ শক্তি হোলি গ্রেইলটা দখল করতে চাইছে। গ্রেইল হিসাবে শেষ পর্যন্ত যা-ই পাওয়া যাক না কেন।

আর্মার ট্রাক আবার রওনা হলো। ওটার শান্ত সাবলীল ভাব দেখে

রানা খুশি। 'কোন্ পথে ভার্সেই যেতে হবে জানেন?' সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করল ও।

ওর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'বেড়ানোর ইচ্ছে?'

'না, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। আমি এক রিলিজিয়াস হিস্টরিয়ানকে চিনি, ভার্সেইয়ের কাছাকাছি থাকেন ভদ্রলোক। তাঁর এস্টেটে দু'একবার গেছি আমি। তবে এখন আর মনে নেই জায়গাটা ঠিক কোথায়। খুঁজে দেখতে চাই।'

'নাম?'

'সার আলবার্ট হিউম– সাবেক ব্রিটিশ রয়াল হিস্টরিয়ান,' বলল রানা।

'ভদ্রলোক ফ্রান্সে বাস করেন?'

সার হিউম তাঁর জীবনের প্রায় পুরোটা সময় হোলি গ্রেইল স্টাডি করে কাটিয়েছেন। প্রায়রি কিস্টোন আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে, বছর পনের আগে এরকম একটা গুজব ছড়ালে ফ্রান্সে এসে যেখানে যত চার্চ আছে তল্লাশি শুরু করেন তিনি। কিস্টোন ও গ্রেইল নিয়ে কয়েকটা বই লিখেছেন। সোফিয়াকে রানা জানাল, বাক্সটা কীভাবে খোলা যায়, কিংবা এটা নিয়ে কী করা উচিত, ভদ্রলোক বলতে পারবেন বলে মনে হয়।

সোফিয়ার চোখে সতর্কতা। 'তার মানে আপনি তাঁকে বিশ্বাস করেন?'

'কীসে বিশ্বাস করি? তথ্যটা চুরি করবেন কি না?'

'এবং আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন কি না।'

'তাঁকে আমি জানাতে চাই না যে পুলিশ আমাদেরকে খুঁজছে। ঝামেলাটা না মেটা পর্যন্ত তাঁর ওখানে থাকতে চাই আমি।'

'রানা, ফ্রান্সের সব কটা টিভি স্টেশন আমাদের ছবি টেলিকাস্ট করছে, অথবা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওই ষাঁড় ভদ্রলোক প্রতিটি কেসে মিডিয়ার সাহায্য নেন। আমাদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব করে তুলবেন তিনি। তাই আবার জিজ্ঞেস করছি,

ভদ্রলোককে আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন তো?'

রানা ভাবল, সার হিউম এত রাতে নিশ্চয়ই টিভি দেখছেন না। ওর ইন্সটিঙ্কট বলছে, সার হিউমকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়। ভদ্রলোক ওদেরকে সাহায্যও করবেন খুশি মনে। তাঁর কাছ থেকে এরকম দু'একটা উপকার পাওনা আছে রানার।

সার হিউম একজন গ্রেইল গবেষক, আর সোফিয়া বলছে তার দাদু সত্যি সত্যি প্রায়রি অভ সায়ান-এর গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন। এ-কথা শোনার পর প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে নিজেই সাহায্য করবার প্রস্তাব দেবেন ভদ্রলোক। 'সার হিউম আমাদের প্রভাবশালী মিত্র হতে পারেন,' বলল রানা, ভাবল– নির্ভর করবে কতটা আমরা তাঁকে বলতে চাই তার উপর।

'অকটেভ সম্ভবত নগদ পুরস্কার ঘোষণা করবেন,' সোফিয়ার গলায় সাবধান করে দেওয়ার সুর।

হেসে ফেলল রানা। তারপর তথ্যগুলো বলে গেল।

সার হিউমের টাকার কোনও লোভ নেই। এমন অনেক ছোট দেশ আছে যাদের বার্ষিক বাজেটের চেয়ে তাঁর টাকার পরিমাণ বেশি। ল্যাঙ্কাস্টার-এর প্রথম ডিউক তাঁর পূর্ব-পুরুষ, উত্তরাধিকার সূত্রে অগাধ সয়-সম্পত্তির অধিকারী। ভার্সেইয়ে তাঁর এস্টেটে রয়েছে দুটো প্রাইভেট লেক সহ সতেরো শতাব্দীর একটা রাজপ্রাসাদ।

'রানা,' আবার বলল সোফিয়া। 'ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায় তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা বন্ধু। তাঁর টাকার কোনও অভাব নেই। তা ছাড়া, ফ্রেঞ্চ অথরিটিকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না বলে জানি আমি। একটা হিস্টরিক ল্যান্ডমার্ক কিনেছেন তিনি, ফ্রেঞ্চ সরকার অবিশ্বাস্য হারে ট্যাক্স ধরেছে, সেটাই কারণ। মোটকথা, অকটেভকে তিনি সাহায্য করবেন বলে মনে করি না।'

'বেশ, তাঁর ওখানে যাচ্ছি তা হলে আমরা,' জানালা দিয়ে

বাইরে তাকিয়ে বলল সোফিয়া। 'এবার বলুন কতটুকু বলবেন?'

রানাকে নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'প্রায়রি অভ সায়ান ও হোলি গ্রেইল সম্পর্কে সার হিউমের চেয়ে বেশি কেউ কিছু জানে বলে বিশ্বাস করি না।'

তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল সোফিয়া। 'আমার দাদুর চেয়েও বেশি?'

'তাঁর কথা আলাদা, তিনি তো ব্রাদারহুডের ভেতরের মানুষ ছিলেন।'

'সার হিউম তা নন, এ আপনি জানছেন কীভাবে?'

'হিউম সারাটা জীবন চেষ্টা করেছেন হোলি গ্রেইল সম্পর্কে সত্যি কথাটা সবাইকে জানাতে, আর প্রায়রির শপথ হলো ওটার আসল রহস্য আরও কিছুদিন গোপন রাখতে হবে।'

'তা হলে আমার আরেকটা প্রশ্নের জবাব দিন,' বলল সোফিয়া। 'এত রাখ-রাখ ঢাক-ঢাক কেন? হোলি গ্রেইল কী তা প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন?'

'প্রায়রির দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম: তথ্যটা খোলা মনে হজম করার মত উপযুক্ত হোক আগে মানুষ, তখন সব জানানো হবে,' বলল রানা। 'তবে নতুন সহস্রাব্দের ঠিক আগে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, গ্রেইল রহস্য ২০০০ সালের পর খুব তাড়াতাড়ি যে-কোনও একদিন প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সেটা এখনও ওই গুজব হয়েই আছে।'

'হুম।'

সোফিয়ার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণটা বুঝতে পারছে রানা। কিস্টোনটা ল্যাক বেসন সরাসরি তাকেই দিয়ে গেছেন, কাজেই সম্পূর্ণ অচেনা কাউকে এর মধ্যে জড়াতে না চাওয়ারই কথা তার। 'সার হিউমকে সঙ্গে সঙ্গে কিস্টোনের কথা না হয় না-ই বললাম আমরা। প্রয়োজন না দেখলে প্রসঙ্গটা তুললাম না। আশ্রয় দরকার, সেটা পাব বলে আশা করি। বাকি সব পরে দেখা যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হিউম ঠিক কোথায় থাকেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি তাঁর এস্টেটের নাম জানি– শ্যাতো ভিলেটি।'

চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে ঘাড় ফেরাল সোফিয়া। 'শ্যাতো ভিলেটি?'

'হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?'

'আমরা ওটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছি। মিনিট বিশেক আগে।'

'এত পেছনে?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা।

'হ্যাঁ। বরং ভালই হলো, এই ফাঁকে আপনি আমাকে জানাবার সুযোগ পাচ্ছেন হোলি গ্রেইল আসলে কী।'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল রানা, 'গ্রেইল হলো সার হিউমের জীবন, ওটার গল্প তাঁর মুখ থেকে শোনা আসলে স্বয়ং আইনস্টাইনের মুখ থেকে আপেক্ষিক তত্ত্ব শোনার মত।'

'এখন শুধু একটাই চিন্তা, এত রাতে হিউম দরজা খুলবেন তো?' সোফিয়ার চেহারায় সংশয়।

'আপনার জ্ঞাতার্থে, তিনি সার হিউম। বেশ কয়েক বছর আগে ব্রিটেনের রানি তাঁকে নাইট উপাধি দেন।'

'ঠাট্টা করছেন না তো? সত্যি আমরা একজন নাইটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি?'

রানার মুখে আড়ষ্ট হাসি। 'আমরা হোলি গ্রেইল খুঁজতে বেরিয়েছি, সোফিয়া। একজন নাইটের সাহায্যই তো দরকার আমাদের।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]